দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৯ ঈসায়ী

আল-জিহাদ আর্কাইভ-২০১৯

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৯ ঈসায়ী

সূচিপত্র

বর্তমান জিহাদ এবং কিছু সন্দেহ সংশয়- ০১ ..... ৪

আমাদের নবি মহাযুদ্ধের নবি..... ৯

আসুন শহিদদের কারামত পড়ে নিজেরাও শাহাদাতের পথে এগিয়ে চলি ১১

মুসলিম উম্মাহ'র "নিরাপত্তা বর্ম" - সেটা কি?.....১৬

জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে তিনটি করণীয়..... ২৩

জিহাদপ্রিয় তরুণদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে 'অতি জজবাতী' আখ্যাদান এবং বিপরীত বাস্তবতা..... ৩১

মুজাহিদ ভাইদের প্রতি এক ভাইয়ের চিঠি ৩৬

ইমাম মাহদি আসলে জিহাদ হবে এই গল্প বনাম কিছু ভয়াবহ বাস্তবতা! ৪৩

মুজাহিদ পরিবারের সন্তানদের পড়াশোনা কেমন হওয়া উচিৎ..... ৫০

_তুমি বীর_.....৫৭

আমাদের পরিচিত কিছু স্বভাব, রিভিউ..... ৫৯

তোর ভেতরের সুপ্ত অনল!!! একটি কবিতা।..... ৬৪

Inspire magazine ১৭তে আমির আল কায়েদা ইসলামী মাগরেব শায়েখ আবু মুসাআব আবদুল ওয়াদুদ (হাঃ) এর সাক্ষাৎকার ৬৬

অনেক করেছি কলমের জিহাদ অনেক করেছি জবানের জিহাদ। ১০০

এমন দুটি ব্যাধি যা যুবক ভাইদের জন্য জিহাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ১০১

যমুনা টেলিভিশনের রিপোর্ট বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ নিয়ে: কিছু কথা ও জরুরী কিছু নথিপত্র.....১০৯

জিহাদ ও মুজাহিদদের ব্যাপারে সংশয়ে পতিত হওয়া..... ১১৫

বর্তমান জিহাদ এবং কিছু সন্দেহ সংশয়- ০১

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

০১-১৩-২০১৯

বর্তমান জিহাদ নিয়ে এমন কিছু সংশয় আছে যেগুলো অনেকের মনেই ঘুরপাক খায়। এমনকি যারা জিহাদের কাজে জড়িত আছেন, তাদেরও অনেকের। অনেকে হয়তো কারো কাছে জিজ্ঞেস করেন, অনেকে করেন না। অনেকে করলেও সঠিক উত্তর পান না। আবার অনেকে হয়তো ভাবেন, আমরা হক্কের উপর আছি; অতকিছু বুঝার দরকার নেই!! যাহোক, এমন কয়েকটি সংশয়ের নিরসনের জন্যই এ লেখা। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন যথাযথ পেশ করার তাওফিক দান করেন। আমীন।

সংশয়-১: জিহাদ বলা হয় কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করাকে; যেমনট ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, কাফের আক্রমণ করলে যুদ্ধে বেড়িয়ে পড়া ফরয। আমরা বর্তমানে যা করছি- যেমন, দাওয়াত, তাসনিফ, মিডিয়া, অর্থ সংগ্রহ বা কিছু সামরিক ই'দাদ- এগুলো কি জিহাদ? এসবের দ্বারা কি জিহাদের ফরয দায়িত্ব আদায় হবে? এগুলোর দ্বারা কি জিহাদের সওয়াব পাওয়া যাবে?

সংশয়-২: ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, কোন মুসলিম ভূখণ্ড আক্রান্ত হলে শত্রু প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধে বেরিয়ে পড়া ফরয। কিন্তু কাফেররা কোন ভূখণ্ড দখল করে নিলে তা পুনঃরুদ্ধার করা ফরয- এমন কথা কি কেউ বলেছেন? কাজেই, ভারতে যখন ইংরেজরা আক্রমণ করেছিল তখন প্রতিহত করার জন্য জিহাদ ফরয ছিল। কিন্তু যখন তারা দখল করে নিয়ে গেছে তখন থেকে আর জিহাদ ফরয নয়। অন্যান্য ভূখণ্ডের বেলায়ও একই কথা।

সংশয়-৩: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি ময়দানে নেমে কাফেরদের সাথে জিহাদ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামও এমনই করেছেন। আমাদের আকাবিরগণও এমনই করেছেন। আমরা বর্তমানে যে লুকিয়ে লুকিয়ে – গেরিলা – জিহাদ করি, এটা কি জায়েয? ইসলাম তো যা করে প্রকাশ্যে করে। এভাবে লুকিয়ে কেন? এটা কি জিহাদ?

সংশয়-৪: ফুকাহায়ে কেরম লিখেছেন, যুদ্ধে যাওয়ার সামর্থ্য যাদের নেই, তাদের উপর জিহাদ ফরয নয়। বর্তমানে যেহেতু জালেম সরকার বা কাফেরদের বাধার কারণে আমরা জিহাদের ময়দানে যেতে সক্ষম নই, তাই আমাদের উপর জিহাদ ফরয নয়। তদ্রূপ শাম-ইরাকের মতো দূর ময়দানে যাওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্যও সকলের নেই। তাই তাদের উপর জিহাদ ফরয নয়।

***

নিরসন

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ .وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد

জিহাদ বললে সাধারণত যুদ্ধ-কিতাল বুঝে আসে। তবে এমনটা মনে করা সঙ্গত নয় যে, জিহাদ শুধু যুদ্ধেরই নাম; যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু জিহাদ নয়। আসলে কুফরি শক্তি পরাস্ত করে ইসলামী খেলাফত কায়েমের জন্য কিতালসহ সংশ্লিষ্ট আরো যা কিছু আঞ্জাম দিতে হবে, সবগুলোই জিহাদ। জিহাদ শুধু কিতালে সীমাবদ্ধ নয়। জিহাদের সওয়াবও শুধু কিতালে সীমাবদ্ধ নয়। হ্যাঁ, কিতাল জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর। তবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজও জিহাদ।

জিহাদকে শুধু কিতালে সীমাবদ্ধ মনে করার অন্যতম একটা কারণ হতে পারে আমাদের ফিকহের কিতাবাদি। সাধারণ দৃষ্টিতে ফিকহের কিতাবাদি পড়লে মনে হবে, জিহাদ মানেই কিতাল। যেন কিতাল ছাড়া অন্য কিছু জিহাদ নয়। অবশ্য গভীর ও তাহকিকি দৃষ্টিতে পড়লে এমনটা মনে হওয়ার কথা না।

***

সালাফের যামানার জিহাদের সাথে আমাদের যামানার জিহাদের বেশ ব্যবধান আছে। সালাফের যামানায় ইসলামী বিশ্বের সবখানে ইসলামী শাসন ছিল। ইসলামী সীমানার অভ্যন্তরে কোথাও কোন কাফের আমান-নিরাপত্তা নেয়া ছাড়া প্রবেশ করারও সাহস পেত না। সালাফের যামানায় সাধারণত ইকদামি তথা আক্রমণাত্মক জিহাদ হতো। কাফেরদের ভূমিতে গিয়ে তাদেরকে ইসলাম বা জিযিয়া কবুলের দাওয়াত দেয়া হত। গ্রহণ না করলে কিতাল করা হতো। এটাই ছিল জিহাদ। কোন

কাফের রাষ্ট্র সাধারণত ইসলামী ভূমির কোথাও হামলা করার সাহস পেত না। একান্ত যদি কোথাও করতোও, তাহলে করতে হতো সীমান্ত দিয়ে। তখনকার বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি ইসলামী শাসনের অধীনে ছিল। গোটা ইসলামী বিশ্বের উপর একসাথে হামলা করা তো কাফেরদের কল্পনাতেও আসতো না। বেশির চেয়ে বেশি দুর্বলতা বা উদাসীনতার সুযোগে সীমান্তের কোন অংশে হামলা করতে পারতো। তখনকার যুগে বিমান ছিল না। উপর দিয়ে মাঝখানে কোথাও হামলার সুযোগ ছিল না। হামলা করলে কোন সীমান্ত দিয়েই করতে হতো। আর এ হামলা প্রতিহত করতে হলে সীমান্তে গিয়েই করতে হতো। এ কারণে সাধারণত ফিকহের কিতাবাদিতে লিখা হয়েছে, কাফেররা মুসলিমদের কোন ভূখণ্ডে বা সীমান্তে হামলা করলে উক্ত হামলা প্রতিহত করতে পারে পরিমাণ মুসলমান যুদ্ধে বের হয়ে পড়া ফরয। যেহেতু হামলা সীমান্ত দিয়েই হতো আর প্রতিহত করতে হলে সীমান্তেই যেতে হতো এবং তা যুদ্ধের মাধ্যমেই করতে হতো, এ কারণে তখন জিহাদ বলতে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ বের হয়ে পড়াকেই বুঝাতো।

স্পষ্ট যে, অর্ধ পৃথিবীব্যাপী এই ইসলামী বিশ্বের এক কোণে হামলা হলে দূরের মুসলমানদের এ ব্যাপারে কোন খবরই থাকতো না। তখনকার যুগে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। মূহুর্তের খবর মূহুর্তে পৌঁছানো যেত না। এ কারণে ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য ইলম তথা জানা শর্ত যে, অমুক অংশে হামলা হয়েছে এবং সেখানকার মুসলমানরা তা প্রতিহত করতে পারছে না। যাদের কাছে খবর পৌঁছবে না, তাদের উপর জিহাদ ফরয নয়। আর এটা তো সঙ্গত কথাই যে, যাদের জানাই নেই যে, হামলা হয়েছে, তাদের উপর জিহাদ আমরা কিভাবে ফরয বলতে পারি?!

দ্বিতীয়ত, শত মাইল পাড়ি দিয়ে সীমান্তে পৌঁছে যুদ্ধ করার মতো সামর্থ্য সকলের থাকতো না। এ কারণে ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, রাহ খরচ ও যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্য যাদের নেই, তাদের উপর জিহাদ ফরয নয়। যেমনটা কুরআনে কারীমেও বলা হয়েছে। আর এটা তো যৌক্তিক কথাই যে, এত শত মাইল পাড়ি দেয়ার এবং সীমান্তে পৌঁছে নিজের যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্য যাদের নেই, তাদের উপর আমরা জিহাদ ফরয বলতে পারি না। এ কারণে যারা জিহাদে যাওয়ার সামর্থ্য রাখতো না, তারা মুজাহিদদের পরিবার দেখাশুনা করতো। সামর্থ্যবানদের উদ্বুদ্ধ করতো। শারীরিকভাবে অক্ষম যারা, তারা সম্পদ থাকলে অন্যকে ঘোড়া,

অস্ত্র, অর্থ ও সামানা-পত্র দিয়ে সহায়তা করতো। তাদের জন্য জিহাদে শরীক হওয়ার এটাই ছিল পথ।

***

সালাফের যমানায় এটা অসম্ভব ছিল যে, কাফেররা মুসলমানদের কোন ভূমি দখল করে রাজত্ব করবে। মুসলমানদের যেখানে বিশ্বজয়ের জয়গান, সেখানে মুসলমানদের ভূমি দখলে নেবে কাফেররা- এটা তো প্রায় অসম্ভব ছিল। বেশির চেয়ে বেশি দুর্বলতার সুযোগে হামলা করতে পারতো। ততক্ষণেই মুসলমানরা এদের প্রতিহত করতে বেড়িয়ে পড়বে। এখনকার মতো নির্লজ্জ হয়ে বসে থাকার মেজাজ ছিল না। কাফেররা দখলদারিত্ব বসাবার আগেই আযাদ হয়ে যাবে। এ কারণে ফিকহের কিতাবাদিতে সাধারণত এ কথা লিখেছে যে, কোন ভূখণ্ড আক্রান্ত হলে জিহাদ ফরযে আইন। এ কথা সাধারণত স্পষ্ট পাওয়া যায় না যে, কোন ভূখণ্ড কাফেররা দখল করে নিয়ে গেলে তা পুনরুদ্ধার ফরয। অধিকন্তু মুসলমানদের শান নয় যে, কোন কাফেরকে নিজেদের ভূমিতে দখলদারিত্ব কায়েম করতে দেবে আর তারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবে। আক্রমণ হতেই দেবে না। কখনোও হয়ে গেলে সাথে সাথে প্রতিহত করবে। ব্যস এ পর্যন্তই। এ কারণে ফিকহের কিতাবাদিতে দখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধার করা ফরয- এ কথাটা সাধারণত স্পষ্ট পাওয়া যায় না। তাছাড়া যেহেতু আক্রমণ হলেই জিহাদ ফরয, তখন দখল করে নিয়ে গেলে যে পুনরুদ্ধার করা ফরয হবে- এটা সহজেই অনুমেয়। সামান্য বুঝসম্পন্ন ব্যক্তিই এটি বুঝতে পারবে। এ কারণে আর স্পষ্ট করে বলার দরকার পড়ে না। কিন্তু এ থেকেও কেউ কেউ ধোঁকায় পড়েছে যে, আক্রমণ হলে প্রতিহত করা ফরয, কিন্তু দখল করে নিয়ে গেলে পুনরুদ্ধার ফরয না। আসলে এটা তাদের বুঝের কমতি। যেখানে কাফেরকে কাফেরের রাষ্ট্রে রাজত্ব করতে দেয়াও জায়েয নয়, আক্রমণাত্মক জিহাদ করে তার শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ইসলাম গ্রহণে বা জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করা অত্যাবশ্যক- সেখানে মুসলিম ভূমিতে কিভাবে রাজত্ব করতে দেয়া জায়েয হবে? কিভাবে কোন মুসলিম ভূমি কাফেরের হাতে থাকতে দেয়া জায়েয হবে? বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট। এরপরও যারা বুঝে না, তাদের আসলে বুঝ নেই। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

***

যাহোক, সালাফের যামানায় আক্রমণ হতো সীমান্ত দিয়ে। আক্রমণ প্রতিহত করতে সীমান্তে যেতে হতো। এ কারণে তখন জিহাদ (তথা সীমান্তে গিয়ে শত্রু প্রতিহত করা) ফরয হওয়ার জন্য কয়েকটা বিষয়ের জরুরত পড়তো-

ক. আক্রমণের সংবাদ পৌঁছা।

খ. সীমান্তে গিয়ে কিতাল করার মতো পর্যাপ্ত শারীরিক শক্তি ও সক্ষমতা থাকা।

গ. রাহ খরচ ও যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের সক্ষমতা থাকা।

পর্যাপ্ত শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য না থাকলে জিহাদ ফরয বলা যেতো না। উভয় প্রকার সামর্থ্য থাকার পর জিহাদ যেটা হতো সেটা হল- সীমান্তে গিয়ে কিতাল। অধিকন্তু কাফেরদের দমনের কাজটা মূলত কিতালের মাধ্যমেই হয়। অন্য সব কিছু কিতালের প্রস্তুতি বা কিতালের সংশ্লিষ্ট বিষয়। এসব কারণে, জিহাদ বলতে সাধারণত কিতাল বুঝায়। ফুকাহায়ে কেরাম জিহাদ বলতে সাধারণত কিতালই বুঝিয়ে থাকেন। 'আর জিহাদ ফরয নয়' দ্বারা 'কিতাল ও যুদ্ধ করা ফরয নয়' উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। এটা উদ্দেশ্য নয় যে- কিতাল ছাড়া আর কিছু জিহাদ নয়, কিংবা শারীরিক বা আর্থিক সামর্থ্য না থাকার কারণে যাদের উপর কিতালে বের হওয়া ফরয নয়, তাদের আর কোন দায়িত্ব নেই। এমনটা বুঝা ভুল। বরং বাস্তব হল:

- জিহাদ শুধু কিতালে সীমাবদ্ধ নয়। কিতালের প্রস্তুতিমূলক ও কিতালের সাথে সম্পৃক্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজও জিহাদ।

- শক্তি সামর্থ্য না থাকার কারণে যাদের উপর কিতাল ও যুদ্ধ ফরয নয়, তাদেরও আরো অনেক দায়িত্ব রয়েছে। সেগুলো যথাযথ আদায় করলে তারাও জিহাদের সওয়াব পাবে। আদায় না করলে গুনাহগার হবে।

এ হল সংক্ষেপ কথা। সামনের পর্ব থেকে ইনশাআল্লাহ দলীলভিত্তিক আলোচনায় যাব।

***

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২০৫৯

আমাদের নবি মহাযুদ্ধের নবি

Abo Usama

Member

০১-২৭-২০১৯

আমাদের নবি রহমতের নবি , দয়ার নবি এবং মায়ার নবি সকলেই বলে ও মানে । কিন্তু আমাদের নবি মহাযুদ্ধের নবি অনেকই বলতে ও মানতে চাই না । অথচ নবি করীম সা. তার নিজের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, আমি 'মালহামার নবি' অর্থাৎ মহাযুদ্ধের নবি । এক হাদিসে রাসুল সা. নিজের ব্যাপারে বলেন-

انا... نبي الملحمة .... و نبي الرحمة

"আমি মালহামা (মহাযুদ্ধের) নবি ... আমি রহমতের নবি" । (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১৮৭০৪; সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৬৪২০)

انا رسول الرحمة ، و انا رسول الملحمة..... بعثت بالجهاد ولم أبعث بالزراع

.

"আমি রহমতের রাসুল... আমি মালহামা (মহাযুদ্ধের) রাসুল... আমি জিহাদের সহিত প্রেরিত হয়েছি ক্ষেত-কৃষি করতে প্রেরিত হই নি" । [কানযুল উম্মাল, হাদিস নং- ৩২১৬৭]

إن الله بعثني ملحمة ومرحمة لم يبعثني تاجرا ولا زراعا.

"নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে রহমতওয়ালা এবং মহামুদ্ধওয়ালা নবি বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আমাকে ব্যবসায়ী ও কৃষক বানিয়ে প্রেরণ করেননি।" [কানযুল উম্মাল, হাদিস নং- ১০৫০০/১০৫০১]

পুর্ববর্তী আসমানী কিতাবেও তাঁর সা. এই গুণের কথা বলা হয়েছে । ইমাম সারাখসি রাহিমাহুল্লাহ তাওরাতে বর্ণিত কথা আপন কিতাবে এভাবে নকল করেছেন –

وصفته في التوراة : نبي الملحمة عيناه حمراء و ان من شدة القتال.

“তাওরাতে তাঁর গুণাবলীঃ মহাযুদ্ধওয়ালা নবি, যুদ্ধেও কঠোরতার কারণে তাঁর চোখ রক্তিম বর্ণের হবে।” [শরহে সিয়ারে আল কাবির ১/১৯]

রাসুল সা. তাঁর ইন্তেকালের সময় ঘরে উত্তরাধিকারী সম্পত্তি হিসেবে বন্টন করার মত এমন কোন মাল রেখে যাননি তবে যে জিনিস রেখে গিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে তাঁর সা. ঘরে নয়টি তরবাবি ঝুলানো ছিল। তেমনি রুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে ‘উসামার রা. বাহিনী’কে প্রেরণ করার ফায়সালা করেছিলেন। তো তাদের রওয়ানা দেয়ার সময় তিনি সা. মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি অনেক দূর্বল হয়ে গিয়েছিলেন এতদসত্ত্বেও তিনি সা. আপন সাহাবিকে রা. সকল পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিয়ে এই নসিহত করেছিলেন - যা আজকের জন্যে নসিহতের উপযুক্ত- **اغز باسم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله** .“বিসমিল্লাহ তথা আল্লাহর নাম নিয়ে (কিতালের জন্যে) আল্লাহর রাস্তায় বের হও, আর যে আল্লাহর সাথে কুফরি করেছে তার সাথে লড়ায় করো।”

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২২১৭

আসুন শহিদদের কারামত পড়ে নিজেরাও শাহাদাতের পথে এগিয়ে চলি !!!

পর্ব-২

Abo Khaled

Member

০১-২৬-২০১৯

মুজাহিদীনের দোয়া

আফগানিস্তানের এক বিখ্যাত মুজাহিদ মাওলানা আরসালান। তিনি রাশিয়ান বাহিনীর মধ্যে এত ভীতির সঞ্চার করেছিলেন যে, রাশিয়ান বাহিনী সর্বদা তাঁর ব্যাপারে সৈন্যদেরকে সতর্ক করতো। তারা সৈন্যদের বলত, তিনি(আরসালান) মানুষের গোশত পর্যন্ত ভক্ষণ করেন। এই মাওলানা আরসালান আমাকে বলেন, একবার এক খণ্ডযুদ্ধে আমাদের কাছে মাত্র একটি রকেট লাঞ্চার ও একটি ট্যাংক বিধ্বংসী গোলা ছিল। আমরা নামাজ আদায় করে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করলাম, যেনো একটি রকেটই শত্রুবাহিনীর ধ্বংসের জন্য যথেষ্ঠ হয়ে যায়। আমরা সম্মুখপথে ২০০টি ট্যাংক এবং একদল সৈন্য দেখলাম, যারা আমাদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে রকেটে আগুন জালিয়ে বিস্ফোরক ভর্তি রকেটটি তীব্র গতিতে নিক্ষেপ করলাম। আল্লাহর রহমতে শত্রুবাহিনীর ৮৫টি ট্যাংক ও একটি অস্ত্রবাহী গাড়ি ধ্বংস হয়ে গেল। শত্রুরা পরাজিত হলো এবং আমরা অনেককে বন্দি করলাম। আমি (লেখক) সেই যুবককে দেখেছি যে রকেটিতে আগুন জালিয়েছিল।

পাখির বেষ্টনী

মাওলানা আরসালান আমাকে বলেন, একবার যুদ্ধের ময়দানে নিরাপদ স্থানে পৌঁছার আগেই রাশিয়ান বাহিনী আমাদের আক্রমন করল। এই আকস্মিক আক্রমনে আমরা ভাবনাতুর হয়ে পড়লাম। ঘটনাক্রমে ফাঁকে ফাঁকে পাখিরা এসে

আমাদের মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছিল। ফলে শত্রুবাহিনীর বিমান আমাদের ওপর আক্রমন করতে পারছিল না। পাখিদের এই অভূতপূর্ব সাহায্য আমরা নিজেদের প্রস্তুত করে শত্রুবাহিনীর বিমানকে ভূপাতিত করলাম।

মাওলানা জালাল উদ্দিন হক্কানি (একজন বিখ্যাত মুজাহিদ) আমকে বর্ণনা করেন, আমি বিভিন্ন সময় বিমানের চারদিকে পাখিদের উড্ডয়ন দেখেছি, যাতে মুজাহিদরা বোমার আঘাত থেকে নিরাপদ থাকে।

আব্দুল জব্বার নিয়াজি আমাকে বলেন, আমি দুবার শত্রুবাহিনীর বিমানের নিচে পাখির উড্ডয়ন দেখেছি।

কুরবান মুহাম্মদ আমাকে বলেন, একবার আমি ৩০০-এর অধিক পাখিকে বিমান কর্তৃক তাড়িত হতে দেখলাম; কিন্তু একটি পাখিও আহত হয়নি।

আলহাজ মুহাম্মদ জাল (ঘানার প্রদেশের মুজাহিদ) আমকে বলেন, কম হলেও দশবারের অধিক সময় আমি পাখির ঝাঁককে শত্রুবাহিনীর বিমানের চারপাশে উড়তে দেখেছি, যাদের ওড়ার গতি ছিল শব্দের গতি অপেক্ষা দ্রুততর।

চারদিক থেকে আগুনের পরিবেষ্টন

আরসালান আমাকে বলেন, আমরা শাতুরি নামক এক স্থানে ছিলাম। শত্রুবাহিনীর ২,০০০ সৈন্যের মোকাবিলায় আমরা ছিলাম মাত্র ২৫ জন মুজাহিদ। যুদ্ধ শুরু হলো। দীর্ঘ চার ঘন্টা পর শত্রুরা পরাজিত হলো। তাদের ৮০ জনের অধিক নিহত হয়েছে এবং ২৬ জনকে আমরা বন্দি করলাম। আমরা বন্দিদের বললাম, তোমাদের সৈন্যরা কেন পালিয়ে গেল? তারা বলল, আফগান মুজাহিদরা চারদিক থেকে আমাদের ওপর বোমা ও গুলি নিক্ষেপ করেছে। আরসালান বলেন, আমাদের কাছে বোমা ও গুলি কোনোটিই সে সময় মজুদ ছিল না। প্রত্যেকের ছিল স্বতন্ত্র অস্ত্র এবং আমরা সবাই একই দিকে আক্রমণ করেছিলাম।

তিনি আমাকে আরো বলেন, একবার শত্রুবাহিনীর বিপুলসংখ্যক সৈন্য আমাদের আক্রমণ করে। অথচ আমরা ছিলাম অল্প ক'জন মুজাহিদ। শত্রুবাহিনীর সহযোগিতার জন্য আকাশে বিমান প্রদক্ষিণ করছিল। আমাদের গোলা-বারুদের পরিমাণও ছিল নিঃশেষ অবস্থায়। ফলে আমরা বন্দি হওয়ার আশঙ্কা করছিলাম। মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে কায়মনোবাক্যে দোয়া শুরু করলাম। হঠাৎ চারদিক

থেকে শত্রুবাহিনীর ওপর বৃষ্টির ফোঁটার মতো গুলি ও বোমা পতিত হওয়া শুরু হলো। একপর্যায়ে তারা পরাজিত হলো। আমরা ব্যতিত সেই যুদ্ধের ময়দানে জীবিত কেউ অবশিষ্ট ছিল না। তিনি বলেন, তারা ছিল আল্লাহর মনোনীত ফেরেশতা।

ফেরেশতাদের গায়েবি অশ্ববাহিনী

মাওলানা আরসালান আমাকে বলেন, আরজুন নামক এক স্থানে কমিউস্টিরা আমাদের ওপর আক্রমণ চালালে আমরা শত্রুদের ওপর হামলা করি। যুদ্ধের একপর্যায়ে আমরা জয়লাভ করি। এতে শত্রুবাহিনীর ৫০০-এর অধিক সৈন্য নিহত হয় এবং ৮৩ জন সৈন্য আমাদের হাতে বন্দি হয়। আমরা বন্দিদের বললাম, তোমরা কেন পরাজিত হলে? তোমাদের কেন এত সৈন্য নিহত হলো, যেখনে মাত্র একজন মুজাহিদ শহীদ হলো? বন্দিরা বলল, তোমরা মুজাহিদদের ঘোড়ায় আরোহন করে আমাদের দিকে আক্রমণ করতে দেখলাম । যখনই আমরা আঘত করি, ঘোড়াগুলো অদৃশ্য হয়ে যায় । আমরা তাদের একটি গুলিও বিদ্ধ করতে পারিনি।

ওই ঘটনার প্রামণিকতা কুরআনে পাওয়া যায়, যখন বদরের প্রান্তে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের দ্বারা সাহায্য করেন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

স্বরণ কর সেই সময়ের কথা (বদর যুদ্ধ) যখন তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহে সাহস সঞ্চার করে তাদেরকে ধীরস্থির রাখো। অচিরেই আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব । কাজেই গর্দানের ওপর আঘাত করো এবং তাদের জোড়ায় জোড়ায় কাটো। [সূরা আনফাল ৮:১২]

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন-

بَلَىٰ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ

অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক, আর তারা যদি তখনই তোমাদের ওপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার ওপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্য পাঠাতে পারেন। [সূরা আলে ইমরান ৩:১২৫]

এই আয়াতের তাফসিরে ইমাম কুরতুবি রাহ. বলেন, যেসব সৈন্য ধৈর্য ধারণ করে এবং মহান পালনকর্তার কাছ থেকে পুরস্কারের আশা রাখে, অবশ্যই আসমান থেকে ফেরেশতাগণ তাদের কাছে অবতরণ করবে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে সহযোগিতা করবে। কেননা কিয়ামত পরযন্ত মুজাহিদদেরকে এইরূপ সাহায্য করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা এদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, এই পাঁচ হাজার ফেরেশতা কিয়ামত পর্যন্ত মুমিনদের জন্য সাহায্যকারীরূপে বরাদ্দ। ইমাম মুসলিম রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, 'চিহ্নিত' বলতে এক বিশেষ ধরনের নিদর্শনকে বোঝানো হয়েছে। বিভিন্ন তাফসিরে বর্ণিত আছে, 'চিহ্নিত' বলতে ঘোড়ার ওপর আরোহণকারী ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে। কেননা উপস্থিত সবার চেয়ে তারা ভিন্ন প্রকৃতির হন।

হাদিস শরিফে এসেছে –

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন: বদরের ময়দানে একজন মুসলিম সাহাবি এক মুশরিককে ধাওয়া করলেন। হঠাৎ মাথার ওপর থেকে ঘোড়ার ওপর চাবুক মারার আওয়াজ শুরতে পেলেন। অশ্বারোহী চিৎকার করে বলছে, হে হাইসাম, সামনে অগ্রসার হও। তিনি সেই মুশরিককে দেখলেন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার দাঁত ভেঙে গেছে আর চেহারা পরিপূর্ণ বিকৃত হয়ে গেছে। মনে হয় তার চেহারার ওপর কেউ চাবুকের আঘাত করেছে। একজন আনসারি বিস্মিত হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সত্য বলেছ। এটা হল তৃতীয় আসমান হতে আগত সাহায্য। [সহিহ মুসলিম]

মুহাম্মদ ইয়াসির আমাকে বর্ণনা করেন, শত্রুবাহিনী ট্যাংক-বহর নিয়ে শহরে প্রবেশ করার পর তারা মুসলিম বাহিনীর ঘোড়ার আস্তাবল অনুসন্ধান করতে

লাগল। মানুষ আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল, তারা তো ঘোড়ার আরোহন করতেই জানেন না। তখন তারা উপলব্ধি করল, এ ঘোড়াগুলো আল্লাহ প্রদত্ত ফেরেশতা।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২২০৭

মুসলিম উম্মাহ'র "নিরাপত্তা বর্ম" - সেটা কি?

s_forayeji

Moderator

০৩-০৫-২০১৯

আসেন আমরা শুরুতেই স্বীকার করে নেই জাতি কিংবা উম্মাহ হিসবে দুনিয়াতে আমাদের মত নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং মাজলুম আর কোন জাতি বা উম্মাহ নাই!

উম্মাহ হিসেবে আমাদের অনেক বড় একটি ভুল হচ্ছে **আমরা নিজেদের আইডেন্টিটি ভুলে গেছি**। আমাদের রিয়েল আইডেন্টিটি। আমাদের আসল পরিচয়। এই একটা লাইন আমাদের ফর্মুলার মত মনে রাখা দরকার। কারণ, অতীতের রেশ ধরে বর্তমানে উম্মাহ যে বিশ্বব্যাপী দুর্দশা, নির্যাতন, আগ্রাসন, জুলুমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং শতাব্দী ব্যাপী কাফেরদের জঘন্য পরিকল্পনার সামনে উম্মাহর তথাকথিত নেতাদের গাদ্দারী, গাফেলতির জন্য বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহ আজ যে অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে, তা –

বুঝতে হলে এবং উপলব্ধি করতে হলে তার কারণ নির্ণয় করতে হলে সর্বোপরি, এই দুর্দশা থেকে মুক্তির উপায় খুজে বের করতে হলে অবশ্যই উম্মাহ হিসেবে আমাদেরকে আমাদের আসল পরিচয় খুজে বের করতে হবে। আমাদের আসল পরিচয়ে ফিরে যেতে হবে।

এই সমস্যার শুরুই হয়েছে নিজেদের পরিচয় পরিত্যাগ করে কিংবা বিক্রি করে নতুন পরিচয় গ্রহন করার জন্য। যা ছিলো আমাদেরকে শাসন এবং শোষণ করার জন্য কাফেরদের পরিকল্পনার মূলভিত্তি। এবং সেটি উচ্চারিত হওয়া দরকার, তা হচ্ছে - এই মুসলিম উম্মাহকে তার শেকড় থেকে আলাদা করে ফেলা, যে শেকড় এই উম্মাহকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো।

শেকড় থেকে আলাদা করে ফেলা অর্থ এই নয় যে, আমাদেরকে কোন ভুখন্ড থেকে আলাদা করে ফেলা! এই মুসলিম উম্মাহ পরিচিত হয় একটি মৌলিক পরিচয়ে, তা হচ্ছে তাদের ঈমানের পরিচয়ে, বিশ্বাসের পরিচয়ে, ইসলামের পরিচয়ে। এখন ইতিহাস থেকে কিছু কথা সামনে নিয়ে আসা দরকার। যেগুলো

আমরা এতদিন শুধু বইয়ের পাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম। **আরবের উপরে অনারবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই কিংবা এই উম্মাহ এক দেহের মত। কিংবা আল্লাহর আদেশ - তোমরা আল্লাহর রজ্জু শক্ত করে ধরো।** এমন আদেশ এবং সতর্কবানী যা আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনে জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো এবং অনেক আদেশ এবং সতর্কবানী যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের রাসুল এবং আমাদের কমান্ডার মুহাম্মাদ সাঃ হাদিসের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়ে গেছেন।

আমাদের প্রতি রাসুল সাঃ এর আদেশ ছিলো (ভাবার্থে) - **তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা, আমি যে আদর্শ রেখে যাচ্ছি তার উপরে অটল থাকো** - (আও কামা কলা আলাইহিস সালাম)

কিছু কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। ইসলাম কি? ইসলাম কি এই প্রশ্নের আগে আমরা একটু দেখে নেই, ইসলাম কি না –

১। ইসলাম কোন ফ্যান্টাসি, মনগড়া কিছু বিধানের সমস্টি - না।

২। ইসলাম কোন পার্ট টাইম, হবি টাইম, সিজনাল, যেমন খুশি তেমন সাজো, ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই সমস্ত আবদার গ্রহণকারী ধর্মীয় বিধানমালা - না।

৩। ইসলাম কোন, এডিটেড, রিফর্মড, মোডারেটেড, কাস্টমাইজড, অ্যাডপ্টেড, ওপেন সোর্স ধর্মিয় কোড অফ কন্ডাক্টস - না।

৪। ইসলাম নিজের বিকাশ, প্রচার, প্রসার এবং সুরক্ষার জন্য অন্য কোন মতবাদ, আদর্শ বা কৌশল ধার করে বা এমন অনুমতি দেয় - না।

৫। ইসলাম তার অনুসারীদের একই সাথে ইসলাম থেকে কিছু এবং অন্য যে কোন আদর্শ/মতবাদ থেকে কিছু পালন করা এমন অনুমতি দেয় - না।

৬। ইসলাম তার নিজের সাথে আর অন্য যে কোন মতবাদ/আদর্শ কে পাশাপাশি সহাবস্থানে থাকার অনুমতি দেয় - না।

৭। ইসলাম তার অনুসারীদের ধর্ম এবং জীবনের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় - না।

ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। একক কোন ব্যাক্তি বা গোত্র, সমাজের জন্য না, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য। মেক নো মিসটেক –

ইসলামের থেকে এমনকি প্রানীজগত এবং উদ্ভিদজগতের উপকৃত হবার এবং নিরাপত্তা লাভের হক্ক রয়েছে। এতটুকু যে অনুধাবন করতে পারলো না সে ইসলামের পরিচয় এখনো পূর্ণ ভাবে জানতে পারেনি। **এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন কে? আল্লাহ। সৃষ্টিজগতের মালিক কে? আল্লাহ। এই দুনিয়া এবং এর উপরে নিচে যা আছে তার সমস্ত কিছুর প্রতিপালক কে? আল্লাহ। অন্য কেউ কি এগুলোর মধ্যে ১% শরীক হতে পারে? না, পারেনা। কিংবা কারো কি তেমন কোন সামর্থ্য আছে? না, নাই। এতটুকু যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েই গেলো, তাহলে এবার জানা দরকার আল্লাহ শুধু দুনিয়া সৃষ্টি করে তার পরিচালনার ভার অন্যের উপরে ছেড়ে দেননি, [নাউজুবিল্লাহ] বরং আল্লাহ এটাই বলেছেন, দুনিয়া আল্লাহর এখানে হুকুম ও চলবে আল্লাহর। ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ। আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কারো হুকুম এখানে চলবেনা। তাহলে সেই হুকুম কি? সেই হুকুমের নাম হচ্ছে - ইসলাম।** আল্লাহ তাঁর দুনিয়াতে ইসলামকেই কায়েম হবার জন্য মনোনীত করেছেন। আল্লাহ বলেন, আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহনযোগ্য জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ আরো কনফার্ম করেছেন - আমি এই ইসলামকে পরিপুর্ন করে দিয়েছি, অর্থাৎ যা যা দরকার হবে তার সবকিছু ইসলামের মধ্যেই আছে, অন্য কোথাও থেকে ধার করতে হবেনা, আমদানি করতে হবেনা, গবেষণা করতে হবেনা, উদ্ভাবন করতে হবেনা, মডিফাই করতে হবেনা।

যে কেউ স্বীকৃতি দিলো আমি মুসলিম, তাকে এই কথাগুলোর ও স্বীকৃতি দিতে হবে। এই কথাগুলো বিশ্বাস করতে হবে এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

"কোন প্ল্যান বি নাই" "প্ল্যান বি এর জন্য ইসলাম না" - আল্লাহ যখন বলে দিয়েছেন - কমপ্লিট - এর মানে কমপ্লিট। ফুলস্টপ।

এগুলো একজন মুমিন অর্থাৎ বিশ্বাসীর জন্য সারভাইভাল কন্ডিশন। তাকে সারভাইভ করতে হলে, এবং থ্রাইভ করতে হলে - এই কন্ডিশন মানতেই হবে। আমি আবারও বলছি - মানতেই হবে এর অর্থ এর অন্য কোন বিকল্প নাই! যে পারবেনা সেটা তার ব্যার্থতা, যার দায় ইসলাম কেন নিবে! তবে হ্যা, ইসলাম তাকে ফেলে দিবেনা। বরং ইসলাম হচ্ছে উম্মাহর জন্য বর্ম। তাই কেউ যদি ব্যার্থ হয়, সামস্টিক ভাবে উম্মাহর অন্য অনুসরণকারী গণ যখন এই বর্ম কে প্রতিষ্ঠিত

রাখবেন, এই বর্মের নিচে থাকা দুর্বল কিংবা সন্দিহানরা ও নিরাপত্তা পাবে। তবে শর্ত হচ্ছে - ইসলামের নিরাপত্তা বর্ম কে অন রাখতে হবে। শিল্ড মাস্ট বি অন!

আরো ব্যাপার হচ্ছে এতটুকু উপস্থাপন যদি ভারী, ব্যাপক মনে হয় তবে আসলেই তা ভারী এবং ব্যাপক। ইসলাম কোন ছেলে খেলা, মুড়ি মুড়কি বা হালুয়া প্রাসাদ খাবার নাম না! আপনি ইসলামের সূচনা দেখেন না কেন? যখন ইসলাম আসলো তখন সবাই কি ইসলামকে আদর করে বুকে টেনে নিয়েছিলো? বরং **ইসলামের প্রথম শহীদ ছিলো একজন বিশ্বাসী মহিলা, সুমাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা যাকে বর্শার আঘাতে হত্যা করা হয়েছিলো**। এটি ছিলো শুরু এর পরের ইতিহাস তো আপনাদের অজানা না! বিলাল রাঃ, খাব্বাব রাঃ, রাসুল সাঃ কে তায়েফে রক্তাক্ত করে দেয়া কিংবা উহুদের দিনে রাসুল সাঃ এর দাড়ি মুবারক বেয়ে গলগল করে পবিত্র রক্ত প্রবাহিত হওয়া, হামজা রাঃ শাহাদাত - আপনি কি মনে করেন এগুলো সব ছিলো শুধু ইতিহাস! এগুলো ছিলো ইসলামের শিল্ড অন করার জন্য জিহাদ, মুজাহাদা, চেষ্টা সংগ্রাম সাধনা! আমরা কি আসলেই ভেবে নিয়েছি যে, আমার মা বা মুসলিম - আর আমিও ফ্রিতে ইসলাম পেয়ে গেছি! ইসলামের শিল্ড কে অন রাখতে হবে এবং এটা কোন ছেলেখেলা না! **আমাদের কমান্ডার মুহাম্মাদ সাঃ কে পর্যন্ত রক্তাক্ত হতে হয়েছে যেন আমি আপনি এই শিল্ডের নিচে নিরাপত্তার সাথে থাকতে পারি**! আর আজ আমরা একবার নিজেদের দিকে তাকাই

- **আল্লাহ যে শিল্ডকে আমাদের জন্য নিয়ামত হিসেবে দান করলেন দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য, রাসুল সাঃ যে শিল্ড এর জন্য রক্তাক্ত হলেন আজ আমরা সেই শিল্ড কে বাতিল, ব্যাকডেটেড, এক্সট্রিম লেবেল লাগিয়ে কাফেরদের অফার করা দাসত্বের জিন্দেগী কে গ্রহন করেছি!** আর সেই কাফেররা যখন আমাদেরকে হত্যা করছে, নির্যাতন করছে, জুলুম করছে তখন আমাদের মধ্যে উত্তম রা প্রশ্ন করছেন

- এগুলো হচ্ছে কেন! এগুলো মনে হয় আমাদের ইসলামের জন্যই হচ্ছে। এই ভার্সন টা আমাদের কাফের বন্ধুদের পছন্দ হচ্ছেনা, চল আমরা আরেকটু তাদের মত হয়ে যাই! সমস্যা হচ্ছে এভাবে আমরা নিজেদের ঈমান আকিদাহ সব বিক্রি করে দিয়ে এমন কি তাদের রঙে রঙিন হয়ে গেছি, তাও আমাদের সমস্যা দূর হয়নি! এরপরে আমরা আমাদের নিজেদের ভাইবোনদের কাফেরদের হাতে তুলে দিয়েছি তাও আমাদের সমস্যা দূর হয়নি, শেষ পর্যন্ত আমরা কাফেরদেরকেই

আমাদের উপরে ভালো মন্দের অভিভাবক হিসেবে মেনে নিয়েছি, তাও আমাদের সমস্যা দূর তো হয়নি বরং দিন দিন আরো বেশি হয়েছে!

সেখানেই তাহলে এই পোষ্ট এর শুরুর লাইনটি আবার ফিরে আসলো - **আসেন আমরা আবারো স্বীকার করে নেই জাতি কিংবা উম্মাহ হিসবে দুনিয়াতে আমাদের মত নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং মাজলুম আর কোন জাতি বা উম্মাহ নাই!**

এবার প্রশ্ন হচ্ছে - এর থেকে মুক্তির উপায় কি?

সিম্পল - ইসলাম। ইসলামের শিল্ড। প্রমাণ? মক্কায় কাফেররা যখন জুলুমের চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেলো, রাসুল সাঃ কে হত্যা করার পরিকল্পনাও করে ফেললো, মুসলিমদেরকে দেশ থেকে বের করে দিলো, মুসলিমদের ধন সম্পদ গুলো দখল করে নিতে লাগলো **এমন অবস্থায় আল্লাহ বললেন - ফাইট ব্যাক**। ইয়েস - ফাইটব্যাক! জিহাদের হুকুম আসলো! জি - জিহাদ। যা শুনলে আমাদের অন্তরাত্মা উড়ে যায় - সেই জিহাদের হুকুম আসলো। মুসলিমরা মক্কা থেকে পালিয়ে মদিনায় আশ্রয় নিলেন, সারভাইভ করার জন্য আবু সুফিয়ানের কাফেলা রেইড করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ মুসলিম বাহিনীকে টেনে নিয়ে আসলেন বদরের দিকে, এজন্য যে আল্লাহ বলছেন (ভাবার্থে) - এর দ্বারা আমি হক এবং বাতিলের মধ্যে মিমাংসা টেনে দিবো। অর্থাৎ তোমার শত্রু যখন অস্ত্র ধরেছে তখন তোমাদেরকেও অস্ত্রই ধরতে হবে। বদর, উহুদ, পেরিয়ে মুসলিম বাহিনী আবার সেই মক্কাতেই ফিরে আসলো! আজ তাদের কেউ তাদের হত্যা করার হুমকি দিলোনা, আজ কেউ তাদের অপমান করলোনা, আজ কেউ তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিলোনা বরং তারা সবাই দূরে থেকে, পাহাড়ে, আড়লে আবডলে লুকিয়ে থেকে কিংবা নিজের ঘরের মধ্যে বন্দি থেকে মুসলিম বাহিনী এবং তাদের উপরে ইসলামের নিরাপত্তা দেখলো! তাহলে কি দাড়ালো?

এর থেকে মুক্তির উপায় কি? - আল্লাহ কি বলেছেন? ফাইট ব্যাক, কুতিবা আলাইকুমুল কিতাল। তোমাদের উপরে কিতালের হুকুম দেয়া হল। কিংবা (ভাবার্থে) তোমাদের উপরে জিহাদের হুকুম দেয়া হল যদিও তোমরা তা অপছন্দ কর, কিন্তু হতে পারে তোমরা যা অপছন্দ কর তার মধ্যেই তোমাদের কল্যান আছে।

তাই ইন্সট্যান্ট উত্তর হচ্ছে - ফাইট ব্যাক। কেন বললাম ইন্সট্যান্ট? কারণ এটা শুধু শুরু মাত্র। শুধু ফাইটব্যাক ই সমাধান না। বরং সমাধান হচ্ছে পরিপূর্ণ ইসলামের বাস্তবায়ন বা ইসলামের নিরাপত্তা শিল্ড অন করা। কিন্তু তার জন্যই এই মুহূর্তেই যা করা দরকার তা হচ্ছে - **ফাইট ব্যাক**।

সবশেষে –

নিজেকে রক্ষার জন্য অস্ত্র ধরার মধ্যে কোন লজ্জা নাই। কারণ নিজের উপরে আক্রমন হলে এমনকি পশুরাও ঘুরে দাঁড়ায় - দে ফাইট ব্যাক। নিজের দ্বীন ইসলামের জন্য অস্ত্র ধরার মধ্যে কোন লজ্জা নাই। কারণ কাফের রা তাদের দ্বীন ডেমোক্রেসির জন্য অস্ত্র ধরতে কোন লজ্জা পায়নি। নিজেদের ভাই বোন, আর শিশুদের হত্যার বদলা নেয়ার জন্য অস্ত্র ধরার মধ্যে কোন লজ্জা নাই। কারণ কাফের রা আমাদের ভাই বোন আর শিশুদের হত্যা করার জন্য অস্ত্র ধরতে কোন লজ্জা পায়নি।

আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য অস্ত্র ধরার মধ্যে কোন লজ্জা নাই। কারণ কাফের রা তাদের তাগুত প্রভুদের হুকুমে অস্ত্র ধরতে কোন লজ্জা পায়নি।

জিহাদ কোন লজ্জা না, বরং জিহাদ হচ্ছে সম্মান এবং ইজ্জত। জিহাদ কোন অপব্যাখ্যা না বরং জিহাদ হচ্ছে উম্মতের বর্ম।

আর হ্যা, ইন্নাল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন - শেষ বিজয় শুধুই মুত্তাকিনদের জন্য।

আমি সাক্ষ্য এবং ঘোষণা দিচ্ছি, আল্লাহ এক। মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর রাসুল। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ সত্য, সত্য তাঁর কালিমা, সত্য তাঁর দ্বীন, সত্য তাঁর রাসুল, সত্য তাঁর ওয়াদা। জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য। মুমিনদের জন্য আল্লাহর সাহায্য সত্য, আল্লাহর পক্ষ সাহায্য এবং বিজয় সত্য। সমস্ত প্রসংশা এবং সম্মান শুধু মাত্র আল্লাহর জন্যই। মালিক আল্লাহ, হুকুম ও চলবে শুধুই আল্লাহর। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই কাফেরদের জন্য কোন আশা নাই, তারা এই দুনিয়াতেও পরাজিত আর আখিরতেও তারা ক্ষতিগ্রস্থ আর জাহান্নামই তাদের শেষ পরিণতি!

আমি নিজেকে সমর্পন করলাম আমার রবের সামনে, আমি এবং আমার জিন্দেগী

- ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহ ইয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রব্বিল আলামিন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৬১৩

জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে তিনটি করণীয়

আদনানমারুফ

Senior Member

০৩-০৬-২০১৯

জিহাদ বিরোধী আলেম ও শায়েখদের জিহাদ থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য একটি বড় হাতিয়ার হলো, জিহাদের শক্তি না থাকার দাবী করা, তাদের মতে এখন যেহেতু আমাদের জিহাদের শক্তি নেই তাই হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে, কিন্তু জিহাদের শক্তি না থাকলেও যে আরো কিছু করনীয় আছে তা তারা একেবারেই ভুলে বসেছে। তাই সামর্থ্য না থাকলে আমাদের উপর যে সব দ্বায়িত্ব বর্তায় তা হতে তিনটি দ্বায়িত্বের ব্যাপারে আলোচনা করছি, বলাবাহুল্য এই তিনটি কাজই পালন করা শরিয়তের হুকুম অনুযায়ী ফরয, কিন্তু জিহাদ-বিরোধী শায়েখ ও আলেমরা এর কোনটিই পালন করছেন না, কাউকে পালন করতে আদেশও করছেন না।

এক. যুদ্ধের জন্য যথাসম্ভব প্রস্তুতি গ্রহণ করা, শক্তি অর্জন করা, ঈমানী ও আসকারী অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও সামরিক উভয় প্রকার শক্তি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

“আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর, যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত্র রাখবে এবং ঐ সব দুশনমনকেও যাদেরকে তোমরা জাননা কিন্তু আল্লাহ জানেন।” –সুরা আনফাল, আয়াত: ৬০

এর ব্যাখ্যায় ইমাম জাসসাস রহিমাহুল্লাহু (মৃত্যু: ৩৭০ হি.) বলেন:

أمر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بإعداد السلاح والكراع قبل وقت القتال إرهابا للعدو والتقدم في ارتباط الخيل استعدادا لقتال المشركين .اهـ

দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখার জন্য যুদ্ধের সময় আসার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে অস্ত্রপাতি ও ঘোড়া প্রস্তুত করতে এবং এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতিস্বরুপ পূর্ব থেকেই অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করতে আদেশ দিয়েছেন।" - আহকামুল কুরআন: ৩/৮৮

অন্যত্র বলেন:

قوله تعالى: {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة} العدة ما يعده الإنسان ويهيئه لما يفعله في المستقبل ... وهذا يدل على وجوب الاستعداد للجهاد قبل وقت وقوعه، وهو كقوله: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل}.اهـ

আল্লাহ তাআলার বলেন, যদি তারা যুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছা করতো, তবে তার প্রস্তুতিস্বরুপ সরন্জাম গ্রহণ করত) العدة বলা হয় ঐ জিনিসকে যা মানুষ ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে রাখে। এ আয়াত প্রমাণ করে, জিহাদের সময় আসার পূর্বেই তার জন্য ই'দাদ-প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখা ফরয। এ আয়াত ঐ আয়াতের মতো যেখানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

'তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর'। -আহকামুল কুরআন: ৩/১৫৪

"যুদ্ধের সময় আসার পূর্বেই" "যা মানুষ ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে রাখে" এ সকল বাক্য থেকে বুঝে আসে যুদ্ধের ক্ষমতা না থাকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা ফরয।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন:

يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.اهـ

"সামর্থ্য না থাকার কারণে জিহাদ করা সম্ভব না হলে, শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করার মাধ্যমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ ফরয হবে। কেননা, যে জিনিস ব্যতীত ফরয

আদায় করা সম্ভব না হয় সেটাও ফরয হয়ে থাকে। -মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/২৫৯

আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রহিমাহুল্লাহু (মৃত্যু: ৫৮৭ হি.) বলেন,

ان الاصل في الامان أن لا يجوزلان القتال فرض والامان يحرم القتال الا إذا وقع في حال يكون بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة لوقوعه وسيلة إلى الاستعداد للقتال في هذه الحالة فيكون قتالا معنى إذ الوسيلة إلى الشئ حكمها حكم ذلك الشئ .اهـ

"মূলত কাফেরদেরকে আমান-নিরাপত্তা দেয়া জায়েয নেই। কেননা, কিতাল ফরয। আর আমান কিতালকে নিষিদ্ধ করে। তবে মুসলমানরা দুর্বল এবং বিপরীতে কাফেররা শক্তিশালী হলে তা জায়েয হবে। কেননা, তখন তা কিতালের ই'দাদ-প্রস্তুতি গ্রহণের ওসীলা হচ্ছে। ফলে সেটি তখন অর্থগতভাবে কিতালের নামান্তর। কারণ, কোন বস্তুর যে বিধান, উক্ত বস্তু পর্যন্ত পৌঁছতে যেটি ওসীলা হয়, সেটির বিধানও তা-ই।" -বাদায়েউস সানায়ে: ৯/৩১১

আল্লামা কাসানীর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, দূর্বলতার সময়ে মুসলমানদের জন্য শক্তিঅর্জন করা ফরয। তাহলে এই শক্তিঅর্জন জিহাদের হুকুমে হবে এবং এর দ্বারা সর্বদা জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার দ্বায়িত্ব পালন হবে। শরিয়তের মূলনীতী হলো, কোন ফরয কাজ পুরোপুরি আদায় করা সম্ভব না হলে যতটুকু সম্ভব ততটুকু আদায় করাই ওয়াজিব হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** (তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যতটুকু পারো। –সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, **وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم** আমি তোমাদের কোন কাজের আদেশ করলে তোমরা সাধ্যনুযায়ী তা পালন করো। -সহীহ বুখারী: ৭২৮৮ সহীহ মুসলিম: ১৩৩৭

শায়েখ ইযযুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম বলেন,

من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه مكتبة الكليات الأزهرية: 7/2

যাকে কোন কাজের আদেশ করা হয়, কিন্তু সে তার কিছু অংশ পালন করতে সক্ষম, আর কিছু অংশ পালন করতে অক্ষম তাহলে তার জন্য সামর্থ্যের অংশটুকু আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে, আর যা পালন করতে অক্ষম তা তার থেকে রহিত হয়ে যাবে।

তাছাড়া জিহাদ ওয়াজিব হোক বা না হোক, যুদ্ধের জন্য যথাসম্ভব প্রস্তুতি গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র ফরয দায়িত্ব। ফুকাহায়ে কেরাম একে ফরয কেফায়া বলেছেন, কেননা এ শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করা, যেন তারা মুসলমানদের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস না পায় এবং মুসলমানরা তাদের সহজ শিকারে পরিণত না হয়। আল্লাহ তায়ালা প্রস্তুতির আদেশ দেওয়ার পর বলেন, تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ তোমরা এর দ্বারা কাফেরদের অন্তরে ভীতিসঞ্চার করবে। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً

(সালাতুল খওফ বা যুদ্ধকালীন নামাযের সময়) তারা যেন নিজেদের আত্মরক্ষার অবলম্বন ও অস্ত্রসস্ত্র গ্রহণ করে, কাফেররা চায় তোমরা তোমরা তোমাদের অস্ত্রসস্ত্র ও সামানাদি থেকে অসর্তক হয়ে যাও, তাহলে তারা তোমাদের উপর একবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে। –সূরা নিসা, আয়াত: ১০

আল্লামা আবুস সাউদ রহিমাহুল্লাহু বলেন,

}وَأَعِدُّواْ لَهُمْ{ توجيهُ الخطاب إلى كافة المؤمنين لما أن المأمورَ به من وظائف الكلِّ{مَّا استطعتم مّن قُوَّةٍ} من كل ما يُتقوَّى به في الحرب كائناً ما كان

“আল্লাহ তাআলার বাণী وَأَعِدُّوْا لَهُمْ (তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত কর...) এতে সকল ঈমানদারকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা, আদিষ্ট বিষয়টি সকলেরই দায়িত্ব। ... **مَّا استطعتم مّن قُوَّةٍ** (তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি) অর্থাৎ যুদ্ধের ক্ষেত্রে শক্তিবর্ধক এমন সব কিছু, চাই তা যাই হোক না কেন।

আল্লামা আলূসী রহিমাহুল্লাহু রুহুল মাআনীতে হুবহু একই কথা বলেছেন, ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহু (মৃত্যু: ৬৭১ হি.) বলেন,

}وَأَعِدُّوا لَهُمْ} أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكد تقدمة التقوى. فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام والتفل في وجوههم وبحفنة من تراب ، كما فعل رسول الله ﷺ. ولكنه أراد أن يبتلي بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ. وكلما تعده لصديقك من خير أو لعدوك من شر فهو داخل في عدتك ...وتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين.اهـ (تفسير القرطبي: 36/8 ط. دار عالم الكتب)

আল্লাহ তায়ালা তাকওয়া অর্জনে গুরুত্বারোপ করার পর মুমিনদের শক্তি অর্জনের আদেশ দিয়েছেন, আল্লাহ চাইলে ওদেরকে কথা, চেহারায় থুথু নিক্ষেপ বা (ওদের দিকে) একমুষ্ঠি মাটি নিক্ষেপ করার দ্বারাই পরাজিত করতে পারতেন, যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, কিন্তু তিনি তার ইলম ও ফয়সালা অনুযায়ী কিছু মানুষকে অপর কিছু মানুষের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। তুমি তোমার বন্ধুর জন্য যা কিছু ভালো, এবং শত্রুর জন্য যা কিছু মন্দ প্রস্তুত করে রাখো, তার সবই বা প্রস্তুতিগ্রহণের অন্তর্ভুক্ত। অশ্বচালনা শিক্ষা করা এবং অস্ত্রপাতির ব্যবহার রপ্ত করা ফরযে কিফায়া। তবে কখনো কখনো ফরযে আইন হয়ে যায়।" তাফসীরে কুরতুবী: ৮/৩৬

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি রহিমাহুল্লাহু (মৃত্যু ৬০৬ হি.) বলেন,

قال أصحاب المعاني: الأولى أن يقال: هذا عام في كل ما يتقوى به على حرب العدو، وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القوة ... وهذه الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد بالنبل والسلاح وتعليم الفروسية والرمي فريضة، إلا أنه من فروض الكفايات.

মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে **قوة** শব্দ দ্বারা যুদ্ধের ক্ষেত্রে শক্তিবর্ধক সব কিছু উদ্দেশ্য, সুতরাং যা কিছুই যুদ্ধের মাধ্যম হয় তাই **قوة** বা শক্তির অন্তর্ভূক্ত। ... এ

আয়াত থেকে বুঝে আসে জিহাদের জন্য তীর, অস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং অশ্বচালনা ও তীরন্দাজী শিক্ষা করা ফরয, তবে তা ফরযে কেফায়াহ।

দুই. মুরতাদ শাসকের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা। তার অধীনে কোন প্রকার চাকুরী না করা। বিশেষকরে এমন চাকুরী যা শাসককে টিকিয়ে রাখা এবং তার শক্তি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

عن أبي سعيد و أبي هريرة، قالا: قال رسول الله ﷺ: ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس، ويؤخرون الصلاة عن مو اقيتها، فمن أدرك ذلك منكم، فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. رواه ابن حبان في صحيحه: (4586)

‘আবু সাইদ ও আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের শাসক হবে এমন কিছু লোক যারা মন্দ লোকদেরকে আপন বানাবে, নামায বিলম্ব করে পড়বে । যারা ঐ যমানা পাবে তারা যেন গোত্রের সর্দার, কোতোয়াল, খাজনা উসূলকারী ও কোষাধ্যক্ষ না হয়’। –সহিহ ইবনে হিব্বান, ৪৫৮৬

عن أبي سعيد الخدري ﷺ قال: قام فينا رسول الله ﷺ خطيبا، فكان من خطبته أن قال: «ألا إني أوشك أن أدعى فأجيب فيليكم عمال من بعدي، يقولون بما يعلمون، ويعملون بما يعرفون، وطاعة أولئك طاعة، فيلبثون كذلك دهرا، ثم يليكم عمال من بعدهم، يقولون ما لا يعلمون، ويعملون ما لا يعرفون، فمن ناصحهم، ووازرهم، وشد على أعضادهم فأولئك قد هلكوا، خالطوهم بأجسادكم، وزايلوهم بأعمالكم، واشهدوا على المحسن بأنه محسن، وعلى المسيء بأنه مسيء». رواه البيهقي في الزهد الكبير: رقم الحديث: 191 ورواه الطبراني في المعجم الأوسط 6988 :وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه محمد بن علي المروزي، وهو ضعيف). قال الراقم عفا الله عنه: والإسناد الذي رواه البيهقي في الزهد الكبير ليس فيه محمد بن علي، ولهذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة .

‘শোনো, অচিরেই আমার ডাক এসে যাবো এবং আমি তাতে সাড়া দিবো। আমার পরে তোমাদের শাসক হবে এমন লোকেরা যারা নিজেদের কথাকে কাজে পরিণত করবে এবং ভালো কাজ করবে। তোমাদেরকে তাদের আনুগত্যের আদেশই করা হয়েছে। এ অবস্থা চলবে কিছুকাল। অতপর এমন লোকেরা তোমাদের শাসক হবে যারা কাজ না করেই তা করার দাবী করবে এবং মন্দ কাজ করবে। সুতরাং যারা তাদের কল্যাণকামী হবে, তাদের পরামর্শদাতা হবে এবং তাদেরকে শক্তি যোগাবে তারা ধ্বংস হল। তোমরা (বাধ্য হলে) তোমাদের দেহ দ্বারা তাদের সাথে মিশতে পারো, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে তাদের থেকে পৃথক থাকবে এবং ভালো শাসকের ব্যাপারে ভালো হওয়ার ও মন্দ শাসকের ক্ষেত্রে মন্দ হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করবে’। -বাইহাকী, আযযুহদুল কাবীর, হাদীস নং: ১৯১

তিন. স্বেচ্ছায় তার শাসক হওয়ার স্বীকৃতি না দেওয়া, তার বিধান মেনে না নেওয়া এবং এমন কোন শব্দ ব্যবহার না করা যা তার শাসক হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করে, যেমন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মহামান্য রাষ্ট্রপতি বা এজাতীয় কোন সম্মানসূচক বাক্য ব্যবহার না করা।

عن بريدة، أن نبي الله ﷺ قال: لا تقولوا للمنافق: سيد، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم. رواه أبو داود: (22939) وصححه النووي في الأذكار ص 455 ط. دار الريان للتراث، والعراقي في تخريج أحاديث الإحياء: ص 836 ط. مكتبة طبرية.

‘বুরাইদাহ রাযিআল্লাহু আনহু বর্ণণা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা মুনাফিককে ‘সর্দার’ বলোনা। কেননা যদি মুনাফিক তোমাদের সর্দার হয় তাহলে তোমরা তোমাদের প্রভুকে অসন্তুষ্ট করলে’। -সুনানে আবু দাউদ, ৪৯৭৭

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহু (মৃত্যু: ৬৭৬ হি) বলেন,

لا بأس بإطلاق فلان سيد، ويا سيدي، وشبه ذلك إذا كان المسوَّد فاضلاً خيّراً، إما بعلم، وإما بصلاح، وإما بغير ذلك، وإن كان فاسقاً، أو متهماً في دينه، أو نحو ذلك، كُره له أن يقال سيّد .الأذكار للنووي ص 455 ط. دار الريان للتراث .

‘নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যদি ইলম বা আমলের ক্ষেত্রে ফযীলতের অধিকারী হয় তাহলে তাকে নেতা-সর্দার বা ‘হে আমার সর্দার’ এবং এজাতীয় অন্যান্য শব্দ বলাতে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু যদি সে ফাসেক হয় বা বেদ্বীন হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে তাহলে তাকে সর্দার বলা মাকরুহ হবে। -আলআযকার, পৃ: ৪৫৫

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৬২৭

জিহাদপ্রিয় তরুণদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে 'অতি জজবাতী' আখ্যাদান এবং বিপরীত বাস্তবতা

Abu Zor Gifari

Senior Member

০৪-০৫-২০১৯

'কিভাবে ইলম তুলে নেয়া হবে' বুখারী শরীফের একটা বাব বা অধ্যায়। এখানে বলা হয়েছে, ***উমর ইবন্ আব্দুল আযীয রহ. মাদীনায় আবু বকর ইবন হাযম রহ. এর কাছে এক পত্রে লিখেনঃ খোঁজ কর, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যে হাদীস পাও তা লিখে নাও। আমি ইলম লোপ পাওয়ার ও আলিমদের বিদায় নেওয়ার আশংকা করছি এবং জেনে রাখো, নবী করিম (সাঃ) এর হাদীস ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করা হবে না এবং প্রত্যেকের উচিত ইলমের প্রচার-প্রসার করা, আর তারা যেন একত্রে বসে (ইলমের চর্চা করে), যাতে যে জানে না সে শিক্ষা লাভ করতে পারে। কারণ ইলম গোপনীয় না হওয়া পর্যন্ত তা বিলুপ্ত হবে না।***

আল্লাহু আকবর! **ইলম গোপনীয় না হওয়া পর্যন্ত তা বিলুপ্ত হবে না।** এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, আজকের সমাজে যে ইলমটা সবচেয়ে বেশী গোপনীয় তা হল 'জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'র ইলম। এটা গোপনীয় ইলম কারণ এটার আলোচনা করতে গেলে সমাজ-রাষ্ট্রের হর্তাকর্তাদের বিরুদ্ধতার শিকার হতে হয় এবং জেল-জুলুমের সম্ভাবনা থাকে। তাই জুমুয়ার বয়ানে, ওয়াজ মাহফিলের বয়ানে জিহাদের আলোচনা শুনতে পাওয়া যায় না। যদিওবা কেউ কেউ জিহাদের আলোচনা করতে চেষ্টা করেন কিন্তু তাদের আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় 'সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ', 'জিহাদের প্রকৃত বাস্তবতার দূরবর্তী বুঝ' অথবা 'জিহাদের অর্থ ও প্রয়োগে বিকৃতি-বিচ্যুতি'! মোটকথা জিহাদের সঠিক আলোচনা সমাজে নেই বললেই চলে। এহেন পরিস্থিতিতে যারা প্রকৃত জিহাদের কথা বলেন তাদেরকে একপ্রকারে এড়িয়েই চলা হয়, তাদেরকে প্রায়ই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের শিকার হতে হয় এবং তাদের উপর জুলুম করা বর্তমানে বড়-ছোট সকলের জন্য অধিকারের পর্যায়ে পড়ে গেছে !! এরূপ কঠিন সমাজ বাস্তবতায় কেউ জিহাদের কথা বললে তাকে সাহসী সম্ভাষণে 'সিংহশাবক' বলাই সকলের জন্য যথার্থ ও শ্রেয় ছিল অথচ

তাদেরকে তাচ্ছিল্যভরে বলা হচ্ছে 'অতি জজবাতী' ! কি বিস্ময়কর দ্বিমুখীতা! তারা নিজেরা জিহাদের আলোচনা করবে না অথচ কেউ আলোচনা করলে সেটা হবে বাড়াবাড়ি 'অতি জজবাতী' !

শাইখ আনওয়ার আল আওলাকী (রাহিমাহুল্লাহ) তার এক লেকচারে বলেন---

যে হাদিসটি জনগণের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে

সালামাহ ইবনে নুফায়ল (রাঃ) বলেন যে... ...

(হাদীসটি এখনই বর্ণনা না করে শাইখ বলছেনঃ) এবং আমি এই হাদীসটির দিকে গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে চাই, যা খুবই জরুরি। হাদীসটি বর্ণনা করার আগে আমি আপনাদেরকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। জিহাদ কি এক ধরণের ইবাদত যার অর্থ নিজেই প্রকাশ করে? নাকি এটা এমন একটা ইবাদত যা ভিন্ন কিছু বুঝায়? জিহাদ কি এমন একটা ইবাদত যা শুধু জিহাদকে বুঝায় নাকি এমন একটা ইবাদত যা শেষ হয়ে গিয়েছে? মানুষ মুসলিম হয়ে গেলে কি জিহাদ শেষ হয়ে যাবে নাকি খিলাফত শেষ হয়ে গেলে জিহাদ শেষ হয়ে যাবে? অথবা জিহাদ নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করে? জিহাদ নিজেই একটা ইবাদত, তাহলে তার প্রমাণ কি? কারণ এটা খুব সহজেই দাবী করা যায় যে, জিহাদ মানে খিলাফত বা দাওয়াত দেওয়াকে বুঝায়। এর অর্থ যদি এটা অন্য কিছুকে বুঝায়, যদি মানুষ মুসলিম হয়ে যায়, তাহলে জিহাদের আর কোন দরকার নাই! যদি আমরা বলি যে, এটা নিজে থেকে কোন অর্থ বহন করে না, তাহলে যদি মানুষকে জিহাদ ছাড়াই মুসলিম হবার দাওয়াত দিতে পারি, আর তারা যদি মুসলিম হয়ে যায়। তবে জিহাদের আর কোন দরকার নাই। প্রমাণ কি যে, জিহাদ নিজেই একটা ইবাদত? তাহলে আমরা এই হাদীসটা পড়ি এবং দেখি কারণ, এটা খুব জরুরি একটা বিতর্ক। যে কেউ বলতে পারে যেঃ কেন শুধু দাওয়াত দেয়া হয় না? কেন আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে? যদি আমরা লিফলেট বিতরণ করতে পারি আর আমাদের হাতে সময় থাকে তাহলে কেন আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে,এর কি অর্থ আছে ?

সালামাহ ইবনু নুফায়ল (রাঃ) বলেন, (একদিন) আমি রসূলুল্লাহ (স্বল্লালাহু আ'লাইহি ওয়া স্বল্লাম) এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় তার কাছে এক ব্যক্তি এসে বললেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ (স্বল্লালাহু আ'লাইহি ওয়া স্বল্লাম) লোকেরা ঘোড়াকে ছেড়ে দিয়েছে, অস্ত্রসস্ত্র পরিত্যাগ করেছে আর তারা দাবী করছে আর

কোন জিহাদ নেই। এটা সম্ভবত মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা। বিজয় অর্জিত হয়ে গিয়েছিল। ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, আমরা অস্ত্র ত্যাগ করেছি। আমরা আমাদের কাজে ফিরে যাই, আমাদের ক্ষেত-খামারগুলো আবাদ করি, যেহেতু আর কোন যুদ্ধ নাই। রসূলুল্লাহ (স্বল্লালাহু আ'লাইহি ওয়া স্বল্লাম) কি বললেন? তিনি বললেনঃ তারা মিথ্যা বলছে। যুদ্ধ তো সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আর আমার উম্মতের একদল সর্বদা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে থাকবে। আর যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তাদের থেকে কিছু লোকের অন্তরকে ঘুরিয়ে দিবেন যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আর তা ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে যতক্ষণ না কিয়ামতের শুরু হয়। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লা ঘোড়ার ললাটে(কপালে) কল্যাণ ও মঙ্গলকে সম্পৃক্ত করে রেখেছেন, আর ইয়া'জুজ-মা'জুজ বের হবার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হবে না। এই একই রকম একটা হাদীস ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন এবং আমরা তার ব্যাখ্যা আলোচনা করব। সালামাহ ইবনু নুফায়ল (রাঃ) বলেন, '(একদিন) আমি রসূলুল্লাহ (স্বল্লালাহু আ'লাইহি ওয়া স্বল্লাম) এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় তার কাছে এক ব্যক্তি এসে বললেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ (স্বল্লালাহু আ'লাইহি ওয়া স্বল্লাম) লোকেরা ঘোড়ার মর্যদাকে ক্ষুণ্ণ করছে, অস্ত্রসস্ত্র পরিত্যাগ করেছে (দাবী করছে যে আর কোন জিহাদ নেই, জিহাদ শেষ হয়ে গিয়েছে)। তিনি বললেনঃ তারা মিথ্যা বলছে। যুদ্ধ তো সবেমাত্র শুরু হয়েছে। যুদ্ধ তো সবেমাত্র শুরু হয়েছে। সর্বদা আমার উম্মতের একদল হক্কের পথে যুদ্ধ করতে থাকবে এবং আল্লাহ তাদের দ্বারা কিছু লোকের অন্তর ঘুরিয়ে দিবেন। আর আল্লাহ তাদেরকে ওদের দ্বারা রিযিক দান করবেন কিয়ামত পর্যন্ত। আর আল্লাহ তাআ'লা কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটে কল্যাণ ও মঙ্গলকে সম্পৃক্ত করে রেখেছেন। আমাকে এ কথা ওহী দ্বারা জানানো হয়েছে যে, অচিরেই আমাকে তুলে নেয়া হবে, আমাকে(দুনিয়ায়) রাখা হবে না। আর তোমরা আমার পরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তোমরা একে অন্যের সাথে মারামারি কাটাকাটি করবে। আর ঈমানদারদের নিরাপদ ঠিকানা হবে শাম-এ। (সুনান আন-নাসায়ী : ৩৫৬১)

যেমনটি আস সিন্দী রহ. সুনানে নাসায়ী'র ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন, **লোকেরা ঘোড়ার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করছে** অর্থ, তাদেরকে পরিত্যাগ করা হয়েছে, আর তাদের গুরুত্বকে খাটো করা হয়েছে বা যুদ্ধে তাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে না। **জিহাদ তো সবে মাত্র**

শুরু হয়েছে! জিহাদ তো সবে মাত্র শুরু হয়েছে! এই কথার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, (বাক্যের) পুনরাবৃত্তি দ্বারা এই বার্তার গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে এবং যার অর্থ জিহাদ শুধু বাড়তেই থাকবে, আল্লাহ এটা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তাহলে কিভাবে এটা এত তারাতারি শেষ হয়ে যাবে? এটার মানে হল যে, সত্যিকার যুদ্ধ তো মাত্র শুরু হয়েছে। কারণ এতদিন তারা যুদ্ধ করছিল আরব সীমানার ভিতরে। কিন্তু এখন তাদের সময় হয়েছে এই যুদ্ধকে বাহিরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। বাস্তবে আবু বকর (রাঃ) এবং উমর (রাঃ) ই জিহাদকে আরব ভূমি থেকে বাহিরে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং সেটাই ছিল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর স্বর্ণযুগ। ওই সময় মুসলিমরা বেশী যুদ্ধ করত রসূলুল্লাহ (স্বল্লালাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময় থেকে। তারা তাদের চারপাশের সবগুলো জিহাদের দরজা উন্মুক্ত করেছিল। তারপর উনি যা বলেছিলেন সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। **আল্লাহ তাদের জন্য কিছু লোকের অন্তর ঘুরিয়ে দিবেন,** এর মানে কি? এর মানে হলঃ আল্লাহ সর্বদা মু'মিনদের এই দলকে(ত্বয়িফা) যোগান দিবেন কিছু মানুষদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যদিও কিছু মানুষের মন ঈমান থেকে ঘুরে কুফরীতে চলে যায়। রসূল সাঃ বলেছেন, ধরে নেই (পৃথিবীর) সবাই মুসলিম হয়ে গিয়েছে, তাহলে আল্লাহ কিছু মনকে ঘুরিয়ে দিবেন (যাতে জিহাদের প্রয়োজনে কিছু হলেও কাফির অবশিষ্ট থাকে এবং তারা মু'মিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে)। সুতরাং জিহাদের ইবাদত কোনদিন বন্ধ হবে না। তাই তা নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করে আর তা নিজেই একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। এটা অন্য আর কিছুকেই প্রকাশ করে না। এটা মু'মিনদের জন্য আশির্বাদ যে, তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার সম্মান দেয়া হয়েছে, যাতে আল্লাহ সর্বোচ্চ সন্তুষ্ট হন। অন্যভাবে বলা যায়,.....কখনো এই উম্মতকে জিহাদ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হবে না। এই সুযোগ সবসময় থাকবে। ব্যাপার হল কে এই সুযোগ গ্রহণ করবে আর কে এই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করবে। তাই এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ হাদীস এটা বলে যে, মহান আল্লাহ এই ইবাদত করাতে চান, আল্লাহ ত্বইফা'কে সম্মানিত করতে চান এবং আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কৃত করতে চান। তাই আল্লাহ সবসময় তাদের জন্য তাদের লক্ষ্যবস্তু (জিহাদ ও শাহাদাতের মর্যদা) সৃষ্টি করে দিবেন। এই লক্ষ্যবস্তু সবসময় থাকবে যাতে ত্বইফা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'র ইবাদত চালিয়ে যেতে পারে। এখন যখন আল্লাহ বলেছেন যে তিনি কিছু মানুষদের মনকে ঘুরিয়ে দেবেন, যাতে তাদের মাধ্যমে আল্লাহ রিযিক প্রদান করতে পারেন। এটার মানে

এমন হতে পারে যে আল্লাহ তাদেরকে শাহাদাতের রিযিক দিবেন, আল্লাহ তাদেরকে পুরষ্কারের রিযিক দান করবেন অথবা আল্লাহ তাদেরকে গণিমতের রিযিক দান করবেন- সবগুলো অর্থেই হতে পারে।

এবং এটা যে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে যে, আমরা রসূলুল্লাহ (স্বল্লালাহু আ'লাইহি ওয়া স্বল্লাম) এর জীবনের খুটিনাটি সব কথা, ছোটখাট বিষয়ের হাদীস শুনি, সব মসজিদে তা শোনানো হয়। আর এই হাদীসের মত হাদীসকে জনসাধারণের কাছ থেকে গোপন করা হয়! যদিও এটা অতীব জরুরী একটি হাদীস, তা সত্ত্বেও জনগণ থেকে এই হাদীস লুকিয়ে রাখা হয়েছে। কিভাবে এই হাদীসগুলো লোকদের সামনে উপস্থিত না হয়ে আছে? এটা শয়তানের একটা চক্রান্ত- যাতে দ্বীনের কিছু অংশকে অন্ধকারে রেখে দেয়া যায়।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৯৩১

মুজাহিদ ভাইদের প্রতি এক ভাইয়ের চিঠি

s_forayeji

Moderator

০৪-০৯-২০১৯

এক ভাইয়ের চিঠি শেয়ার করা হল –

====

আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু

দ্বীনের প্রিয় ভাইয়েরা আমার, আপনারা কেমন আছেন? আল্লাহ আমাকে এবং আপনাদের সবাইকে ঈমান এবং আমলের উত্তম হালতের উপরে অটল রাখুন এবং সফলতা দান করুন, এই দুনিয়া এবং পরের দুনিয়ায় - আমিন। আমার অনেক দিন থেকে মনে হচ্ছিলো ভাইদের সাথে যদি কথা বলতে পারতাম মন খুলে। কিন্তু তেমন সুযোগ আপাতত হয়ত নাই। কিন্তু আমি তো চিঠি লিখতে পারি ইনশাআল্লাহ। আমি আশা রাখি, আল্লাহ আমার এই চিঠিকে আপনাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিবেন ইনশা আল্লাহ।

আজকের এই চিঠি সবার আগে আমার নিজের জন্য এবং এরপরে আমাদের জন্য কিছু নাসিহা; এই উদ্দেশ্যে লেখা। এই কাজের ব্যাপারে আমি আল্লাহর সাহায্য চাই। সমস্ত প্রশংসা শুধুই আল্লাহর।

১। জিহাদকে আকড়ে ধরেনঃ ভাই আমি আপনাদের বলে বুঝাতে পারবোনা এই জিহাদের মাধ্যেমে আল্লাহ আমাকে কত নিয়ামত দান করেছেন! জিহাদ এক অমুল্য রত্ন! একে আঁকড়ে ধরেন প্রিয় ভাই আমার। হাল যাই হোক, জিহাদ যেন আমার থেকে ছুটে না যায়। আল্লাহ যখন থেকে আমাকে এই জিহাদের সাথে থাকার অনুমতি এবং তাউফিক দিয়েছেন তখন থেকে আমার জীবনের নিয়ামত গুলো আমি বলে শেষ করতে পারবোনা, এবং আমি শুধু দুনিয়াবি নিয়ামতের কথা বলছি, কারণ আমি আশা করি আল্লাহ আখিরাতে এই নগন্যকে আরো অনেক দিবেন। জিহাদ আমাকে এমন কিছু শিখিয়েছে যা আগে আমাকে কেউ শেখাতে পারেনি। এই জিহাদ আমাকে সম্মানিত করেছে। এই জিহাদী জীবনের সময়কালে আমি ভালোবাসতে শিখেছি, আর আরো অনেক বেশি ভালোবাসা পেয়েছি

আলহামদুলিল্লাহ। এই জিহাদী জীবনের সময়কালে আমি সম্মান করতে শিখেছি এবং আরো অনেক বেশি সম্মান পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। এই জিহাদী জীবনের সময়কালে আমার রিজিককে আল্লাহ পরিপূর্নতার উপরে পরিপূর্নতা দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ! **এই জিহাদী জীবনের সময়কালে খাবারের অভাবে আমাকে একটা বেলা, মাত্র একটা বেলা না খেয়ে থাকতে হয়নি আলহামদুলিল্লাহ।** এই জিহাদী জীবনের সময়কালে আল্লাহ আমাকে রিজিকের চিন্তা এবং পেরেশানী থেকে মুক্তি দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। **সমস্ত অনিরাপত্তার মধ্যে আল্লাহ আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন, আর সমস্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকে আল্লাহ আমার জন্য নিশ্চয়তার ফায়সালা করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।** আমি কেন এগুলোই উল্লেখ করলাম? কারণ - এগুলোই আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি পেরেশান করে তুলে জিহাদের ব্যাপারে। আর আমি যদি মিথ্যা বলি তাহলে আমি তো আল্লাহর সামনে মিথ্যাবাদীই হয়ে যাবো! কিছু মাত্র বাড়িয়ে বলিনি ভাই আমার বরং নিশ্চিত ভাবেই আমি আল্লাহর নিয়ামতকে প্রকাশ করতে সক্ষম নই! তাই - **ভাই আমার, জিহাদকে আঁকড়ে ধরেন, পেরেশানীর নাম যাই হোক, সেই নামের ওয়াসিলায় জিহাদ যেন ছুটে না যায়!**

২। নিজেকে সমর্পণ করে দেনঃ আল্লাহ বলছেন, **"বল তবে কি তোমরা সমর্পনকারী হবে?" দ্বীনের নামই ইসলাম, পরিপূর্ণ সমর্পণ।** এই দ্বীনের চলার পথে, কাজের ক্ষেত্রে আপনার সামনে এমন পরিস্থিতি আসবে যা হয়ত কঠিন। এমন হতে পারে যা আপনার জন্য কঠিন হয়ে যাচ্ছে, এমন হতে পারে যে, কেউ আপনাকে বুঝতে চাইছেনা, আপনি বুঝানোর চেস্টা করছেন, তারপরেও হয়ত ফায়সালা গুলো আপনার জন্য কস্টকর কিংবা কঠিন মনে হচ্ছে। এমন সময়ে কি করবেন? নিজেকে সমর্পণ করে দেন। আপনার উপরে যা আসবে তা আল্লাহর হুকুম ব্যাতিত আসা সম্ভব না। তাই আপনি বিদ্রোহী না হয়ে নিজেকে সেই হুকুমের সামনে সমর্পণ করে দেন। শয়তান আমাকে আপনাকে বলবে, এটা মানার দরকার নাই। আপনি তা করেন না, শয়তানের কথা শুনেন না, বরং আল্লাহর উপরে বিশ্বাস রাখেন এবং ফায়সালার সামনে নিজেকে দাখিল করে দেন। আপনি বঞ্চিত হবেন না, আপনার ক্ষতি হবেনা, আপনার তাকলিফ হবেনা ইনশাআল্লাহ। বিশ্বাস করেন, হতে পারে - আল্লাহ শুধু এটুকুই দেখে নিতে চান আমি এবং আপনি আল্লাহর হুকুমের সামনে কেমন আচরণ করি! হতে পারে, তাতে নিজের স্বার্থ কিছু

নষ্ট হয়। বিশ্বাস করেন, আপনি যখন সমর্পণ করে দিবেন, উক্ত ফায়সালা যদি আপনার জন্য আল্লাহর হুকুম না হয়ে থাকে এই ফায়সালা ঘুরে যাবে, আল্লাহই ঘুরিয়ে দিবেন। তাই নিজেকে সমর্পণ করে দেন এবং আল্লাহর উপরে পূর্ন ভরসা রাখেন। বিদ্রোহী হয়েন না কিংবা জিদের বশে নিজেকে বিদ্রোহী করে তুলেন না! আমার এবং আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। **আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আমি যতবার আল্লাহর অনুমতি এবং তাউফিকে নিজেকে সমর্পণ করেছি আমার উপরে কোন জুলুম হয়নি, কোন ক্ষতি হয়নি বরং আল্লাহর কসম আমি আরো অনেক অনেক নিয়ামত নিয়ে ফিরে এসেছি আলহামদুলিল্লাহ**। কোন কাজের কি উদ্দেশ্য তা আপনি আমি জানিনা, হতে পারে আমি এবং আপনি সেখানে ক্ষতি দেখছি কিন্তু আল্লাহ সেখানেই কল্যান রেখেছেন যা আমার জ্ঞানের বাইরে। তাই যখন প্রশ্ন আসে সমর্পণ করার তখন সমর্পণ করেন, মেনে নিতে কষ্ট হলেও। **অতি শীঘ্রই আল্লাহ আপনার এই কষ্ট দূর করে দিবেন কিংবা এই ফায়সালাকে পরিবর্তন করে দিবেন।** আমি এক ভাইয়ের ব্যাপারে জানি, উনার একটা ল্যাপটপ খুব দরকার ছিলো। কয়েকবার বলার পরেও ল্যাপটপের অনুমতি আসছিলোনা। উনার জিম্মাদার ভাই, উনাকে বললেন - ভাই আমিও স্বীকার করি, আপনার একটা ল্যাপটপ দরকার। আপনি আল্লাহর কাছে দুয়া করেন, আল্লাহ আপনার জন্য ভালো কিছুর ফায়সালা করে দিবেন ইনশা আল্লাহ। এর কয়েকদিন পরে সেই ভাই খবর দিলেন উনার জিম্মাদার ভাইকে - যে, উনার জন্য একটা পিসি জোগাড় হয়ে গেছে এবং সেই পিসির টাকাও এক ভাই সাদাকাহ করেছেন।

৩। নিজেকে ছোট রাখেনঃ আপনি যেই হোন না কেন, নিজেকে ছোট রাখেন। যতটা সম্ভব। আল্লাহর রাসুল সাঃ যখন মক্কা বিজয়ের সময়কালে মক্কায় প্রবেশ করছিলেন তখন তাঁর পবিত্র মস্তক অবনত ছিলো! আমি দেখেছি আল্লাহর যে বান্দা নিজেকে যত ছোট রাখেন আল্লাহ সেই বান্দাকে তত সম্মানিত করে দেন। মূলত সম্মানিত হবার জন্য ছোট রাখবেন বিষয়টা এমন না। নিজেকে নামিয়ে রাখা দরকার কিছু বড় গুনাহ থেকে হেফাযত থাকার জন্য। যেমন, **নিজের ব্যাপারে উচ্চ ধারণা, জবানের সীমলঙ্ঘন, অন্য ভাইকে হেয় করা, নিজের ব্যাপারে সন্তুষ্টি, রাগ** ইত্যাদি। আপনি হয়ত জানেন না, আপনার সামান্য একটু উঁচু গলা কিংবা কোন ভাইয়ের সাথে একটা কঠিন শব্দের ব্যাবহার, তা আল্লাহ পছন্দ করেন নি! কেউ আপনার কথা শুনলোনা, ব্যাস চিন্তা কিসের? আল্লাহ শুনেছেন। আপনার

মাশোয়ারা গ্রহন হলোনা, কি দরকার? তা লেখা হয়ে গেছে। আপনি নিজের ব্যাপারে ছোট আশা রাখেন, তাহলে শয়তান আপনাকে নিয়ে খেলার সুযোগ কম পাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি মনে করেন আপনি সবার চেয়ে অযোগ্য বরং অন্য সবাই আপনার চেয়ে অনেক যোগ্য। হতে পারে এমন কোন বিষয়ে যা আপনি জানেন না। হতে পারে তারা প্রত্যেকে আমার কিংবা আপনার চেয়ে অনেক বেশি ইস্তেগফার করেছেন। আল্লাহ এমন বান্দাদের পছন্দ করেন যারা আল্লাহকে ভয় করে নিজেদেরকে ছোট রাখে। তবে নিজেকে ছোট রাখার মানে এই নয় যে, আপনার যা জিম্মাদারি তাকেও ছোট করে ফেলবেন। নিজেকে ছোট রাখার আরেকটি সুবিধা - অন্তর আল্লাহকে বেশি বেশি চাওয়ার সুযোগ পায়। আপনাকে নিয়ে যদি অন্য অনেকে ব্যাস্ত না হয় তখন আপনার অন্তর সুযোগ পায় আল্লাহর দিকে তাকানোর। তাই আপনি যদি ছোট থাকতে পারেন তবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন।

৪। দুয়াকে পাথেয় করে নেনঃ দুয়ার কথা বলে শেষ করা সম্ভব না প্রিয় ভাই! উস্তাদ আহমেদ ফারুক রহঃ একবার বলছিলেন, খুব সম্ভব এরকম কিছু যে, **"আমার কাছে ভাইরা মুজাহিদদের কারামত এর কথা জানতে চায়, আমি তো দুয়া আর ইস্তেখারারর মত উমুমি কারামত আর দেখিনা"** দুয়াই আমাদের প্রথম এবং শেষ সম্বল। যে সুরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ হয়না তা দুয়াই! আল্লাহই শিখিয়ে দিয়েছেন। খুব সম্ভব উমার রাঃ বলেছিলেন, **আমি এই ভয় করিনা যে আমার দুয়া কবুল হবে কি, হবেনা, বরং আমি এই চিন্তা করি যে আমি দুয়া করার তাউফিক পাবো কিনা!** দুয়া ছাড়া বাস্তবিক ভাবেই আমাদের আর কিছু নাই। এই দুনিয়াতেও এবং আখিরাতেও। আমাকে একজন নাসিহা দিয়েছিলেন, **"আপনি যদি আল্লাহর কাছে চাইতে লজ্জা পান কিংবা অলসতা করেন তাহলে আর কার কাছে চাইবেন? এবং আর কে আপনাকে তা দিতে পারে? যদি কোন কিছু আপনার দরকার হয় তবে তা আপনাকে আল্লাহর থেকেই নিতে হবে"।** এক ভাইয়ের একটা ঘটনা আমি জানি, - উনার বাসার বাথরুমের পাইপে সমস্যা হল। এমন যে, বাথরুম ব্যাবহার করা জটিল হয়ে গেলো। এমন হালাতে উনি সফরে গেলেন। সফর থেকে ফেরার পথে উনার মনে পড়লো বাসার এই সমস্যার কথা। উনি ভাবলেন, আচ্ছা সফরে তো দুয়া কবুল হয়, আমি এই ব্যাপারে দুয়া করি না কেন! আবার ভাবলেন বাথরুমের সমস্যা নিয়ে আল্লাহর কাছে বলবো! পরক্ষনেই আবার ভাবলেন, প্রথম

কথা এটা আমার জন্য সমস্যা এবং এটার সমধান হওয়া জরুরী। আর আল্লাহ ব্যাতিত এই সমস্যার সমাধান কেউ দিতে পারেনা। আল্লাহর হুকুম না হলে এই সমস্যা সমাধান হবেনা। বলে রাখা ভালো সেই ভাইয়ের বাড়িওয়ালা অত্যন্ত কৃপণ এবং ভাইয়ের অন্যতম দুশ্চিন্তা ছিলো যে এই কথা জানার সাথে সাথে বাড়িওয়ালা এই খরচ ভাইয়ের উপরে চাপিয়ে দিবেন। যাই হোক, ভাই দুয়া করলেন - "আল্লাহ আপনি আমার বাথরুমের এই সমস্যার ব্যাপারে একটা সমাধান করে দেন" ভাই বাসায় আসার ২/৩ দিন পরে বাড়িওয়ালা নিজের খরচে সমাধান করে দিলেন, এবং শেষে ভাইকে এটাও জিজ্ঞেস করেছিলো - আপনার বাথরুম এখন ঠিক আছে তো?

আমি আরেক ভাই এর ব্যাপারে জানি - উনি একবার একটা ভিডিও দেখছিলেন। যেটার মধ্যে ফিদায়ী হামলা চালাবেন এমন কিছু ভাই, আসমানে আল্লাহু লেখা নিশান দেখেছিলেন। এটা দেখার সময় ঐ ভাই ভাবছিলেন, ইশ আমিও যদি এমন দেখতে পেতাম। এরপরে আবার ভাবলেন - আরে কোথায় উনাদের মত ফিদায়ী মুজাহিদ আর কোথায় আমি! যাই হোক ভাই বিষয় টা ভুলে গেলেন। এরও অনেক অনেক দিন পরে ভাই একদিন আসমানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাত দেখলেন আল্লাহু লেখা একটুকরা মেঘের নিশান! ভাই ভাবলেন আরে এটা আমার মনের ভুল। এমন ভাবতেই ভাই দেখলেন আল্লাহু লেখা "হা" এর মধ্যের কিছু মেঘ সরে গিয়ে "হা" টা সম্পূর্ণ গোল হয়ে গেলো এবং ডান দিক থেকে আলিফের মত এক টুকরা মেঘ লামলাম একদম পাশে চলে আসলো। ভাই এর ভাষ্যমতে, "ভাই এটা দেখার ঠিক পরেই আমার দিলে এই কথাটা আসলো, "তুমি নিশান দেখতে চেয়েছিলে, আজ আল্লাহ দেখিয়ে দিলেন"।

আমি দুইটা উদাহরন দিলাম সম্পূর্ণ দুই ধরনের, একটা খুব তুচ্ছ, আরেকটা আল্লাহর কুদরত বা নিশান দেখার মত!

যা বলতে চাচ্ছি - প্রিয় ভাই আমার, আমি দেখেছি আল্লাহ বান্দার দুয়া কবুল করেন। তবে আল্লাহ গাফেল অন্তরের দুয়া কবুল করেন না। আপনি যা চান তা আল্লাহর থেকেই নিতে হবে আর তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে আল্লাহ দিতেই ভালোবাসেন। তাই বেশি বেশি দুয়া করেন, যখনই সম্ভব।

৫। তাহাজ্জুদ এবং কুরআনঃ একজন মুজাহিদের জন্য তাহাজ্জুদ এবং কুরআন হচ্ছে অন্তরের সাকিনা! আল্লাহ আমাকে মাফ করুন এই কথা বলার জন্য কারণ আমার নিজের হাল অনেক করুণ! আমি আশা রাখি আল্লাহ আমার জন্য সহজ করে দিবেন। শাইখ আহমেদ মুসা জিব্রিল বলছিলেন, "তাহাজ্জুদ সবাই পড়তে পারেনা, সবার তাউফিক্ক হয়না, এটা শুধু মাত্র তাদেরই নসিব হয় আল্লাহর ভালোবাসা যাদের নসিব হয়" তাহাজ্জুদ এবং কুরআন হচ্ছে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের রাস্তা। **এক ভাই বলতেন - ভাই আমি যখন কুরআন পড়ি তখন আমার সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যায়! আমি আরেক ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ভাই কি করলে আপনি অন্তরে শান্তি পান? উনি বলেছিলেন - "কুরআন তিলাওয়াত করলে"**

৬। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাঃ আমি শায়েখদের যত নাসিহা দেখেছি, একটি বিষয় সবচেয়ে বেশি উল্লেখ থাকে, তা হচ্ছে **গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা**। এক ভাই বলতেন - **গুনাহ এর কারণে আমাদেরে উপরে মুসিবত নেমে আসে।** গুনাহ নিয়ে আলাদা করে তো কিছু বলার নাই, তবুও আমাদের জন্য খাস ভাবে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা অনেক জরুরী। **কারণ গুনাহ আমাদের নিরাপত্তা বর্ম কে নষ্ট করে দেয়।** গুনাহ এর মাধ্যমে ঈমান দুর্বল হতে থাকে এবং ইবাদতের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। গুনাহ এর সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে এক গুনাহ আরেক গুনাহ এর রাস্তা খুলে দেয়। আমি এক ভাইয়ের ব্যাপারে জানি, উনি বলতেন, **"ভাই যতবার আমার চোখ কোন বেগানা বেপর্দা নারীর দিকে পড়ে ততবার আমার মনে হয়, আমার ঈমান আগের চেয়ে একটু কমে গেলো, আমার মনে হয় এই নারী আমার ঈমানকে জোরে একটা ঘুষি মেরেছে!"**

প্রিয় ভাই, আমার এই কথা গুলো বলার একটা উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ যেন এর থেকে সবার আগে আমার জন্য কল্যান নসিব করেন এবং আমাদের সবাইকে কল্যান নসিব করেন। আল্লাহ যেন সবার আগে আমাকে এই আমলগুলো করার তাউফিক দান করেন এবং আমাদের সবাইকে। এই কথা গুলো বলার আরেকটি কারণ, আমি আপনাদের নিকট দুয়ার দরখাস্ত করছি, খাস ভাবে এই অধম ভাইয়ের জন্য দুয়া করবেন। এই কথা গুলো বলার আরেকটি কারণ **"আদ দ্বীনু নাসিহাহ"**

আল্লাহ আপনি আমার কথার ভুল গুলো মাফ করে দেন এবং ভালো যা কিছু তার

জন্য শুধু মাত্র আপনারই প্রশংসা,আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন। আল্লাহূম্মা সাল্লি ওয়াসাল্লাম আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ।

আজ এখানেই শেষ করছি,

আপনাদের ভাই –

ওয়াস সালাম

=====

আমিন

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৯৬৭

ইমাম মাহদি আসলে জিহাদ হবে এই গল্প বনাম কিছু ভয়াবহ বাস্তবতা!

s_forayeji

Moderator

০৪-১৯-২০১৯

জিহাদের ব্যাপারে সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় সবচেয়েয় কমন যে অজুহাতটি সামনে আসে তা হচ্ছে - **"আমি তো জিহাদকে অস্বীকার করছিনা। আমি বলছি, জিহাদ এখন নাই। জিহাদ হবে ঐ সময়ে যখন ইমাম মাহদি আসবেন, ঈসা আঃ আসবেন, দাজ্জাল আসবে তখন"**

আচ্ছা, বেশ! চলেন ব্যাপারটা একটু নাড়া চাড়া দিয়ে দেখি।

এর আগে কিছু প্রশ্ন করে নেই।

- **ইমাম মাহদি এর ব্যাপারে আপনি কতটুকু জানেন?**
- **উনি দেখতে কেমন হবে আপনি জানেন?**
- **উনি কোন দেশের হবে তা আপনি জানেন?**
- **উনি কোথায় বের হবেন তা কি আপনি জানেন?**
- **উনি কি কথা বলবেন তা কি আপনি জানেন?**
- **ঐ সময়ে পরিস্থিতি কেমন হবে তা কি আপনি জানেন?**
- **কারা ঐ সময়ে উনার সাথে থাকবে তা কি আপনি জানেন?**
- **উনি কোথায় থেকে কোথায় যাবেন, কি করবেন এ ব্যাপার গুলো কি আপনি জানেন?**

যাই হোক, চলেন একটা লম্বা লাফ দেই। ধরে নিলাম ইমাম মাহদি আত্মপ্রকাশ করেছেন। বাস্তবতার আলোকে আমরা বিষয়গুলো দেখার চেস্টা করি ইনশা আল্লাহ। আরো একটা বিষয় বলে রাখি - আমি, আপনি, আমরা, আমাদের ধর্ম

সম্পর্কে যতটা উদাসীন কাফিররা ততটাই সিরিয়াস। যে গাজওয়া হিন্দ আমার আপনার কাছে **"দূর কি বাত"** মনে হয় সেই গাজওয়া হিন্দ দিয়ে **CIA** এবং **FDD longwar journal** এর মত রাঘব বোয়ালরা গবেষণা করে। কেন? সে না হয় আরেক দিনের আলোচনা ইনশা আল্লাহ। যা বলছিলাম, জি - আমি আপনি উদাসীন থাকলেও কাফেররা উদাসীন নয়।

তাহলে বলছিলাম চলেন দেখা যাক, বাস্তবতার আলোকে আমরা বিষয় গুলো দেখার চেস্টা করি ইনশাআল্লাহ। **কাফেররা ইমাম মাহদি এর ব্যাপারে জানেন না এমন মনে করার কোন কারণ নাই, বরং তা হবে মারাত্মক বিলাসিতা!** আমাদের চেয়েও তারা এ ব্যাপারে বেশি সজাগ। বেশ, চলেন সামনে আগাই। যদিও ইচ্ছা করছে ইমাম মাহদি এর আত্মপ্রকাশের সময়ের কিছু খন্ডচিত্র বর্ণনা করতে, যেন বাস্তবতা কেমন হবে তা আমরা কিছুটা বুঝতে পারতাম। কিন্তু দুটি কারণে তা করলাম না। **এক - এই লেখার অন্যতম একটা উদ্দেশ্য অন্তত একজন ভাই কিংবা বোনকে এ ব্যাপারে আরো বিশদ ভাবে জানতে উদ্বুদ্ধ করা।** দুই - আজকের এই লেখার উদ্দেশ্য সেটি না।

যা বলছিলাম - ধরে নিলাম "ইমাম মাহদি আত্মপ্রকাশ করেছেন"। প্রথম প্রশ্ন কিভাবে জানলেন? নিউজ, মিডিয়া, ফেসবুক? আমি প্রায় নিশ্চিত এর বাইরে আমাদের মত সাধারণ জনগনের জন্য আর কোন সোর্স নাই। আমি প্রায় নিশ্চিত করে বলে দিতে পারি অধিকাংশই ইমাম মাহদি আসলো কিনা এই নিউজ জানার জন্য টিভি টিউন করে বসে থাকবেনা। তাহলে লাস্ট অপশন - আমাকে, আপনাকে কোন একটা গসিপ এর জন্য ওয়েট করতে হবে। যেহেতু এমনকি আপনিও বিশ্বাস করেন ইমাম মাহদি এসে জিহাদের ডাক দিবেন, ম্যাটার অফ দা ফ্যাক্ট তিনি হবেন মুসলিম আর্মির কমান্ডার, আপনি কি মনে করেন তাহলে মিডিয়া "গসিপ" টা কিভাবে পরিবেশন করবে? এভাবে? –

ব্রেকিং নিউজ - "মুসলিমদের বহু প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদি আত্মপ্রকাশ করেছেন, তিনি বিশ্ব ব্যাপী মুসলিমদের তার দলে শামিল হতে আহবান জানিয়েছেন"

এটা আশা করছেন? যদি না করেন তা হলে কি? এটা? ----

ব্রেকিং নিউজ - **"উমুক এলাকায় টেরোরিস্ট ফুলানের আত্মপ্রকাশ"** এবং এই কথাকে স্ট্যাবলিশ করার জন্য বিশ্বমিডিয়া ব্যাপী বিভিন্ন নাটকের মঞ্চায়নের সমারোহ! আপনি নিজেকে প্রশ্ন করেন,

এমনকি আপনি যখন শায়েখ উসামা রহঃ কে মুজাহিদ কমান্ডার মানেন না, এবং তাঁকেই (আল্লাহ উনার উপরে রহম করুন) বিকৃত ভাবে উপস্থাপনের জন্য ক্রুসেডার শক্তি কোনকিছুই কম করেনি, এবং আমাদের অনেকের কাছে সফলও হয়েছে। এখন আপনিও যখন ইমাম মাহদিকে জিহাদের কমান্ডার হিসেবে মেনে নিতে রাজি আছেন তাহলে এই ব্যাপারে ক্রুসেডারদের কাছ থেকে কি আশা করেন? তারা বসে থাকবে! এই যে, শোন - "তোমাদের মাহদি এসেছে" এরকম কিছু!

প্লিজ চিন্তা করেন। আবার, আবার, আবার --- বরং নিশ্চিত থাকেন ইমাম মাহদি প্রকাশ পাবার আগে থেকেই নাটকের মঞ্চায়ন শুরু হবে যেন তিনি প্রকাশ পাবার সাথে সাথে নাটক গুলো তার সাথে জুড়ে দেয়া যায়। আরো জেনে রাখেন রাসুল সাঃ হাদিস, -

" উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "জনৈক খলীফার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে করে বিরোধ সৃষ্টি হবে। তখন মদিনার একজন লোক পালিয়ে মক্কা চলে আসবে (এই আশঙ্কায় যে, পাছে মানুষ আমাকে খলীফার পদে অধিষ্ঠিত করে কিনা)। মক্কার লোকেরা তাঁকে খুঁজে বের করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রুকুন এবং মাকামে ইব্রাহিমের মাঝামাঝি স্থানে বাইয়াত গ্রহণ করবে। বাইয়াতের খবর শুনে সিরিয়ার দিক থেকে এক বিশাল বাহিনী প্রেরিত হবে। মক্কা মদিনার মাঝামাঝি বায়দা নামক স্থানে এসে পৌঁছানোর পর এই বাহিনীটিকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দেওয়া হবে ... হাদিসের শেষ পর্যন্ত।"

অর্থাৎ **ইমাম মাহদি বের হয়েছেন শুধুমাত্র এতটুকু জানার পরে একটা ফুল আর্মি মার্চ করবে উনাকে হত্যা করে ফেলার জন্য!** এবার আপনি অতিরিক্ত আর কি আশা করছেন! হুম কিছু যদি আশা করতে হয় তবে এমন আশা করা উচিৎ যে, সারা দুনিয়ার মিডিয়া ইমাম মাহদিকে টেরোরিস্ট হিসেবে উপস্থাপন করবে (আল্লাহর পানাহ)। কারণ? খুব সিম্পল - কারণ আমি এবং আমরা সবাই তার জন্য অপেক্ষা

করছি। তিনি আসলেই আমরা জিহাদ শুরু করে দিব, রাইট? ওয়েল, কাফেররা তা কেন হতে দিবে?

ওকে তাহলে সেই আগের প্রশ্নই রইল - কিভাবে জানবেন ইমাম মাহদি আত্মপ্রকাশ করেছেন? বলতে পারেন ঐ যে আল্লাহ যে আর্মি কে ধসিয়ে দিবেন তাদের নিউজটা পাবো আর তাহলেই বুঝে যাবো। কিভাবে নিশ্চিত হলেন, এই "নিউজ" নিউজে আসবে? আপনি যা "দূর কি বাত" বলে কোনদিন ফিরেও তাকাননি তারা সেটা নিয়ে বছরের পর বছর স্টাডি করে আসছে! আফগান যুদ্ধে কয়জন অ্যামেরিকান সোলজার নিহত হবার খবর পান? **হোলি আর্টিসান এর অপারেশনের সম্প্রচার র*্যাব বন্ধ করে দিতে পারে আর এখানে কথা হচ্ছে ইমাম মাহদি এর সাইন নিয়ে, সে ব্যাপারে আমরা আশা করছি ক্রুসেডাররা এটাকে বিশ্ব মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিবে, তাও আবার শুধু আমাদের জন্য! ধরে নিলাম আপনি জেনেই গেলেন। কুয়েতের হসপিটাল গুলোতে ইনকিবিউটর থেকে কোন শিশু হত্যার ঘটনা ঘটেনি, ইরাকে কোন উয়েপন অফ ম্যাস ডেস্ট্রাকশন ছিলোনা, আপনি এগুলো জানতে পেরেছেন, কিন্তু কি করতে পেরেছেন?**

চলেন ধরে নেই, আমরা জেনে গেছি ইমাম মাহদি আত্মপ্রকাশ করেছেন। **কাউন্ট ইট, লিভ ইট, রিয়েল টাইম, রাইট নাও!** আপনি জেনে গেছেন। এখন কি করবেন? উড়াল দিবেন। কেন? জিহাদ করতে। কারণ ইমাম মাহদি বাংলাদেশে আসবেন এমন বর্ণনা নাই,বরং উনার অবস্থান এবং কাজের ব্যাপারে অন্য বর্ণনা আছে। ওকে, আপনি উড়াল দিবেন। **তাহলে হাসিনা কি করবে? র*্যাব কি করবে? ডিবি কি করবে? কলা খাবে? এতদিন জিহাদ না করে বসে ছিলেন এখন সেই আমি, আপনি, উড়াল দিচ্ছি জিহাদ করার জন্য তো তারা কি করবে? আঙ্গুল চুষবে?** আমাকে একটা "গুড রিজন" দেখান কেন আপনি ইমিগ্রেশন ক্রস করতে পারবেন?

।

আবারো একটা লাফ দেই - ধরে নিলাম আপনি উড়াল দিলেন। ডেসটিনেশন কোথায়? কোথায় নামবেন? ইউ নেইম ইট। ধরে নিলাম "স্বপ্নপুরী"। **আপনি জানেন ইমাম মাহদি আছেন, স্বপ্নপুরী তে কিন্তু তা অ্যামেরিকা জানেনা! আর যদি জানে তাহলে অ্যামেরিকা ওয়েট করছে সারা দুনিয়া থেকে আমার আপনার মত এই জিহাদিরা সেখানে উড়ে উড়ে হাজির হোক!**

আবারো একটা লাফ দেই - **আপনি স্বপ্নপুরীতে ল্যান্ড করলেন। এবং স্বপ্নপুরীর ইমিগ্রেশন পুলিশ জানে তাদের দেশে বর্তমানে ইমাম মাহদি আছে। কেন তারা আপনাকে ক্রস করতে দিবে?** ব্রিং মি ওয়ান, জাস্ট ওয়ান গুড রিজন।

এতগুলো লাফ যখন দিলাম ই চলেন আরেকটা লাফ দেই - **আপনি এখনই বুঝে পান না কোনটা হক্ক দল। বিভ্রান্ত হয়ে যান, তাই জিহাদ করেন না। তখন সব দলই দাবি করবে তাদের সাথে ইমাম মাহদি আছে। আপনি জীবনে ইমাম মাহদি দেখেন নি, কিভাবে বুঝবেন কোন দলে ইমাম মাহদি আছে?**

ইমাম মাহদি এর বিষয় টা কি আমাদের কাছে রূপকথার গল্প মনে হয়! জাদুর কাঠি নিয়ে আসবেন, ছোঁয়া দিবেন আর সব কাফের রা ঘুমিয়ে যাবে আর আমরা পঙ্খিরাজ ঘোড়ায় চেপে পৌঁছে যাবো উনার কাছে! আপনি কি সত্যি তা মনে করেন? সত্যি?

ইমাম মাহদি হবেন মুহাম্মাদ সাঃ এর পরে এই উম্মতের জন্য কমান্ডার। ঈসা আঃ আসার আগ পর্যন্ত। তাঁর সময়ে শুরু হবে আল-মালাহিম। আমি আপনি বাস করছি গাযওয়া হিন্দের ভূমিতে। ইমাম মাহদি এসেই এই ক্রুসেডারদের সাথে জিহাদ ঘোষণা করবেন আর আমি, আপনি আশা করি এসব কিছু "ভ্যাকেইশন প্ল্যানিং" এর মত হয়ে যাবে! আপনি বলবেন, আলিম রা কথা বলবে। বলছি শুনে নেন, এখনো ইমাম মাহদি আসেননি, কাবা ঘরের ইমাম সুদাইস, সে বিশ্ব মিডিয়ার সামনে বলে - "অ্যামেরিকা এবং সৌদি মিলে বিশ্ব শান্তির জন্য কাজ করে যাচ্ছে!" সুদাইস, কাবার ইমাম! আপনি তাহলে কি মনে করেন যখন ইমাম মাহদি এসে এই অ্যামেরিকার বিরুদ্ধেই জিহাদ ঘোষণা করে দিবেন তখন সুদাইস কি বলবে? সুদাইস হক্ক বলতে চাইলেও অ্যামেরিকা বলতে দিবেনা। অ্যামেরিকা বলবে, সুদাইস, এতগুলো বছর তোমাকে ডলার আর রিয়াল দিয়ে আমি এজন্য পালিনি। যা বলতে বলবো তাই বলবে। না হলে খাশৌগির মত টুকরা করে ফেলবো! আপনি কি আশা করেন আজ যারা মুজাহিদদের জঙ্গী বলে সেদিন তারা মুজিবের চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য ইমাম মাহদির বাহিনীকে হক্ক বলবে? হাসিনা তাদেরকে তা বলতে দিবে? আপনি সত্যি তা বিশ্বাস করেন? - প্লিজ একটু চিন্তা করেন।

এখন আপনি বাস্তবতার দোহাই দিয়ে বলেন - কে এই তামিম আদনানি, তাকে কোনদিন দেখলামই না, তার আবার কথা, তাও আবার জঙ্গিদের নিয়ে। আপনি তো ইমাম মাহদিকেও দেখেননি, কিভাবে বুঝবেন ইনিই ইমাম মাহদি। কাফেররা আরো দশটা ইমাম মাহদি দাঁড় করিয়ে দিবে, কি করবেন? আলিমরা ফাতওয়া দিবে, ইনি ইমাম মাহদি না। ইমাম মাহদি হতেই পারেনা। ইমাম মাহদি মুহাম্মাদ সাঃ এর আদর্শের উপরে। তিনি সারা দুনিয়ায় ভালোবাসা এবং শান্তি স্থাপন করবেন। তার জমানায় থাকবে শুধু ন্যায়বিচার। তিনি দু হাত ভরে দান করবেন, কেউ তার থেকে খালি হাতে ফিরে যাবেনা। মনগড়া কথা বলবেনা, হাদিস থেকেই বলবে, একটা ভালো কারণ দেখান - কেন সেদিন আপনি তাদের অবিশ্বাস করবেন? আজ যাদের আপনি খুব বিশ্বাস করেন? কেন? ইমাম মাহদির কাজকে তারা টেরোরিজম বানিয়ে দিবে। খারেজী বানিয়ে দিবে (নাউজুবিল্লাহ) [আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন আমি কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছি? আমার উত্তর কারণ আমি এখন আমার নিজের চোখে এটাই দেখতে পাচ্ছি]

কেন আপনি ধরে নিচ্ছেন, **হঠাৎ করেই কোন এক সুন্দর সকালে আপনি আপনার চাকরি, ক্যারিয়ার, লেখাপড়া, স্ত্রী সন্তান, পরিবার পরিজন, বিপিএল, আইপিএল, রিয়াল বার্সা, বার্গার, আইসক্রিম, ফেইসবুক, হ্যাংআউট থেকে ফুল ফ্রি হয়ে যাবেন। কেন ভেবে নিচ্ছেন, অল অফ আ সাডেন আপনি প্রস্তুত হয়ে যাবেন ইমাম মাহদি এর সাথে যোগ দেয়ার জন্য। আপনার স্ত্রী কিছুই বলবেনা, আপনার বাবা মা কিছুই বলবেনা এমন কি ফ্রেন্ড সার্কেলও আপনাকে জঙ্গি ট্যাগ লাগিয়ে এয়ারপোর্টে এগিয়ে দিবে!** কেন বরং এভাবে ভাবছেন না, যে রাসুল (সাঃ) বলেছেন (ভাবার্থে) ফিতান আসবে ঢেউ এর মত, পুর্বের ফিতান পরের ফিতান এর তুলনায় কিছুই না। [আও কামা কলা আলাইহিস সালাম] অর্থাৎ যত দিন যাবে তত মনে হবে, আগের দিন গুলোই অনেক ভালো ছিলো! **আপনি যদি এখনই পরিষ্কার ভাবে জিহাদ না বুঝতে পারেন তাহলে তখন যখন ইমাম মাহদি প্রকাশ্যে সারা দুনিয়ার কুফুরি শক্তিকে জিহাদের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করবেন তখন কিভাবে পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারবেন? স্মরন করিয়ে দিচ্ছি - আপনি যখন যা জানেন, যা শিখেন তা তাদের আউটলেট, তাদের সোর্স এবং তাদের পছন্দের ইমামদের থেকেই মুফতি ব্র্যাডলিদের থেকেই, অস্বীকার করতে পারেন? তাহলে কেন আশা করছেন যে, ইমাম মাহদি যখন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করবেন তখন তাদের এই সোর্স**

গুলোই, তাদের ইমাম ব্র্যাডলিরাই আপনাকে সব কিছু পরিষ্কার করে জানিয়ে দিবে! কেন? অন্তত নিজের জন্য একটা উত্তর খুঁজে বের করেন। কেন এ কথা একবার ও ভাবলেন না, হোয়াট ইফ আই অ্যাম রং! দেখেন তাবুক এর সময়ে কা'ব বিন মালিক (রাঃ) ভেবেছিলেন আমি রেডিই আছি, জাস্ট বের হয়ে যাবো। ম্যাটার অফ মোমেন্টস। ওয়াল্লাহি উনি আসলেই যুদ্ধকে পরিত্যাগ করতে চান নি। কিন্তু হয়নি! আল্লাহ বলছেন –

وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ

আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হল বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক।

আমরা ইমাম মাহদির সাথে যোগ দিতে চাই, প্রস্তুতি কি? **কিভাবে নিশ্চিত হয়ে গেলাম কোন প্রস্তুতি ছাড়াই, অনুশীলন ছাড়াই, এতবড় অভিযানে আমরা সফল হয়ে যাবো! কিভাবে? হোয়াট ইফ আল্লাহ আমাকেও বসিয়ে রেখে দেন!**

কি বলতে চাই? জি না, খুব বেশি আর কিছু বলতে চাইনা। আমার চেস্টা ছিলো - আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া, আমি চেস্টা করেছি। সাথে আমি এও চেস্টা করেছি এখনকার বাস্তবতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সেটাকে আমার সামনের দিনের চলার পথের কৌশল বানাতে। আপনার সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে। অন্য কেউ নিয়ে দিবেনা। **তবে হ্যা, এতটুকু বলা যায়, যদি ভেবে থাকি সময় অনেক বাকি আছে তবে তার মুল্য হয়ত অনেক চড়া হয়ে যাবে!**

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩০৫৮

মুজাহিদ পরিবারের সন্তানদের পড়াশোনা কেমন হওয়া উচিৎ

আবদুল্লাহ্_ভাই

Member

০২-২৬-২০১৯

আমরা এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থায় বেড়ে উঠেছি যা আমাদের চিন্তা চেতনা স্বাধীন ভাবে বিকশিত হওয়ার পথকে রূদ্ধ করে রেখেছে। এই অধঃপতিত শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি প্রতিভাবান মুজাহিদ প্রজন্ম গড়ে তোলা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে জিহাদের ব্যস্ততার কারণে নিজের সন্তানদেরকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া এটিও একটি সমস্যা। তাই আমাদেরকে সব দিক সমন্বয় করে সন্তানের সুশিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, কেননা এরাই আগামী দিনের মুজাহিদ। সন্তানের সুশিক্ষার ব্যাপারে আমরা অনেকেই হয়ত অনেক কিছু চিন্তা করে রেখেছি। আমরা চাই আমাদের চিন্তাগুলো সকলের সাথে শেয়ার করতে যেন এখান থেকেই একটি প্রায়োগিক সিলেবাস পাওয়া যায়।

সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে আমার কিছু ব্যাক্তিগত চিন্তা আমি এখানে শেয়ার করব, ইনশাআল্লাহ। আশা করব ভাইয়েরাও আমার মতামতকে পর্যালোচনা করবেন যেন এর ভুলত্রুটি গুলো বের হয়ে আসে এবং অন্য ভাইয়েরাও কমেন্টে এই ব্যাপারে আলোচনা করবেন যে, সন্তানের সুশিক্ষার ব্যাপারে আপনারা কি চিন্তা করছেন। এই আর্টিক্যালটি যেহেতু একটি চলমান গবেষণার অংশ তাই প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এখানে কিছু নতুন কৌশল নিয়ে আলোচনা ও অভিজ্ঞতা সংযুক্ত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তাই যে ভাইয়েরা একবার এই আর্টিক্যালটি পড়ে ফেলেছেন তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে কিছু দিন পর পুনরায় আর্টিক্যালটি পড়ার জন্য। ফলে কোন ভুল থাকলে তা সহজেই চোখে পড়বে ইনশাআল্লাহ।

"একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, সামগ্রিকভাবে কিন্তু আমাদের হাতে সময় খুব কম। কেননা আমরা একটি যুদ্ধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছি এবং সম্মুখ যুদ্ধের দিন ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। তাই আমাদের হাতে সময় খুব সীমিত। আমার সন্তানের তিন বছর পূর্ণ হয়েছে। আমি তার আগামী কয়েক বছরের পড়াশোনার জন্য একটি প্রাথমিক সিলেবাস নির্ধারণ করেছি এবং সেভাবেই তাকে শিক্ষা দিচ্ছি

ইনশাআল্লাহ। আমার হাতে যথেষ্ট টাকা পয়সা নেই তাই আমি অল্প খরচে কিভাবে তাকে শিক্ষিত ও মুজাহিদদের সাহায্যকারী হিসেবে গড়ে তোলা যায় তা নিয়ে অনেক গবেষণা করেছি। সব বাচ্চাই তার বাবার কম্পিউটার নিয়ে খেলা করতে পছন্দ করে। আমি এই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছি। আমি তাকে a b c d শিখার জন্য আলাদা কোন বই কিনে দেই নাই। আমার কম্পিউটারেই তাকে a b c d শিখাচ্ছি। এর ফলে কয়েকটি উপকার হয়েছে। আমি লক্ষ্য করেছি সে খুব আনন্দের সাথে a b c d শিখছে এবং মাত্র কয়েকদিনেই তার ইংরেজি বর্ণমালা মুখস্ত হয়ে গেছে অন্যদিকে তার ইংরেজি টাইপিং ও কিন্তু শেখা হয়ে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। এর আর একটি উপকার হল সে কিন্তু এটাকে কোন বোঝা হিসেবে নিচ্ছে না এবং আমি আশা করি আগামী এক বছরের মধ্যেই সে দূর্দান্ত গতিতে টাইপিং করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। শুধু টাইপিং করলে কিন্তু চলবে না, খাতা কলমে লিখাও শিখতে হবে। তাই খরচ সাশ্রয়ের জন্য আমি একটি সাইন-পেন/মার্কার-পেন কিনেছি (কলম/পেন্সিল কিনে দেই নাই কারণ এগুলো খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়)। খাতা না কিনে আমি তাকে লিখতে দিয়েছি ঘরের মেঝের টাইলসে। টাইলসে লেখার সুবিধা হল যে কোন কাপড় দিয়ে তা সহজেই মুছে ফেলা যায় এবং তা আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী।

কম্পিউটারে a b c d শিখার পাশাপাশি তাকে কম্পিউটারে পেইন্টিং করা শিখাচ্ছি যেন সে তার ৭/৮ বছর বয়সেই জিহাদের বিভিন্ন ভিডিও এডিটিং এর কাজ করতে পারে ইনশাআল্লাহ। বাচ্চাদের জন্য Tux Paint নামে একটি সফটওয়্যার আছে। এটা এতটাই সোজা ও আনন্দদায়ক যে মাত্র তিন বছরের বাচ্চারা সহজেই এই সফটওয়্যার দিয়ে পেইন্টিং শিখতে পারে। এরপর সে ধাপে ধাপে একদিন জিহাদি ভিডিও তৈরি করবে ইনশাআল্লাহ।

আপনার স্ত্রীকে শিখিয়ে দিন বাচ্চাদেরকে কিভাবে পড়াতে হয়। বাচ্চারা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারা খুব প্রভাবিত হয়। তাই বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যাবহার করে তাদেরকে পড়ান। দেখবেন তারা খুব দ্রুত আয়ত্ব করে নিচ্ছে ইনশাআল্লাহ। আপনি ইউটিউবে WATTSENGLISH লিখে সার্চ দিলে বাচ্চাদের সাথে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শিখে ফেলবেন।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, কেন আমি প্রথমে আরবি না শিখিয়ে ইংরেজি শিখাচ্ছি। আল্লাহ তায়ালা আমার দিলের খবর অবশ্যই জানেন, আমার তামান্না হল বাচ্চাকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা এবং কিছু দিনের মধ্যেই তার হেফজের ব্যবস্থা করা। কিন্তু আমি চিন্তা করেছি, যদি আগামীকাল সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে আমার সন্তান থেকে আমি ঠিক কি ধরণের যোগ্যতা আশা করি ? অবশ্যই এর উত্তর হল- অস্ত্র চালনা। কিন্তু যেহেতু আমি এই মূহুর্তে তাকে রাইফেল চালনা শিক্ষা দিতে পারছি না বা রাইফেল আমার কাছে নেই তাই আমি এমন একটি হাতিয়ারের চিন্তা করলাম যা আমার কাছে মওজুদ আছে। সম্ভবত আপনার কাছেও সেই হাতিয়ার টি আছে, আর তা হল - কম্পিউটার। যেখানে একটি একে-৪৭ রাইফেলের দাম প্রায় চার লাখ টাকা সেখানে মাত্র ৫০ হাজার টাকা দিয়ে আপনি একটি অত্যন্ত ভাল মানের ব্র্যান্ড নিউ কম্পিউটার কিনতে পারবেন। আমরা প্রায় বলে থাকি মিডিয়া জিহাদের অর্ধেক। আর মিডিয়া নিয়ে কাজ করতে গেলে আপনার অবশ্যই একটি ভাল মানের কম্পিউটার লাগবে। তাছাড়া আমি চাই আলেম হওয়ার পাশাপশি আমার সন্তান একজন ভাল মানের কম্পিউটার প্রোগ্রামার ও হ্যাকার হোক। বর্তমান জিহাদের ময়দানে একজন কম্পিউটার প্রোগ্রামার ও হ্যাকার কতটা গুরুত্ব রাখে তা নিচের একটি পরিসংখ্যান দেখলেই বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

হোয়াইট হাউসের একটি স্বীকারোক্তি প্রকাশিত হয়, যেখানে উল্লেখ করা হয় "শুধুমাত্র অনলাইন হ্যাকিংয়ের শিকার হয়ে ২০১৬ সালে মার্কিন অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল প্রায় ৫৭ বিলিয়ন ডলার থেকে ১০৯ বিলিয়ন ডলারের মত।" অথচ ২০১৯ সালের জন্য সিরিয়া যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট হল ১৫ বিলিয়ন ডলার। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ২০১৯ সালে আমেরিকা সিরিয়া যুদ্ধে যে ব্যায় করবে তার প্রায় ৭ গুন বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে শুধুমাত্র সাইবার এট্যাকের দ্বারা! অথচ একটি এট্যাকের জন্য প্রয়োজন শুধুমাত্র একটি কম্পিউটার, দ্রুতগতির ইন্টারনেট ও প্রোগ্রামিং জ্ঞান।

আমার লেখা পড়ে অবশ্য রাইফেল বা বোমার গুরুত্বকে ছোট মনে করবেন না। আমি শুধু একটি ভয়ংকর অস্ত্র হিসেবে কম্পিউটারের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছি মাত্র। এটি এমন একটি অস্ত্র যা আমাদের অনেকের ঘরেই আছে কিন্তু আমরা এর ব্যবহার জানি না আফসোস।

তো মূল কথা হল আমার সন্তানকে মুজাহিদ হিসেবে একজন ভাল কম্পিউটার প্রোগ্রামার ও হ্যাকার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমি এখন থেকেই তার ইংরেজি ও কম্পিউটার শিক্ষা শুরু করে দিয়েছি। আমার এক কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু ছিল, সে মাত্র চার বছর বয়স থেকেই কম্পিউটার চালনা শুরু করেছিল। আরও মজার কথা হল একজন ভাল প্রোগ্রামার ও হ্যাকার হওয়ার জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয় না, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি চাইলে ঘরে বসেই প্রোগ্রামার ও হ্যাকার হতে পারেন যদি আপনি কঠোর অধ্যাবসায়ী হয়ে থাকেন ইনশাআল্লাহ।

এক ভাই জানতে চেয়েছেন, ১৫ /১৬ বছরের মধ্যে সন্তানকে একজন যোগ্য মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তুলতে একটি কার্যকর সিলেবাস কেমন হওয়া উচিৎ? আসলে পড়াশোনা বা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে "শিক্ষা-দীক্ষা" হল শিক্ষার পাশাপাশি দীক্ষার একটি প্রচেষ্টা। একজন আন্তরিক মুজাহিদের সন্তান নিঃসন্দেহে একজন মুজাহিদ হবেন ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আমরা চাইছি "যোগ্য মুজাহিদ"। তাই তো? তাহলে এই পয়েন্টেই আলোচনা চলুক। যোগ্য মুজাহিদ গড়ে তোলার প্রক্রিয়াটি সন্তান জন্মের আগ থেকেই শুরু হয়। তাই প্রথমে আসি বিয়ের প্রসঙ্গে। যে ভাইয়েরা বিয়ের কথা চিন্তা করছেন তাদের প্রতি আমার পরামর্ষ, শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করুন। শিক্ষিত স্ত্রী যেভাবে আপনার জিহাদের কাজে সহায়ক হবেন তেমনিভাবে শিক্ষিত মা আপনার সন্তানকে যোগ্য মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক হবেন ইনশাআল্লাহ। বিয়ের পর সন্তান হওয়ার আগ পর্যন্ত এই সময়টা খুব গুরুত্বপুর্ণ। আপনার জিহাদি চেতনা ঠিক এই সময়েই আপনার স্ত্রীর মধ্যে সঞ্চারিত হবে। কারণ ঠিক এই সময়টাতেই স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে। আপনি এই সময়ে তাকে যে দীক্ষা দেবেন সে তা চিরদিন মনে রাখবে। বাসর রাতেই তাকে আপনার জীবনের স্বপ্ন সম্পর্কে কিছু কথা বলতে পারেন যেমনঃ- *"আমার জীবনের স্বপ্ন হল, তুমি আর আমি সারাজীবন ইসলামের সেবা করব, অসহায় মুসলিমদের পাশে দাঁড়াব ইনশাআল্লাহ। তুমি কি বল? তুমি কি আমার পাশে থেকে আমাকে সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ?"* যদি রোমান্টিক ভাবে হেকমতের সাথে তাকে বোঝাতে পারেন তাহলে আপনার অর্ধেক কাজ হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ। বাকি পরিবর্তনের জন্য তাকে সহযোগিতা করুন, বই পড়তে দিন, আলোচনা করুন। সন্তান হওয়ার পর স্ত্রীর মাঝে আপনার জিহাদি চেতনা

নতুন করে সঞ্চারিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। কেননা সন্তান হওয়ার পরবর্তী সময়ে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের কাছাকাছি খুব কম সময়ই অবস্থান করতে পারেন। এটাই বাস্তবতা। তাহলে বোঝা গেল, মাদয়ূ (দ্বায়ী যাকে দাওয়াত দেয়) দিন দিন উন্নতি করবেন যদি দ্বায়ী তাকে প্রয়োজন পরিমাণ সময় দেন। এইজন্য প্রথমত আমার নিজের ভাল করে মানহাজ বোঝা লাগবে দ্বিতীয়ত স্ত্রীকে বোঝানো লাগবে। এই জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টি করুন যেন স্ত্রী আপনাকে জিহাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। তাকে জিহাদি বই অধ্যায়ন করার সুযোগ দিন। আমি নিজেই যদি কিতাব না পড়ি তাহলে আমার স্ত্রী কখনই কিতাব পড়বে না। কিতাব পড়ে যে পয়েন্ট গুলো আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে স্ত্রীকে ডেকে সেটা দেখান ও তার সাথে সে ব্যাপারে আলোচনা করুন, তার মতামত নিন। সংসারের কাজে তাকে এমনভাবে সহায়তা করুন যেন সে প্রতিদিন লাগাতার কয়েক ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কিতাব পড়তে পারে। আমি বারবার বলছি, সন্তান হওয়ার পর কিন্তু আপনি বা আপনার স্ত্রী আর কক্ষনই এমন দারুণ সুযোগ আর পাবেন না, তাই সন্তান হওয়ার আগের একটি বছরকে গণিমত মনে করুন। তাই বলে সন্তান নিতে অনীহা বা দেরী করা যাবে না, খবরদার। এবং অবশ্যই পরপর দুটি সন্তান নিবেন ইনশাআল্লাহ যদি আপনার স্ত্রী শারীরিকভাবে ফিট থাকেন। এতে অনেক উপকার আছে। বিভিন্ন ভাবে আপনি যেমন আর্থিক লাভবান হবেন তেমনিভাবে আপনার উভয় সন্তানের মানসিক ও শারীরিক গঠন উন্নত হবে। অনেকে মনে করেন, আর্থিক খরচ বেড়ে যাবে, এটা শয়তানের ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয় বরং খরচ সাশ্রয় হয়। আপনি একই কাপড় দুজনকে পড়াতে পারবেন। একই সাথে তারা খেলবে, এতে আপনার ও মায়ের উপর চাপ কম পড়বে। একই সাথে তাদেরকে পড়াশোনা করাতে পারবেন। সবচেয়ে বড় কথা হল আপনার সন্তানরা কখনো একাকী বোধ করবে না। এমনকি তাদের রোগ ব্যাধিও কম হবে, ইনশাআল্লাহ। আর একটা বিষয় হল, সব সময় টার্গেট করবেন আপনার বড় সন্তানকে। বড় সন্তানের তারবিয়ত যদি ঠিক হয় তাহলে ছোট সন্তান এমনিতেই ঠিক হবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা সব সময় বলে থাকি "সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দিন"। আসলে এই বিষয়টা কেমন? যেখানে আপনি নিজেই অনেক ব্যস্ত সেখানে কিভাবে আপনি সন্তানের জন্য আলাদা সময় বের করবেন? আসলে ব্যাপারটা এত জটিল নয়। আপনি যখন

নামাজ পড়েন তখন আপনার সন্তানকে ডাকুন, *"বাবা আসো নামায পড়ি"*, এভাবে সে আস্তে আস্তে নামায শিখবে। আপনি যখন কুরআন পড়েন তখন আপনার সন্তানকে ডাকুন, *"বাবা আসো কুরআন তেলায়াত করি"*, এভাবে সে আস্তে আস্তে কুরআন শিখবে। আপনি যখন ব্যায়াম করেন তখন আপনার সন্তানকে ডাকুন, *"বাবা আসো ব্যায়াম করি"*, এভাবে সে ব্যায়াম শিখবে। আপনার সব কাজে সন্তানকে সাথে রাখুন, স্ত্রীকেও সাথে রাখার চেষ্টা করুন ইনশাআল্লাহ। হিসেব করে দেখুন আপনি কিন্তু পরিবারকে অনেক সময় দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ!

একটা গল্প শুনেছিলাম, "এক ব্যাক্তি প্রতিদিন একটা হাতি কাঁধে চড়িয়ে পাহাড়ে উঠা নামা করে! তাকে প্রশ্ন করা হল - আপনি কিভাবে এই অসাধ্য সাধন করলেন? তিনি বললেন- হাতিটি যখন ছোট ছিল তখন থেকেই আমি তাকে কাঁধে নিয়ে পাহাড়ে চড়তাম। প্রতিদিন হাতিটি একটু একটু বড় হতে লাগলো আর আমারও আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে গেলো।" এই টেকনিক আমি আমার সন্তানের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করি। আমি আমার দু হাত মাটির সমান্তরালে সামনের দিকে প্রসারিত করে সন্তানকে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠায়। এটা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যায়াম। তবে আশা করি সে ব্যাক্তির ন্যায় আমারও অভ্যাস হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আমি আমার সন্তানদেরকে লতাপাতা ও গাছগাছড়া খাদ্য ও ঔষুধ হিসেবে ব্যবহার করার অভ্যেস গড়ে তুলেছি। তারা খুব সাবলীলভাবেই উপকারী লতাপাতা কাঁচা কাঁচা খেয়ে ফেলে, আলহামদুলিল্লাহ! যা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করে না।

দুটো বিষয়ের সমন্বয় হতে হবে,

১। আগামী ১০ থেকে ১৫ বছর পর আপনার সন্তানকে আপনি জিহাদের কোন শাখা/শো'বা তে দেখতে চান।

২। সে পর্যন্ত পৌঁছে দিতে যে সকল উপকরণ প্রয়োজন তা আপনার কাছে আছে কিনা।

আমার ক্ষেত্রে এই দুটো প্রশ্নের উত্তর হল,

১। আমি তাকে আগামী ১০ থেকে ১৫ বছর পর একজন দূর্দান্ত কম্পিউটার প্রোগ্রামার হিসেবে দেখতে চায়, যে কিনা কাফেরদের সকল সাইবার যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিবে, মুজাহিদদের জন্য কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করবে। এতটুকু যদি নাও হয় অন্তত সে যেন মুজাহিদদের আইটি ট্রেইনার ও মিডিয়া সেক্টরের দায়িত্ব নিতে পারে।

২। তাকে এই পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিতে নূন্যতম আইটি যোগ্যতা ও রাস্তা আমার চেনা আছে আর পরবর্তী রাস্তা সে একাই চলতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

আপনার ক্ষেত্রেও আপনি এই দুটি বিষয়ের মাঝে সমন্বয় করে আপনার সন্তানের জিহাদি কারিকুলাম নির্ধারণ করুন। আপনি যদি ডাক্তার হয়ে থাকেন তাহলে এখনই তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করে দিন। কারণ ঠিক আগামীকাল যদি সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে ঠিক আগামীকালই আমাদের প্রচুর নার্স ও ডাক্তার লাগবে। যুদ্ধের ময়দানে আমাদের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই। আপনি যদি গাড়ি চালাতে পারেন তাহলে সন্তানের জিহাদি শিক্ষা ড্রাইভিং দিয়েই শুরু করুন। বিশ্বাস করুন এটাই হল উপকারী ও সুশিক্ষা। এমন পরিকল্পনার পিছনে ব্যস্ত হবেন না যা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আপনার হাতে নেই। তবে যে দ্বীনের জন্য আমাদের এত কর্মযজ্ঞ সে কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা থেকে যেন কোন শিশুই বঞ্চিত না হয়।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৫৪৫

_তুমি বীর_

Muslim of Hind

Senior Member

০৫-২৪-২০১৯

_তুমি বীর_

বিশ্ব জুড়ে জানত সবাই

তুমি উদার বীর,

তবে কেন কাফেরের পদতলে

দেখি তোমার শির?

কোরআনের বাণী উচুঁ করতে

কভু ছিলে না ভীতু,

আজ কেন তোমার নেই কেল্লা

হও না কেন তিতু?

ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে

কাপাতে সারা বিশ্ব,

খোদার কালাম ভুলে গিয়েছ

তাই হয়েছ নিঃশ্ব।

কোরআন দেখ হাতছানী দিয়ে

ডাকছে বারে বারে,

জেগে ওঠো বীর মুসলিম

ঘুমিয়ে থেকো না ঘরো

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৩৭১

আমাদের পরিচিত কিছু স্বভাব, রিভিউ

অন্তরের আমল

Junior Member

০৫-২৫-২০১৯

আমাদের খুব পরিচিত কিছু স্বভাব

১. আমাকে কেউ একজন একটা কথা বলে বললো কাউকে না বলার জন্য। কাউকে না বলার শর্তে আমি সেটা আরেকজনকে বলে দিলাম। এটা আমানতের খিয়ানত। এটা মুনাফেকি করা। জাহান্নামের উদ্বোধন হবে মুনাফিক দিয়ে। কাফের, মুশরিক দিয়ে নয়। [সূরা নিসা-৪/১৪৫, বুখারী-৩৩]

২. আমি গুলশানে দাঁড়িয়ে কাউকে মোবাইল ফোনে বললাম আমি তো মতিঝিল চলে এসেছি। এটাও মুনাফেকি। [সূরা নিসা-৪/১৪৫, বুখারী-৩৩, ইবনে হিব্বান-৪১৮৭]

৩. কিছুদিন আগেও তুই আমার কাছে আসতি একটা চাকরির জন্য। চাকরি দিলাম। আজকে টাকা হয়েছে আর সব ভুলে গেলি? আল্লার রাসুল (সাঃ) বলেছেন-এই জাতীয় কথা বলার পরিণাম জাহান্নাম। [সূরা বাকারা-২/২৬৪, মিশকাত-২৭৯৫. আবূ দাউদ-৪০৮৭, নাসাঈ-২৫৬৩, তিরমিযী-১২১১, ইবনু মাজাহ-২২০৮]

৪. রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটা মেয়ের দিকে তাকালেন। মেয়েটা ইসলামি পোশাক পড়া না থাকলে উভয়েই জিনাকারী। [সূরা নূর-৩০,৩১, বুখারী-৬২৪৩, মুসলিম-৬৫১২]

৫. আপনি জীবিত এবং সুস্থ্য থাকা অবস্থায় আপনার স্ত্রী বাজার করে অথবা বেপর্দা ঘুরে। এই পুরুষ দাইয়ূস। এর অবস্থান সরাসরি জাহান্নাম। [মুসনাদে আহমাদ-৫৮৩৯, সহিহুল জামে-৩০৫২]

৬. সন্তান বড় হয়েছে অথচ তাকে পর্যাপ্ত ধর্মীয় শিক্ষা দেননি। সালাতের জন্য তাগাদা দিচ্ছেন না। এই সন্তান জান্নাতে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল কিন্তু তার বাবার জান্নাত পাবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। [আবূ দাউদ-৪৯৫, মুসনাদে আহমাদ-৬৬৮৯]

৭. আপনার (পুরুষের) পোশাক পায়ের টাখনুর নীচে থাকে। বিনা বিচারে জাহান্নামে যাওয়ার প্রস্তুতি আজই নিয়ে রাখেন। [আবূ দাউদ-৪০৮৭, নাসাঈ-২৫৬৩]

৮. কারও হক্ব নষ্ট করেছেন বা দুর্নীতি করে টাকা ইনকাম করেছেন। যদি আখিরাতে বাঁচতে চান তবে যার টাকা বা হক্ব তাকে ফেরত দিন। আখিরাতে সে আপনার সমস্ত নেক আমল ধরে টান দিবে। [ইবনু মাজাহ, মিশকাত-৩৭৫৩, তিরমিযী-২৪১৮]

৯. বয়স ছিলো, ক্ষমতাও ছিলো। রিক্সাওয়ালাকে বা কাজের লোককে একটা চড় মেরেছিলেন। এর নাম জুলুম। জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে তার হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে নিন। একদিন আপনার আমলনামা সে টান দিবেই। [সূরা আরাফ-৭/৪৪, সূরা শুরা-৪২, ৪৩, তিরমিযী-২৪১৮]

১০. (মহিলারা) গায়ে সুগন্ধি মেখে পর পুরুষের পাশ দিয়ে হেঁটে গেছেন। এরকম কাজ জীবনে যতবার করেছেন ততবার আপনি যিনা করেছেন। এটা আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন। [তিরমিযী-২৭৮৬, সহীহুল জামে-৪৫৪০, মুসনাদে আহমাদ-১৯৩৬]

১১. যতবার আপনি সুদ খেয়েছেন বা দিয়েছেন বা সুদের কাজে সহযোগিতা করেছেন ততবার আপনি আপনার মায়ের সাথে জিনা করেছেন। [মিশকাত-২৮০৭, ২৮২৬]

১২. যতবার আপনি কোনও অমুসলিমকে খাইয়েছেন বা উপকার করেছেন ততবার আপনি দানের ছাওয়াব পেয়েছেন। আর যতবার আপনি তার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গিয়েছেন বা তাকে এসএমএস দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ততবার

আপনি শিরক করেছেন। আখিরাতে বিচার ছাড়াই আপনি জাহান্নামী। তাওবা করলে বেঁচে যাবেন। [সূরা আলে ইমরান-৩/৮৫, মিশকাত-৪৩৪৭, ৪৬৮৯, তিরমিযী-২৬৯৫, আবূ দাউদ-৪২৫২, মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলিস শাইখ ইবনে উছাইমীন ৩/৩৬৯]

১৩. যতবার আপনি জন্মদিন, মৃত্যুদিন, বিবাহ বার্ষিকী, কুলখানি, চেহলাম বা কোনও দিবস পালন করেছেন ততবার আপনি বিদাত করেছেন। রাসুল (সাঃ) এর সুপারিশ আপনার জন্য প্রযোজ্য নয়। [বুখারী-২৬৯৭, মুসলিম-১৭১৮, মিশকাত-১৪০]

১৪. ভিক্ষুক-সে ভন্ড হোক বা আসল হোক সে যদি বলে "আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দেন" আপনার কিছু হলেও দিতে হবে। না দিলে গুনাহ হবে। [আবূ দাউদ-১৬৭২, নাসাঈ-২৫৬৬, আদাবুল মুফরাদ-২১৬]

১৫. স্ত্রী বা শ্বশুর বাড়ীর লোকদের প্ররোচনায় নিজের বাবা-মাকে অবহেলা করেছেন। আপনি এখনও জাহান্নামে যাননি কারণ আপনি এখনও মরেননি। [নাসাঈ-৫৬৮৮, মিশকাত- ৪৯৩৩, মুসনাদে আহমাদ: ২/৬৯]

১৬. অফিসে কাজে ফাঁকি দেন। মাস গেলে বেতন নিচ্ছেন। আপনার এই ফাঁকিবাজির খেসারত একদিন আপনার নেক আমল দিয়ে পূরণ করে দিতে হবে। [তিরমিযী-২৪১৮]

১৭. ধূমপান বা যে কোনও নেশাদার দ্রব্য দিয়ে নেশা করেছেন। পরবর্তী ৪০ দিন আল্লাহ আপনার উপর নারাজ থাকবেন। [ইবনু মাজাহ-৩৩৭৭, তিরমিযী-১৮৬২]

১৮. নিয়মিত ওয়াদা ভঙ্গ করেন। আপনি মুনাফেক। জানান্নামের উদ্বোধন হবে মুনাফেক এবং ভ্রান্ত হুজুর দিয়ে। কাফের, মুশরিক দিয়ে নয়। [সূরা নিসা-৪/১৪৫, বুখারী-৩৩]

১৯. কর্মচারীকে চুক্তিঘন্টার চেয়ে অতিরিক্ত খাটিয়েছেন। বিনিময়ে কিছু দেননি। আপনাকে দিতে হবে একদিন। হয়ত আপনার আমলনামার পুরোটাই। [তিরমিযী-২৪১৮, মিশকাত-৩৯৯৭]

২০. দলীয় দাপটে একফুট জায়গা অন্যায়ভাবে দখল করেছেন। আযাবের ফেরেস্তারা শুধু আপনার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। [বুখারী-৩১৯৮, তিরমিযী-১৪১৮]

২১. দান করার সামর্থ আছে কিন্তু দান করেন না। আপনাকে খুবই ভয়াবহ মৃত্যু যন্ত্রণা দেয়া হবে। [সূরা মুনাফিকুন-৬৩/১০, সূরা বাকারা-২/২৫৪, বুখারী-১৪১৯]

২২. কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়েছেন কিংবা চাঁদাবাজি করেছেন বা ঘুষ নিয়েছেন কিন্তু ফেরত দেননি। আমলনামা ভারী করুন। কারন এটা দিয়েই একদিন শোধ করতে হবে। [ইবনু মাজাহ-২৪১০, সহিহুল জামে-৩৬১২, মিশকাত-৩৯]

২৩. রাসুল (সাঃ) এর দেখানো পদ্ধতি বাদ দিয়ে পীর সাহেব বা ভ্রান্ত আলেমের দেখানো পদ্ধতিতে আমল করছেন। মনে রাখবেন রাসুলের সুপারিশ আপনার জন্য নয়। আজই আপনার নিয়মিত করা আমলগুলো কুরআন-হাদিসের সাথে মিলিয়ে নিন। [সূরা নিসা-৪/৮০, সূরা মুহাম্মদ-৪৭/৩৩, সূরা হুজুরাত-৪৯/১, বুখারী-২৬৯৭, মুসলিম-১৭১৮, মিশকাত-১৪০]

২৪. ঘরে কুরআন কিনে ফেলে রেখেছেন। পড়েন না। এই কুরআন একদিন আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। [সূরা ফুরকান-২৫/৩০]

২৫. মহিলারা স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ীর লোকদের বদনাম করছেন। আপনার স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা আপনার ঘাড়ে পা দিয়ে একদিন জান্নাতে চলে যাবে। আপনি থাকবেন অগ্নিময় জাহান্নামে। [সূরা হুমাযা-১০৪/১, মিশকাত-৪৮২৩, তিরমিযী-২৪১৮]

উপরোক্ত গুনাহসমূহের মধ্যে যেগুলো আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত সেগুলো তাওবা করলে ক্ষমা হবে ইনশাআল্লাহ। কারন আল্লাহ বলেনঃ

“নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়। [সূরা নিসা: ৪/১১৬]

আর গুনাহ যদি বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হয় তবে তা বান্দার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যথায় আখিরাতে সে মহাবিপদে পড়বে।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান, দেউলিয়া কে? তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মধ্যে দেউলিয়া হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার দিরহামও (নগদ অর্থ) নেই, কোন সম্পদও নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমার উম্মাতের মধ্যে সেই ব্যক্তি হচ্ছে দেউলিয়া যে কিয়ামাত দিবসে নামায, রোযা, যাকাতসহ বহু আমল নিয়ে উপস্থিত হবে এবং এর সাথে সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত (হত্যা) করেছে, কাউকে মারধর করেছে, ইত্যাদি অপরাধও নিয়ে আসবে। সে তখন বসবে এবং তার নেক আমল হতে এ ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে, ও ব্যক্তি কিছু নিয়ে যাবে। এভাবে সম্পূর্ণ বদলা (বিনিময়) নেয়ার আগেই তার সৎ আমল নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদের গুনাহসমূহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। [তিরমিযী-২৪১৮, রিয়াযুছ ছালেহীন-২২৩]

সংগ্রহীত

রমাদান মাস,তাই ভাইয়ের লেখাটি কপি করে রিভিউ দিলাম আল্লাহ সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৩৮১

তোর ভেতরের সুপ্ত অনল!!! একটি কবিতা।

মুসলিম তুই উঠ জেগে উঠ, ঘুমিয়ে আর থাকিস না,
তোর ভেতরের সুপ্ত অনল নিভিয়ে আর রাখিস না।(২বার)
চারদিকে আজ জ্বলছে অনল, মরছে মুসলমান,
বোমার আঘাতে শতে শতে ঝড়ছে তাজা প্রান,
অবুঝ শিশুর করুন কান্না তোর কানে আসেনা?
তোর ভেতরের সুপ্ত অনল নিভিয়ে আর রাখিস না।
মুসলিম তুই উঠ জেগে উঠ ঘুমিয়ে আর থাকিস না
তোর ভেতরের সুপ্ত অনল নিভিয়ে আর রাখিস না।(২বার)
দিগ্বিদিকে ছুটছে আজ দিশেহারা মুসলিম,
সবদিকে তাই এক হয়েছে কাফির-জালিম,
সঙ্গীন এ সময়ে তুই ঘরকোনে হয়ে থাকিস না!
তোর ভেতরের সুপ্ত অনল নিভিয়ে আর রাখিস না।
মুসলিম তুই উঠ জেগে উঠ ঘুমিয়ে আর থাকিস না
তোর ভেতরের সুপ্ত অনল নিভিয়ে আর রাখিস না।(২বার)
নদীস্রোত হয়ে, যায় বয়ে বয়ে, মাজলুমানের খুন,
সম্ভ্রমহারা হয়ে, যায় দুনিয়ে ছেড়ে কত মা-বোন।
এসব দেখেও কেন যে তুই রক্তে আগুন জালিস না!
তোর ভেতরের সুপ্ত অনল নিভিয়ে আর রাখিস না।
মুসলিম তুই উঠ জেগে উঠ ঘুমিয়ে আর থাকিস না
তোর ভেতরের সুপ্ত অনল নিভিয়ে আর রাখিস না।(২বার)

অন্ধ কারাগারে ধুঁকে ধুঁকে মরে কত মুসলিম ভাই,
সর্বহারা হয়ে চিৎকার করে কাঁদে, মুক্তিদাতা কেউ নাই।
হকের ঝান্ডা নিয়ে যে তুই এখনো কেন আসিস না?
তোর ভেতরের সুপ্ত অনল নিভিয়ে আর রাখিস না।
মুসলিম তুই উঠ জেগে উঠ ঘুমিয়ে আর থাকিস না
তোর ভেতরের সুপ্ত অনল নিভিয়ে আর রাখিস না।(২বার)
তুই ছিলি সিংহের জাতি,ভয়ে কেন নিথর আজ?
হুংকার ছেড়ে চল এগিয়ে ধ্বংসে পড়ুক তাগুতরাজ।
মুসলিমদের দুর্দিনে আজ নিরব হয়ে থাকিস না।
তোর ভেতরের সুপ্ত অনল নিভিয়ে আর রাখিস না।
মুসলিম তুই উঠ জেগে উঠ ঘুমিয়ে আর থাকিস না
তোর ভেতরের সুপ্ত অনল নিভিয়ে আর রাখিস না।(২বার)
বিন কাসিম আর সালাহুদ্দীন, কেহই তো আজ নাই,
ভ্রাত্যিত্বের টানে ছুটে যুদ্ধ পানে তুই চলে আয়,
কারো চোখ রাঙানী, কিবা শান্তিবাদীর পরোয়া তুই করিস না।
তোর ভেতরের সুপ্ত অনল নিভিয়ে আর রাখিস না।
মুসলিম তুই উঠ জেগে উঠ ঘুমিয়ে আর থাকিস না
তোর ভেতরের সুপ্ত অনল নিভিয়ে আর রাখিস না।(২বার)

পোস্টের লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৪৩৬

Inspire magazine ১৭তে আমির আল কায়েদা ইসলামী মাগরেব শায়েখ আবু মুসাআব আবদুল ওয়াদুদ (হাঃ) এর সাক্ষাৎকার

Khalji-The-Seventeen

Member

০৯-১৩-২০১৯

[সাক্ষাৎকারের অনুবাদ আরও দুই বছর আগে করেছিলাম, কিন্তু দিতে পারিনাই]

আমির আল কায়েদা ইসলামী মাগরেবের আমির শায়েখ আবু মুসাআব আবদুল ওয়াদুদ (হাঃ)

পরম করুনাময়, অসীম দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করতেছি। আল্লাহ শান্তি বর্ষিত করুক রাসুলাল্লাহ (সঃ) ও উনার পরিবারের উপর এবং উনার সাহাবা (রাঃ) দের উপর। শায়েখ আমির কাইদা-তুল-জিহাদ ইসলামিক মাগরেব আবু মুস'আব আবদুল ওয়ুদুদ (হাঃ) কে ইন্সপায়ার এর মেহমান হিসেবে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত। আমাদের সম্মানিত শায়েখ কে ইন্সপায়ার এর সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে উষ্ণ মোবারকবাদ জানাতে চাই। আমরা খুবই কৃতজ্ঞ উনার প্রতি, আমাদের অনুরোধ রক্ষা করে ইন্টারভিউ নির্বাহ করার জন্য।

▶ আপনার ব্যক্তি জীবন এবং আপনার জিহাদি জীবনের উপর একটা অবলোকন জানার অনুরোধ রইল।

শায়েখঃ শুরু করছি মহান আল্লাহ তা'আলার নামে, শান্তি বর্ষিত হোক রাসুল্লাল্লাহ (সঃ) ও উনার পরিবারের উপর এবং উনার মনোনীত সাহাবা (রাঃ) এর উপর, এবং যারা উনার প্রদর্শিত পথে অনুসরণ করে কেয়ামত পর্যন্ত। সর্বপ্রথম, প্রশংসা জানাই ভাইদের যারা ইন্সপায়ারের তত্ত্বাবধানে আছেন, এবং প্রাণবন্ত শুভেচ্ছা ও রইল ইন্সপায়ারের টিমের প্রতি। আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই দাওয়াতের ময়দানে (লোকদের আল্লাহর দিকে আহবান) ও তাদের অসাধারণ প্রচেষ্টার জন্য, সচেতনতা উত্থাপন, মুসলিম ও মুজাহিদদের মধ্যে কি ধরনের কল্যাণ অভ্যাহত তাদের দ্বীন এবং দুনিয়ার ব্যাপারে, মুসলিমদের উৎসাহ প্রদান

জিহাদের প্রতি। আমরা প্রশংসা জানাতে চাই ভাইদের তাদের দৃঢ় সঙ্কল্প এবং উদ্বেগ সারা বিশ্বের মুজাহিদদের অবস্থার জন্য। আল্লাহ আপনাদের কাজের উত্তম জাযা দান করুন, আপনাদের প্রচেষ্টাগুলো গ্রহন করুন, আপনাদেরও প্রদান করুন শ্রেষ্ঠ পুরস্কার যেটা নির্ধারিত জিহাদ ও মুজাহিদদের জন্য।

আপনাদের ইন্টারভিও হিসাবে, সে প্রভুর অনুগত গোলাম ক্ষমাপ্রাথি তারই প্রভুর কাছে, আমি আবদুল মালিক দ্রউকদেল বিন রাবেহ বিন আল-ওয়ানাস, জন্ম ২০ এপ্রিল ১৯৭০, আনুমানিক ১৩ সফর ১৩৯০ হিজরি, আলজেরিয়ার আল-বালীদা স্টেট এর রাজধানীর পশ্চিমে মিফতাহ জিলার যায়ান গ্রামে। শৈশব থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে আমি দ্বীনের প্রতি ভালবাসা এবং আনুগত্য পাই আমার পরিবার থেকে। আমি প্রতিদিনই শরীক থাকতাম নামাজে আমাদের গ্রামের মসজিদে, এবং পরে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষানবিশ অবস্থায় মিফতাহের মসজিদেও।

আমি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করি আমাদের গ্রামে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পূর্ণ করি মিফতাহ জেলায় ১৯৮৯ সালে। আমি গণিতে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করি। এরপরে আমি আল-বালীদা বিশ্ববিদ্দ্যালয়ে তথ্যপ্রযুক্তিতে ভর্তি হই এবং সেখানেই আমার শিক্ষা পূর্ণ করি ১৯৯৩ সালে।

আমি কিছু মনে করবনা একটা ছোট্ট গল্প জানাতে এখানে আমার ভাইদেরকে, এবং এটা ঘটে ছিল আমি যখন ছোট ছিলাম। আমাদের গ্রামের মসজিদের মাইক একদিন সমস্যার সম্মুখীন হয়, এবং এইটা ওই সময় তখন মাইক মার্কেট গুলোতে খুব একটা পাওয়া যেতো না। ছেলেবেলা থেকেই ইলেকট্রনিক এবং ইলেকট্রনিক সামগ্রীর উপর আমার প্রবল কৌতূহল ছিল যা আল্লাহর তরফ থেকে একটা উপহার। আমি ইলেকট্রনিক কাজের উপর সিদ্ধহস্ত ছিলাম। তো, আপাতত সাধারণ জিনিস পত্র দিয়ে একটা মাইক বানিয়ে ফেলি, শুরু করতে একটা রেডিও আমপ্লিফায়ার, একটা ফ্লাস্ক এবং কিছু কপার ওয়ার দিয়ে আমি মাইকের বডির একটা ডিজাইন করে ফেলি। তারপর যোহরের আযান দিয়ে মাইক পরীক্ষা করি, এবং কেউই বুঝতে পারেনি আমি আপাতত উপস্থিত একটা মাইক তৈরি করেছি। আসলে সকলে মনে করেছিল মসজিদ কমিটি একটা নতুন মাইক ক্রয় করেছে। সমস্যা দূর হওয়াতে সকলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, এবং সেটা সে দিনের

আলোচিত বিষয় হয়ে উঠে। কোনভাবে যখন মসজিদ কত্রিপক্ষ জানতে পারে কিভাবে আসলে সমস্যা দূর হয়েছে, এতে তারা আমাকে মন্দ বলেনি সম্মানই করে, সত্যি কি তখন থেকে আমি সবার ভালবাসা এবং সম্মানের পাত্র হয়ে উঠি। এমনকি তারা আমাকে আমাদের মসজিদের ইলেকট্রনিক মেইনটেনেন্সের দায়িত্বও দিয়ে দেয়। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর প্রতি, যিনি শুরু থেকে শেষ, সততা এবং পথপ্রদর্শনের পথে পরিচালিত করেছেন। রক্ষা করেছেন বিপথগমন এবং অবক্ষয়ের পথ থেকে শৈশবকাল থেকেই।

সশস্ত্র সংগ্রামের শুরু

আমার হাই স্কুলের দিন গুলোতেই, পুরো দুনিয়ার মুসলিমদের খবরগুলো দেখতে শুরু করি সাধারণভাবেই, এবং বিশেষ করে আফগান জিহাদ। এই সময়টা ফিলিস্থিনের পাথর নিক্ষেপ কারীদের ইন্তিফাদার সঙ্গে মিলিত হয়, এবং ইয়াহুদি দখলকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নতুন এক অভ্যুদয়। মুজাহিদদের খবর শুনে আমার হৃদয় ভালবাসায় প্রজ্বালিত হত। এটা অনুসৃত হয় একটা বিকাশলাভের এবং আন্তর্জাতিক সংগ্রামের নিগূঢ় বোধশক্তির এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের আক্রমণের সময়ে। এইটা ছিল ১৯৯১ সালের প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়কার, যেটা অনুসৃত হয় ওই সব ঘটনাবলী গুলোর মধ্যে যা ইসলামিক সালভেসান ফ্রন্ট এর অভ্যুদয় হয়। মিলিটারি দলটি পরাজিত হয় (১৯৯২) চক্রান্তকারি জেনারেলদের দ্বারা পরিচালিত যারা ফ্রান্সের একান্তই অনুগত এবং সমর্থিত ছিল, কিছু শক্তি যারা ছিল ফ্রান্সি চিন্তা চেতনায় প্রবৃত্ত। তরুণ হিসেবে, আমাদের আত্মাগুলো খুবই মর্মাহত হত উম্মাহর এই অতুল দুর্দশা গ্রস্ত পরিণতিতে। অধিকাংশ সমস্যা ছিল দুঃখজনক ঘটনা যা ঘটে ছিল আলজেরিয়ান সন্তানদেরই। মরুভুমির কারাগার এবং কয়েদ শিবির গুলো আলজেরিয়ানদেরকে দিয়ে ভরে গিয়েছিল যাদের কোন ধরনের অপরাধই ছিল না, 'আল্লাহই আমাদের একমাত্র প্রভু।'

১৯৯২ (১৪১২ হিজরি) সালের শুরুর দিকে জিহাদী সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গ উস্কে উঠে, এবং প্রথম জিহাদী দল সংগঠিত হয়। আল্লাহর আশীর্বাদ যে আমার সাথে শায়েখ সাঈদ মাখলুফি (রঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ হয়, আলজেরিয়ার জিহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাদের একজন, এবং হারকা-তু দাওলা ইসলামিয়াহ (the Islamic

State Movement) এর আমির। উনার কার্যক্রমের কেন্দ্র ছিল মিফতাহ অঞ্চলের আশেপাশেই যেটা রাজধানী আলজিএরস এর কাছেই ছিল। আমি শহরে থাকা অবস্থায় উনাদের সাথে বেশ কিছু দিন কাজ করি। ১৯৯৩ সালের শেষের দিকে আমি জিহাদের ময়দানে শরীক হই।

আমার শিক্ষার মূল্যায়ন করা হয়, আমার পুরনো সখ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সদ্ব্যবহার হয়, তথা আমার জানা কেমিক্যাল এবং মেকানিক্যাল তত্ত্বগুলোর জন্য। আমি বিস্ফোরক তৈরির কাজ এবং বিস্ফোরক জনিত কাজে নিয়োজিত হই, যেটা বৈচিত্র্যময়, দূরপ্রসারিত সুযোগ। পরে আমি কিছু দিনের জন্য আল-কুদস ডিভিসানের দায়িত্ব পালন করি। তারপর, আমি নিজে থেকেই বিস্ফোরক উৎপাদন, ট্রেইনিং প্রদান এবং মিলিটারি সংঘটনের কাজে নিয়োজিত হই। ২০০১ সালে আমি জামা'আহ আস-সালাফিয়াহ লিয়াদ-দাওয়াহ ওয়াল কিতাল (Salafist Organization for Dawah and Combat) এর প্রধান কার্যালয়ে আমন্ত্রিত হই। আমি জোন ২ এর একজন সুপারভাইজার হিসেবে নিযুক্ত হই। ২০০৩ সালে আবু হামযা হাসসান হাত্তাব জামা'আহ থেকে পদত্যাগের পর, শায়েখ আবু ইব্রাহিম মুস্তাফা নাবীল আস-সাহরাওি(রঃ) জামা'আহর আমির হিসেবে নিযুক্ত হন। ২০০৪ সালে শায়েখ আবু ইব্রাহিম মুস্তাফা এক জিহাদী মিশনে উত্তর আলজেরিয়ায় আমাকে একটা প্রতিনিধিদলের প্রধান করে পরিদর্শনে পাঠান। যখন ২০০৪ সালের জুনে আমরা যখন জিহাদী মিশনে ব্যস্ত ছিলাম, আমাদের কাছে খবর আশে শায়েখ আবু ইব্রাহিম মুস্তাফা শহীদ হয়ে যান। আল্লাহ উনার উপর শান্তি বর্ষিত করুন। এই ঘটনা উনি আমির হওয়ার এক বছর পরে হয়। সম্মানিত শায়েখ, শহীদ হওয়ার আগে আমাকে উনার যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলে, এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থী।

২০০৫ সালে আল-কায়েদার সাথে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনার ব্যাপারে জাম'আহ এর মজলিস ই শুরার সাথে কয়েক দফা আলোচনা করি, শুহাদার অনুসন্ধানকারীদের আমির শায়েখ আবু মুস'আব আল যারকাওি (রঃ) এর অফিসে। আল্লাহ এটা আমাদের জন্য সহজকরে দেয় এবং ২০০৬ সালের শেষ নাগাদ যুক্ততা সম্পূর্ণ হয়। আল-কায়েদার সাথে যুক্ত হওয়ার পর আমরা শায়েখ উসামা (রঃ) এর সাথে আলোচনা করি জামা'আহ (Salafist Organization for Dawah and Combat) এর নাম পরিবরতনের জন্য। সম্মানিত শায়েখ

আমাদের পরামর্শ দেন তান্ধীম কা'এদাতুল-জিহাদ বি বিলাদ আল মাগরেব আল ইসলামি' (Al-Qa'eda in the Islamic Maghreb) নামে পরিবর্তন করতে। এটা যথাযথভাবে সংঘটিত হয় বুধবার, ৫ই মুহাররাম, ১৪২৮(২০০৭)। আমারা শায়েখ এর কাছে আরও প্রস্তাব জানাই সংস্থার শাখার একজন নতুন আমির নিয়োগের। আমরা উনাকে অনুরোধ জানাই যাতে কোন দ্বিধা না করে; বাস্তবে আমরা জিদ করি উনি যেন সিদ্ধান্ত নেয় এবং যোগ্য কাউকে পদে নিয়োগ দান করে, এবং যেটা তিনি পাবেন সুগ্রাহি, আনুগত্য, ভালবাসার সাথে। আমরা এই জন্য অপেক্ষা করতেছি – বাস্তবে এটাও প্রত্যাশা করতেছি – সম্মানিত শায়েখ আমাদের আমির হিসাবে নিয়োগ দেন আমাদের জন্য, নেতা, ওস্তাদ শায়েখ আবুল লায়থ আল-লিব্বি(রঃ) কে।

আজ, আপনাদের ভাই এই আকর্ষণহীন পদে অধিষ্ঠিত দায়িত্বের সাথে। আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই আমাদের ভুলত্রুটি গুলোর, সহিহ করে দেন আমাদের ভুলগুলোর, আমাদের কাজ গুলো কবুল করে নেন এবং আশীর্বাদ করুন শুহাদা প্রদানের মাধ্যমে তারই পথে ফিতনার শিকার অথবা পথভ্রষ্ট হওয়া ছাড়াই। আমিন।

▶ আমরা আপনাকে অনুরোধ জানাব ইসলামিক মাগরেবের জিহাদ এবং মুজাহিদিনদের সর্বজনীন পরিস্থিতি আমাদের জানাতে।

ইসলামিক মাগরিবের জিহাদ স্বচ্ছন্দেই চলতেছে, সকল প্রশংসা আল্লাহর প্রতি, তা সত্ত্বেও মুরতাদ সরকার এবং তাদের দোসর কুফুরি রাষ্ট্র গুলোর বিরুদ্ধে মুজাহিদীনগন ভয়াবহ যুদ্ধে রত আছে দুই দশক ধরে আল্লাহর আশীর্বাদে, কোরআনে উপযুক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে, {যার চারা গাছগুলো অঙ্কুরিত হয় পরে সেগুলো শক্ত ও পুষ্ট হয় পরে কাণ্ডের উপর দাড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীকে আনন্দিত করে। এভাবে (আল্লাহ মু'মিনদের সমৃদ্ধির দ্বারা) কাফিরদের অন্তরজ্বালা সৃষ্টি করেন}

হ্যাঁ আমরা এবং আমাদের শত্রুর মাঝে যুদ্ধ একটা চক্রের মধ্যে আছে, প্রতিনিয়ত। কখনও কখনও আমরাই প্রথমে হামলা চালাই, তারা আমাদের চেয়ে বেশী সুসজ্জিত, কিন্তু আমাদের কোন সন্দেহ নাই আমাদের শত্রু কতটুকু ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। আল্লাহ সুবহানা তাআলা তারই কিতাবে বলেছেন, {তাদের পূর্বে

যারা ছিল তারাও চক্রান্ত করেছিল, সমস্ত পরিকল্পনা আল্লাহর ইখতিয়ারে; প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তা তিনি জানেন এবং কাফিররা শিগ্রই জানবে শুভ পরিনাম কাদের}

▶ আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলামিক মাগরেবে মুজাহিদের সংখ্যা তীব্রহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দাওয়াতের কাজ ব্যাপক বিস্তার লাভ করছে। কি কি কারণগুলো অন্তর্ভুক্ত আপনার দৃষ্টিতে।

হ্যাঁ এটা সার্বজনীন ভাবে সত্য, আলজেরিয়ান ফ্রন্ট ব্যতীত, যারা আটকে আছে একটা দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধে। আলজেরিয়ান ফ্রন্ট পর্যাপ্ত অবস্থানের অভাবে পীড়িত, এটা সে সময় অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগতদের সাহায্য এবং সহযোগিতা করার কথা অথচ তাদের পরিপূর্ণ অনুপস্থিতি। এতে এটার যথেষ্ট প্রভাব পড়ে (আলজেরিয়াতে)। অন্যান্য ফ্রন্টস দের ব্যাপারে, বিশেষ করে তিউনেসিয়া, লিবিয়া, সাহেল, সাহারা এই দল গুলোতে দেখা যায় এক অভূতপূর্ব জ্বিহাদী জাগরণ। আমরা বিশ্বাস করি এটা সবার উপর আল্লাহর তরফ থেকে এক বিশেষ রহমত তার পথে এই মঙ্গলময় জিহাদে অংশগ্রহণ কারীদের। হ্যাঁ এটা এমন এক জাগরণ, পশ্চিমাদের শঙ্কিত করে এবং যুদ্ধের গভীরের বিভ্রান্তি যেটায় তাদের জড়াতে বাদ্য করে এবং সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে মুজাহিদদের সঙ্গে। আজ, ফ্রাঞ্চ সরাসরি লড়াই করছে এই যুদ্ধে সাহেল এবং সাহারায়, যখন আমেরিকা জড়িত আছে তাদের দিক থেকে লিবিয়া এবং তিউনেসিয়ায়। এটা একটা বাস্তবতার প্রমান যা পুতুল মক্কেল সরকার গুলো প্রমানিত করেছে যে নিজেদেরকে বিজয় অর্জন নিশ্চিত করতে অক্ষম মনিবদের দেওয়া প্রতিজ্ঞায়, যারা পশ্চিমাদের প্রতিনিধি হয়ে লড়ছে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে।

মুল কথা হচ্ছে, সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের উপর মিলিটারি শ্রেষ্ঠত্বের এই অহেতুক দাবী নিরর্থক দর্প ছাড়া আর কিছু নয়। আলজেরিয়ার বিপ্লবের ইতিহাসই বাস্তব সাক্ষ্য দেয় যে যখন আলজেরিয়া থেকে ফ্রান্স অপসারিত হয়, যারা মিলিটারি শক্তির চুড়ায় থাকা সত্ত্বেও বিপ্লবীদের কাছে ফ্রান্সের অপসারণ, অপদস্থ এবং শোচনীয় পরাজয় হয়। অতএব বস্তুগত শক্তি কখনও নির্ধারণ করেনা জয় পরাজয়ের। এটা বলতেছিলাম , আমাকে স্পষ্ট করতে দিন যে বিজয়ের সবচেয়ে সুস্পষ্ট প্রদর্শণের মধ্যে, আমাদের উদ্দেশ্য গুলোর জন্য দৃঢ়তার উপর নির্ভর করি এবং

নীতিগুলোকে প্রাধান্য দেই। এটার মানে হচ্ছে আপনার উদ্দেশ্যকে বদলান অথবা নিজের সিদ্ধান্তকে নিয়ে দরপত্র না করা। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাই তাহার সাথে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদেরকে তারই মনোনীত দ্বীনের উপর কায়েম রাখে।

▶ ইসলামী শক্তি গুলো ৯০ এর দশকের শুরুর দিকে আলজেরিয়ার অধিষ্ঠিত ক্ষমতার একেবারে শেষপ্রান্তে ছিল। ইসলামী চিন্তাধারাকে ব্যাপকভাবে আঁকড়ে ধরা জনগনের উপর সরকারের এটা কি সুসংবদ্ধভাবে সমন্বিত আঘাত ছিল না। আরব বসন্তের পরে একই দৃশ্য মিশরেও ছিল। তাই এই ব্যাপারে মুসলিম জনসাধারণের প্রতি কোন মেসেজ দিতে চান আপনি?

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর, একটা আন্তর্জাতিক সিস্টেম তৈরি হয় নির্দিষ্ট ভিত্তির উপর যা ব্যক্তি, ধর্ম অথবা জাতি নির্বিশেষে সবার জন্য অলঙ্ঘনীয় বিবেচিত হয়। যে কেউই এই আন্তঃজাতিক সিস্টেম এর এই সাধারণ ভিত্তির কোন অংশকে অনিষ্ট অথবা পরিবর্তন করতে চেয়েছে সেই নির্দয়ভাবে চূর্ণ হয়েছে। কেবল সিস্টেম এর ক্ষমতার লাগাম কন্ট্রোল করা উপদলগুলোর তিক্ততার প্রতিবাদ অথবা অনুরূপভাবে ব্যক্তি, গ্রুপ ও রাজ্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষা না মানিয়া লওয়া অনুমোদনযোগ্য বলে গণ্য হয়না। সাম্প্রতিক ইতিহাসে কিছু উদাহরণ চিত্রায়িত হয় পরিষ্কারভাবে। CIA নিজেই জানিয়েছে যে, তারা এই পর্যন্ত ৩০০ এর ও বেশী সামরিক অপরাধ কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে, এর মূল্য ইঙ্গিত করে যে, এই অভ্যুত্থানের অংশ হিসেবে আফ্রিকা কিছু সিংহ লাভ করে। তাই এটা যদি ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম এর অবস্থান হয় সামনা-সামনি ইসলামের প্রতি আনুগত্যের অস্বীকার প্রকাশ করা, তাহলে আপনি কি প্রত্যাশা করবেন ওই গ্রুপ গুলোর ব্যাপারে যাদের সাধারণ দিক নির্দেশ করে একটা ইসলামিক স্টেট এর সৃষ্টি, যদিও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ?

আর এটাই প্রকাশিত হয় আলজেরিয়াতে, এখন মিসরে। মুসলিমগণ অবশ্যই গভীরভাবে অবলোকন করা উচিত এই দুইটা অভিক্রিয়ার উপর, উভয় অভিজ্ঞতাই শিক্ষামূলক এবং পরিপূর্ণ পাঠ। {তার জন্যে যার আছে অন্তঃকরণ অথবা যে শ্রবণ করে একাগ্র চিত্তে}.। প্রথম অভিজ্ঞতার পরে উম্মাহকে অবশ্যই বাস্তবতা বুঝা উচিত, পাছে প্রচেষ্টা এবং সময় দুইটাই নষ্ট হয়ে যায় আবার বিভ্রান্তির শিকার হয়।

এই দুইটা পরীক্ষা, আরও অনেক আমরা এখানে উল্লেখ করি নাই, অনেক কার্যকরী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। উম্মাহ অবশ্যই উপলব্ধি করা উচিত যে ইসলামিক স্টেট গঠন হবে না কাফের দের উপকরণ দিয়ে তৈরি যেমন ইলেকশান, মিছিল, হরতালের মত। বরং, একটা ইসলামিক স্টেট কেবল গঠন হতে পারে হিজরাহ, জিহাদ কোরবানির দ্বারা। ইমাম মালিক বিন আনাস (রঃ) বর্ণিত, "উম্মাহর শেষ প্রজন্মই কেবল সেই কল্যাণ অর্জন করবে যে কল্যাণ অর্জন করেছিল প্রথম প্রজন্ম"। এমন কি আরব বিপ্লব – বাস্তবে গণতন্ত্র এবং জিহাদের মধ্যে একটা মধ্যস্থ পথ – ইসলামের বিজয় এবং কোরআনের ভাষ্য মতে প্রমান করেছে অপর্যাপ্ত কার্যসম্পাদন।

এইসব তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে, এটা বাধ্যতামূলক উম্মাহর জন্য একই সাথে সম্পন্ন করা 'জিহাদ এবং দাওয়াহ' ছাড়া বিকল্প কিছু। উম্মাহকে অবশ্যই ইন্টারন্যাসানাল সিস্টেমের অত্যাচারী আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য কাজ করা। উম্মাহকে নিশ্চিত করতে হবে যে এই সিস্টেমের সাথে মিলিত হওয়া অথবা শত্রুদের দ্বারা তৈরি কাঠামোর সাথে কাজ করে সিস্টেমের একটা অক্ষের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, উম্মাহ কে অবশ্যই এটা বন্ধ করতে হবে। একইভাবে, তাদের ডেমোক্রেটিক গেইমে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা, আমাদের দ্বীনের জন্য এটা একটা গুরুতর ব্যাপার, এবং এটা কোন ঠাট্টার ব্যাপার নয়। আমাদের রাসুলাল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে সতর্ক করেছেন "একজন মুমিন কখনোই দুইবার একই গর্তে দংশিত হয়না"।

▶ আল-কায়েদাকে ইসলামিক মাগরেবের মুসলিমগন কিভাবে দেখে, বিশেষ করে আলজেরিয়ানরা, যদি তুলনা করা হয় তাদের সাথে ৯০ এর দশকের সেই গ্রুপ গুলোর সাথে যারা মুসলিমদের কাফের সাব্যস্ত করে এবং মুসলিমদের হত্যার অনুমোদন দিয়েছিল। কি ধরনের প্রচেষ্টা গুলোর কারনে আল-কায়েদা কে জনপ্রিয় করে তোলে যা জনগনের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে একটা ব্যবদান দেখা যায় আল-কায়েদা এবং অন্য উগ্রবাদী দলগুলোর মধ্যে।

আলজেরিয়ার মুসলিমগণ জানত যে প্রাথমিকভাবে দুইটা দল জিহাদের নামে নৃশংসতায় জড়িত ছিল: আলজেরিয়ান ইনটিলিজেন্স সার্ভিস এবং GIA (আর্মড ইসলামিক গ্রুপ)। এদের এই অধঃপতনের কারনে, সালাফিস্ট গ্রুপ কিতাল ফি

সাবিলিল্লাহ পরিবর্তিত হয়ে আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরেবে নাম ধারণ করে। এবং নিজেদের ওইসব জঘন্য কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখে। এই জন্য জনগণের এর ভাবমূর্তি অটুট আছে। এর পরেও সরকারী মালিকাদিন মিডিয়া গুলো ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মুজাহিদদের ভাবমূর্তি ছোট করার আর জনগণকে মুজাহিদদের কাছ থেকে দূরে রাখার। অথচ এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিতই হয়েছে সব ধরনের বিচ্যুতি এবং বিকৃতমুতিতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। এবং দ্বীনের সত্যনিস্ট পূর্বসূরিদের আদর্শ অনুযায়ী আল্লাহর পথে জিহাদ করে যাওয়া। (আল্লাহ যেন তাদের উপর খুশি হন)

একটা বিশেষ পর্যায়ের দিকে আপনি আরোপ করতে চাইছিলেন যে ওদের নিজেদেরই জন্য দুঃখ জনক ব্যাপার হচ্ছে, স্বৈরচারী সরকার এবং উগ্রবাদী GIA এর কৃত অপরাধ তাদের উপর জনগণের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সে যাই হোক, এটা একটা অভিজ্ঞতা ছিল যা থেকে মুজাহিদগন লাভবান হয়, যেহেতু এটি তাদের দূরদৃষ্টিসম্পন্নতা দিয়েছিল যেগুলি দ্বারা তারা অত্যন্ত কঠিন এবং জটিল পরিস্থিতি সফলভাবে এবং গুরুতর বিপত্তি ছাড়া মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়নি। এটা গোপন নয় যে জিহাদের মঞ্চে যে ব্যাদিতে সাধারনভাবে আক্রান্ত হয় তা হল নীতিবিগর্হিত চরমপন্থা তাকফির অথবা ইরজা অযৌক্তিক কোমল অবস্থান, এতে দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা পারস্পরিক অনৈক্য তৈরি হয় যা তাদেরকে নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ আমাদের ইসলামিক মাগরেবকে এই সব বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। প্রথমত এটা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এবং মুজাহিদগণ দৃঢ় ছিল এবং অর্জন করেছিল সচেতনতা ও পরিপক্কতা। এইজন্য সকল প্রশংসা জানাই আল্লাহর প্রতি।

▶ ৯০ এর দশকে আলজেরিয়াতে মুসলিমদের কাফের সাব্যস্ত ও তাদেরকে হত্যার অনুমোদনে জিহাদি সংগঠন গুলোর আদর্শগত যে অবনতি হয় এতে করে তাদের গতিপথের উপর একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ঠিক সেরকম এখন সেটা শাম এবং ইরাকে। উভয় ক্ষেত্রে, অনেক বড় ধরনের বিচ্যুতি ঘটেছে মুজাহিদ গ্রুপ গুলোর লিডারগণ এই পদ্ধতি গ্রহন করার ফলে। আল-কায়েদা ইসলামিক মাগরেব কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে তাদের লিডারদের এই ধরনের বিপর্যয় থেকে বাচাতে।

বিচ্যুতি যা দ্বারা জিহাদ এখানে আক্রান্ত, এবং এর ফলে সৃষ্ট বিপজ্জনক পরিণতি, প্রাথমিক কারণ ছিল আলজেরিয়ার সরকারকে পতনের কিনারা থেকে উদ্ধার। GIA এর নেতৃত্ব নেয়ার পর, অপরিণামদর্শী এই উপদল দুর্নীতি বিস্তার ঘটাতে সক্ষম ছিল পুরো দেশে। সাধারণ আলজেরিয়ানদের উপর ভয়ঙ্কর ম্যসাকার ঘটানো হয় এবং ব্যাপকহারে মুজাহিদদেরকেও বহিষ্কার। এইকারনে কিছু সময় ধরে, জিহাদের ভাবমূর্তি খুবই খারাপভাবে খর্ব হয়। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদেরকে এই সময় টা অতিবাহিত করতে হয়। এই জন্য সব জিহাদি গ্রুপের প্রতি আমাদের পরামর্শ আলজেরিয়ার পরিস্থিতি থেকে যেন শিক্ষা নেয়। এবং ইতিপূর্বে এগুলোর উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন অনেকে। আমরা এটা এজন্য বলছি যে আমরা দেখেছি আজ কিছু গ্রুপ ইরাক এবং শামে GIA এর পদাঙ্ক অনুসরন করতেছে, একটু একটু করে। যদি এরা এদের পথকে ঠিক না করে, তাদের পথ থেকে ভুল গুলো সংশোধন না করে, হঠকারী কার্যক্রম উপর আবরণ রাখে এবং উগ্রবাদীরা তাদের নেতৃত্বে থাকে তাহলে ফলাফল হবে সন্দেহাতীত ব্যর্থতা ও অনিবার্য পতন। { পূর্বে যারা অতিবাহিত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। তুমি কখনো আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেনা। }

আপনি হয়ত খেয়াল করেছেন যে জিহাদি মানহাজ গুলোর মধ্যে আলজেরিয়া খুব কমই আক্রান্ত হয়েছে দওলার মত ফিতনা থেকে। কোনমতে নামহীন কোন্দলে কেউ সাড়া দিয়েছে এই ফিতনায় বেশীর ভাগই নতুন সংগৃহীত যারা ছিল কম জ্ঞান সম্পন্ন এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, কিন্তু আবেগ ও আবেগপ্রবনতা অনুপস্থিত ছিল না। বাকি সব সাধারণত মুজাহিদ গন, বিশেষ করে সংগঠনের সদস্যগণ তাদের অবস্থানের উপর অটল ছিল। কারণ এই ফিতনার পরিণতি তাদের ভাল করে জানা ছিল। আর তারা কেন জানবেনা তাদের তো এই কুফলের অভিজ্ঞতা আগে থেকেই ছিল।

▶ আমেরিকাতে ওবামা ডেমক্রেট এর ৮ বসর প্রেসিডেন্ট থাকার পর রিপাবলিক এর ট্রাম্প তাহার স্থলাসক্ত হয়। এটা আসলে মুসলিম বিশ্ব এবং মুসলিমদের উপর কোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলবে।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমেরিকাতে ডেমক্রেট এবং রিপাবলিক টানা ১৫০ বসর ধরে পর্যায়ক্রমে ক্ষমতায় আসতেছে। তা স্বত্ত্বেও এই আমেরিকার

বিদেশি পলিসির কোন ভিত্তিগত পরিবর্তন দেখা যায়নি। এই দুই পার্টির মধ্যে ভিন্নতা কেবল সুপরিচিত ডোমেস্টিক ইস্যু গুলোয় সীমিত। (করারোপণ, সোসিয়াল ইস্যু, অর্থনৈতিক পলিসি ইত্যাদি)।

যখনি ইসলাম ও মুসলিমদের ব্যাপার আসে তখনি শক্তিশালী সামরিক ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে আক্রমনাত্মক বিদেশী নীতি সমর্থন করে এবং হুমকি ছাড়া আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব সমাধান করার নীতি থাকে না আমেরিকান রাজনীতিবিদের। ইসলামের শত্রুতার বেলায় এরা সবাই একই। ভিন্নতা হচ্ছে কেউ সরাসরি শত্রুতা করে কেউ পেছনে থেকে প্রতারণা করে। অতএব ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিক দুইই সাপের বিষাক্ত বিষ বহন করে, তবে প্রথমে সৌন্দর্যতা প্রদর্শন করে, পরবর্তীতে এদের আসল রুপ প্রকাশ পায়।

অনেক মুসলিম ছেয়েছিল ট্রাম্প নির্বাচনে পরাজিত হোক, আশা করেছিল যে হিলারি ক্লিনটন অপেক্ষাকৃত সদয় ও কম শত্রুভাবাপন্ন তাদের কাছে। এটা কেবলই একটা মিথ্যা আশা ছিল। তারা কি ভুলে গিয়েছিল ডেমোক্রেটের বিল ক্লিনটন কি করেছিল মুসলমানদের সাথে? তারা কি ভুলে গিয়েছিল এক মিলিয়নের বেশী ইরাকি শিশু নিহত হয়েছিল ডেমোক্রেটের আরোপিত নিষেধাজ্ঞায়? তারা কি ভুলে গিয়েছিল হাজারো ইরাকী শিকার হয়েছিল আমেরিকার 'smart' বোম্ব এবং ড্রোন হামলায় ওবামার দখলের সময়? কুফর একটা একক জাতি, ট্রাম্পের এই ভোঁতা বিবৃতি এবং তার শত্রুতাপূর্ণ পদক্ষেপ ইসলাম এবং মুসলমানদের দিকে হয়ত ইসলাম এবং মুসলিমদের কল্যাণই বয়ে নিয়ে আসবে, আল্লাহ ভাল জানেন। তার হঠকারী পক্ষপাতশূন্যতা কাফেরদের প্রকৃত রুপ ইসলামিক উম্মাহ কে তাদের ঐতিহ্যবহ শক্তির ইতিহাস মনে করিয়ে দিতে পারে। এদের ব্যাপারে আমাদের রব আমাদের অবগত করেছেন কোরআন মজিদে এই শব্দ গুলো দ্বারা {তারা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরে না যাও,} এতে বিশ্বাসঘাতক পুতুল সরকারগুলোর মুখোশও উম্মচিত হয়েছে উম্মাহর সামনে। অধিকন্তু, এটা একটা ওয়েক আপ কল লক্ষ লক্ষ মুসলিম এবং আরবদের জন্য যারা বসবাস করতেছে আমেরিকা এবং ইউরোপে। এটা তাদের মনে করিয়ে দিছে তাদের ধর্ম এবং তাদের পরিচিতি, যারা 'সম্পৃক্ত' হয়ে গিয়েছিল ওদেরই সাথে এবং ভুলে গিয়েছে নিজেদের শিকড়। এটা একটা

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের বক্তাদের এবং সিভিলাইজেসানের মধ্যে সেতুবন্ধন কারীদের মুখে একটা বেদনাদায়ক থাপ্পড়।

▶ অভিমত নির্বাচনে এবং সাধারণ জনসাধারণের পক্ষ থেকে একটি বিজয়ের পূর্বাভাস হিলারি ক্লিনটনের জন্য। এই প্রত্যাশা বিভিন্ন কারণের উপর ভিত্তি করে ছিল, এর মধ্যে একটা হচ্ছে ট্রাম্পের বিবৃতিতে বর্ণবাদের উচ্চারণ ইসলামের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে নির্বাচন প্রচারণার সময়। এবং এটা, তারা মনেকরেছিল, বাহ্যিকভাবে সমর্থন আমেরিকার উপকারিতার সঙ্গে দন্ধ ছিল। অতএব আমরা কি বুঝতে পারি আমেরিকার নির্বাচনের ফলাফল থেকে?

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের বিজয়কে ব্যাপকভাবে নিরীক্ষণ করা দরকার। সাধারণ রাজনৈতিক দৃশ্য পশ্চিমা দেশ গুলোতে (বিশেষ করে আমেরিকা এবং ইউরোপ) দেখা গিয়েছিল যে জনসাধারণের মাঝে জাতীয়বাদের পুনউদ্ধারেরে ব্যাপক প্রবণতা চরমভাবে প্রকাশ পায়। এই চরমপন্থীতার বর্তমান অবশেষে অরাজকতা বাড়ে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প, দেখিয়েছে প্রতিকূল বর্ণবাদী প্রকৃতি, সঠিকভাবে জনপ্রিয় দৃশ্য পড়ুন। তার নির্বাচন প্রচারণা ছিল আমেরিকান(লাল চামড়া) ভোঁটারদের প্রাকৃতিক বর্ণবাদী প্রবণতাগুলির উপর ভিত্তি করে। তাই করছেন, ট্রাম্প প্রচারণায় আমারিকার জনগণের পরম রাজনৈতিক অজ্ঞতাকে কাজে লাগান, যেখানে কখনো কখনো একটি মাত্র আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় অনেকের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে যথেষ্ট। এই জন্য আমরা দেখেছি যে তার দেওয়া ভিবিন্ন বিবৃতিতে তার অকপটতা প্রায়ই ধৃষ্টতার সীমা অতিক্রম করেছে। সে বুঝতে পেরেছিল ডেমোক্রেট এর অস্পষ্ট পলিসির কারনে সাধারণ আমেরিকান ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই সে জানত কিভাবে তাদের অনুভূতি নিয়ে খেলা যায় এবং তাদের আবেগ পুনর্লাভ করা যায়। সে সফল তাদের বৃদ্ধমান সমস্যা গুলোর কারনে, প্রধানতম আমেরিকান জনগণের নিরাপত্তা হ্রাস আমেরিকায় এবং আমেরিকার বাহিরে। সে দুইভাবে সফল হয়েছে : প্রথম জনগণের মধ্যে ইসলামের ভয় সঞ্চার করানো, দ্বিতীয় সে তাদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছে যে, সেই একমাত্র আশা এই বিপদের বিরুদ্ধে। যদি আমরা আরও ভালভাবে অবলোকন করি, বেশির ভাগ পশ্চিমা জনগণের মধ্যে বর্ণবাদ এবং জাতিয়বাদের একটি বড়সড় ধরনের পরিবর্তন বেশ কয়েক বসর ধরে স্পষ্টভাবে

প্রতীয়মান হয়। এই দলগুলোর দ্রুত বৃদ্ধি দৃশ্যমান হয় যারা নিজেদের 'ডানপন্থী' হিসেবে দাবী করে। আমরা দেখতে পাই পশ্চিমা বিভিন্ন সরকারের সিদ্ধান্ত এবং কর্মের মধ্যে প্রতীয়মান হয় এই বর্ণবাদ চিন্তাধারার একটি মূর্ত বাস্তবিকতা। প্রকৃত পক্ষে, তথাকথিত বাম্পন্থি দলের সরকার গুলোও জারি করেছে এই ধরনের পক্ষপাতমূলক নীতি।

আমেরিকার এমন এক দেশ, এটা মান থেকে অনেক দূরে, যে কেউই তার পাবলিক বক্তৃতায় এর মান ফিরিয়ে আনতে চায়। এটা এ কারনে যে আমেরিকা ঐতিহাসিক ভাবেই লুঠতরাজ এবং হত্যাকাণ্ড দিয়ে সম্মৃদ্ধ, এর ইতিহাস অপরাধের দাগে ভরপুর, যাদের দ্বারা মুসলিম এবং অমুসলিম সবাই আক্রান্ত। এবং এই ধরনের বৈশিষ্ট্য আমেরিকাতেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রত্যেকটা আমেরিকানদের মাঝেও দেখা যায়। এই জন্য, দেখতে পাই অপরাধের মাত্রা অন্যান্য দেশের তুলনায় আমেরিকাতে সবচেয়ে বেশী দেখা যায়, আর এটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে বেশীর ভাগ অপরাধের কারণ হচ্ছে এই বর্ণবাদ। আর এমন কিছুই ওবামা অকপটে জানান দিয়েছে হোয়াইট হাউস থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে। ট্রাম্পের জয় এবং অবশ্যম্ভাবী ফলাফলের কারণে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে তাঁর পছন্দসই ক্ষমতায় আসার অর্থ হলো পশ্চিমের সহ-অস্তিত্বের জায়গাটি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এবং এতে করে শুদু মুসলিম নয়, 'white race' (নিজেদের এই নামে মনে করতে ভালবাসে) 'সাদা জাতি' ছাড়া সবাই ফললাভ হবে। ইনশাল্লাহ এই প্রবণতা প্রমানিত হবে কেবল মুসলিমদের স্বার্থ, এর থেকে উম্মাহর বিবেক উম্মোচিত হবে এবং জ্ঞাত করবে বর্বর পশ্চিমা ক্রুসেডারদের বাস্তবতা। এক কথায়, উম্মাহ আবার জেগে উঠবে এবং দুশমনের মুখোমুখি হবে, এবং বীরত্বের উপমাগুলো এবং নিঃস্বার্থ কোরবানি উম্মাহর মাঝে পুনর্জাগরিত হবে। এতে করে আল্লাহর ইচ্ছায় উম্মাহকে আবার কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্বের জায়গায় নিয়ে আসবে। আগত এই মোকাবিলা থেকে পালানোর কোন রাস্তা নাই, হয় উম্মাহ নিজেই এই যুদ্ধের দিকে ধাবিত হবে আর না হয় বাদ্য হবে এই যুদ্ধের মুখোমুখি হতে, এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই আল্লাহর হাতে। এখানে, এটা জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত হবে যা ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত করে - তার দ্বারা প্রদর্শিত সমস্ত ঘৃণা এবং পক্ষপাত সত্ত্বেও, এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হুমকি – শায়েখ আইমান আল জাওয়াহিরি (হাফিজুল্লাহ) কি

বললেন, উনার বার্তায় আমেরিকাকে: "ক্রুসেডের জোট জাতিরা তোমাদেরকে সতর্ক ও সাবধান করেছি বারবার, কিন্তু এটা মনে হচ্ছে যে তোমরা চাইতেছ আমরা তোমাদের কঠিন মৃত্যুর স্বাদ আসাধন করাই যা তোমরা আমাদের উপর করেছ এবং এই আগ্রাসনের মূল্য তোমাদের অবশ্যই দিতে হবে। ধৈর্য্য ধরুন এবং দৃঢ় থাকুন, এটা তো কেবল যুদ্ধের প্রথম ধাক্কা।"

▶ ট্রাম্পের উপদেষ্টাদের একজন ইন্টারভিউতে বলেছিল, "আমাদের একটা বড় ধরনের সমস্যা রয়েছে যা কেউ স্বীকার করতে চায় না, কারণ রাজনৈতিকভাবে অসঙ্গত। সমস্যাটা হচ্ছে ইসলাম। আমি মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে বলছিনা, এটা হচ্ছে স্বয়ং ইসলাম।" ট্রাম্প প্রশাসনের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে এই ধরনের অন্য আরও বিবৃতি ছিল। এই ধরনের বিবৃতিগুলো থেকে আমরা কি মনে করব যে আমেরিকা তাদের পলিসিতে এক নতুন ধরনের ধারা চালু করেছে, অর্থাৎ সরাসরি ইসলামের উপর আগাত। এই ধরনের বিবৃতগুলোর প্রভাব কি?

পশ্চিমা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বেশির ভাগই এই ধরনের বিবৃতি কারকদের মতো মত পোষণ করে, কিন্তু তারা এটাকে কূটনৈতিক অন্তরালে লুকিয়ে রাখে। যখন তাদের এই কূটনীতি উন্মোচিত হয়ে যায়, আমরা দেখতে পাই পশ্চিমা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের এই সম্মুখস্থ মৌখিক আক্রমণ। আমরা সবাই শুনেছি, ক্রিমিনাল জুনিয়র বুশ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে, "এটা হচ্ছে ক্রুসেড"। রোমানো ব্রাউডি ও রাস্মুসেন এর মত অনেক পশ্চিমা লিডার এবং পোপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাংবাদিক যারা একই ধমনীর, ইসলামের উপর মৌখিক আক্রমণ করেছে। তাদের শত্রুতা বিবৃতি এবং ঘোষণায় যতটুকু প্রকাশ পায়, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি তাদের অন্তরে তার চেয়েও বেশী।

যতদূর তাদের কার্যকলাপের সংশ্লিষ্টতা আছে, সমস্যাটা একেবারে স্পষ্ট। তাদের ইচ্ছাকৃত পদ্ধতিগত প্রচারণা আমাদের রাসুলাল্লাহ (সঃ) এর ব্যক্তিত্ব এবং আমাদের বিশ্বাসের উপর আঘাতের অনুপ্রেরণাই এর প্রমাণ করে। এই সত্ত্বেও, তাদের এই লুকায়িত ঘৃণা, এটা আমেরিকান পলিটিসিয়ানদের যথাযথ কিছু ঘটনা মনে করিয়ে দেবে তাদের পূর্বের ইতিহাস থেকে, যদি তাদের স্মৃতি তাদের ধোঁকা না দেয়। কোনো ব্যাপার না ট্রাম্প কতটুকু শত্রুতা করতে পারে ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে এবং কোনো ব্যাপার না কতটুকু বর্ণবাদ তারা

হতে পারে, তারা পূর্বে (এক দশক আগে) এর ছেয়েও বেশী শক্তিশালী শত্রুতার অবস্থান এবং বর্ণবাদ ছিল জুনিয়র বুশ দ্বারা। কিন্তু কি হয়েছিল পরিণতি? শেষ পর্যন্ত তার নিজেরই জনগণ এবং বিশ্বের বেশিরভাগ পলিটিসিয়ান গণ্য করেছেন এটা ছিল আমেরিকা এবং আমেরিকানদের জন্য অভিশাপ স্বরূপ, কারো কারো যথাযথ অভিমত ছিল সে আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ প্রেসিডেন্ট ছিল। অতএব যদি ট্রাম্প তার শত্রুভাবাপন্ন পলিসি ইসলামের বিরুদ্ধে এবং মুসলিমদের উপর হামলার মাত্রা অতিক্রম করে তাহলে ট্রাম্পের ভাগ্য এর থেকে ভাল কিছু হবে না, যদি খারাপ না হয়। {অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায় !}

▶ আমেরিকা দীর্ঘ এক বৈশ্বিক যুদ্ধে ফেঁসে গেছে সব সময়ের জন্য, কয়েকশ জওয়ান মুজাহিদদের কাছে। তাদের দেয়া বিবৃতির লক্ষ্যবস্তুতে পৌছা অক্ষম, বিশেষ করে জিহাদ এবং মুজাহিদদের পরাজিত করা, তা সত্ত্বেও তাদের সমর্থন এসেছে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে। আপনার দৃষ্টিতে এই পরাজয়ের কারণ কি? এবং যদি এই যুদ্ধ আরও আগে বাড়ে তাহলে কি পরিণতি হবে?

এটা আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ মুসলিমদের উপর যে আল্লাহ তাদেরকে সহজভাবে আল্লাহর দ্বীনের ক্ষমতা প্রদান করবেন। বিশেষ করে দাওয়াহ ও জিহাদের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তাদের (আমেরিকা) পছন্দকে এতটুকু নিখুঁত করেছেন যে তারা বিপদ সীমার বাহিরে যেতে বাদ্য হয় এবং তাদের প্রচেষ্টার উপর মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। আমেরিকা যুদ্ধের জন্য যে ঘোষণা দিচ্ছে তাদের এজেন্টস এবং প্রতিনিধির শয়তানি অ্যালায়েন্স এর সাথে, এই ভাগ্য নির্ধারিত, এবং মুজাহিদগন নিশ্চিত করেছেন তাদের পলিসি বিভিন্ন ভাবে।

এই পলিসি আরো পরিষ্কার ভাবে উচ্চারিত হয়েছে শায়েখ আয়মান (হাঃ) এর বিবৃতিতে, "শান্তি একটা কমন লভ্যাংশ। যদি আমরা নিরাপধে থাকি তোমরাও নিরাপধে থাকবে। যদি আমরা শান্তি দেখি তোমরাও শান্তি দেখবে। যদি আমরা আঘাত প্রাপ্ত হই ও মৃত্যু বরন করি নিশ্চিত তোমরাও আঘাত প্রাপ্ত হবে এবং মৃত্যুবরণ করবে। এটাই হচ্ছে সঠিক সমীকরণ। অতএব বুঝতে চেষ্টা কর, যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান হয়ে থাক।" মুজাহিদগন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শায়েখ উসামা বিন লাদেন (রঃ) এর অঙ্গীকার পুরা করতে "আমেরিকা ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তিতে

ঘুমাতে পারবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের মুসলিমগণ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে, এবং যতক্ষণ না কাফের সৈন্যরা রাসুলাল্লাহ (সাঃ) এর ভুমি ত্যাগ না করে।" এই ধরনের প্রতিজ্ঞা ওয়ালাকে না কেউ হারাতে পারবে না দমন করতে পারবে। উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই যে ইসলামিক উম্মাহ একটি উর্বর এবং উদার উম্মাহ। উম্মাহর কোন প্রজন্মই আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত নয়, যেহেতু এটা অঙ্কিত অনুপ্রেরণাময় একটা অনুকরণ যোগ্য প্রসিদ্ধ অতীত এবং নি:স্বার্থ আত্মত্যাগের উদাহরণে ভরপুর, {আল্লাহই হচ্ছেন মু'মিনদের অভিভাবক।} এটা কেবল আমেরিকার বিরুদ্ধে, যে জাতির না আছে কোন ঐতিহ্য মণ্ডিত ইতিহাস। যাদের আছে স্বল্প অভিজ্ঞতা ইসলাম সম্পর্কে, ইসলামের সাথে সংঘর্ষটা তাদের বেশী দিনের না, যেখানে ইউরোপের ব্রিটিশ এবং ফ্রান্সদের এই অবিজ্ঞতা প্রাচীন কাল থেকেই।

অতএব আমরা যদি ইসলাম এবং মুসলিমদের মহান ঐতিহ্যের ব্যাপারে আমেরিকার মূর্খতা যোগ করি – এদের সামরিক এবং অর্থনৈতিক প্রতাপ একই রুপ পরিগণিত হয় যে ফেরাউন বলেছিল, {আমাদের চেয়ে কে বেশী শক্তিশালী}। এবং এটা এখন আমরা বুঝতে শিখেছি আমেরিকা কিভাবে একই ধরনের যুদ্ধে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে জড়িয়ে গেছে। যাইহোক, এটা প্রতীয়মান হয়েছে আমেরিকা মুজাহিদদের যুদ্ধ দক্ষতা সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করেছে, প্রমাণিত হয়েছে মুজাহিদদের শক্তি, ধৈর্য এবং সহনশীলতা। ফলস্বরূপ, তাদের আগের চেয়ে অহংকার ম্লান হয়ে এসেছে, এরপর বাস্তবতার একটা মাত্রা প্রতিস্থাপন হবে। আমেরিকা মুজাহিদদের হাতে দেখেছে অন্ধকার এবং বেদনাদায়ক দিন গুলো আফগানিস্তানে আর ইরাকে, যা ছিল তাদের মূর্খতার ফল। আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের প্রার্থনা আমেরিকার প্রতি {ফলে আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করালেন এবং আখেরাতের শাস্তিতো কঠিনতর, যদি তারা জানত।} অতএব এই প্রেসিডেন্ট তার কাণ্ডজ্ঞানের সঠিক পরিচালনা করবে, এবং মুসলিমদের স্বাধীনভাবে ও সম্মানের সাথে বাঁচতে দেবে তাদের ভুমিতে, আর না হয় সে পতিত হবে সেই ফাঁদে যেই পরিণতি ঘটেছিল সিনিয়র বুশ এবং পরবর্তীতে তার পুত্রের।

▶ আল-কায়েদা কেন পশ্চিমা শত্রুদের টার্গেট করে তাদের বার্তায় এবং অপারেশনে। কেউ কেউ বলে আপনাদের এখানে সেখানে বিচ্ছিন্ন অপারেশনগুলো

আদৌ কোন প্রতিক্রিয়া ফেলবে না, এবং এটা শুরু করা ভাল হয় জালিম সরকার গুলোকে উৎখাত করা নিজেদের এলাকাগুলো থেকে। এটা, তাদের দৃষ্টিতে, জনপ্রিয় বিপ্লবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া হবে (আরব বিশ্বে), এবং এর ফলে আমরা ইসলামিক আকৃতির একটা সরকার গঠন করতে সক্ষম হব। তাদের এই চিন্তাধারার উপর আপনার অভিমত কি?

জিহাদি নেতৃত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে, উনাদের অভিমত হচ্ছে ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে, যেটা তারা অর্জন করেছে একটা গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ জিহাদি আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে পার করার পর। তাদের চিন্তা ধারা হচ্ছে উম্মাহকে একীভূত করনের উপর ভিত্তি করে একটি প্রকল্প তৈরি করা যাতে করে উম্মাহ তার হারানো সম্মান ফিরে পায় রবের দেয়া শরয়িহ পদ্ধতির ছায়াতলে, আর বহিরা শক্তির কর্তৃত্ব এবং হস্তক্ষেপ থেকে দূরে রাখা, এবং এটা অবশ্যই একই সাথে উম্মাহর ভুমি গুলোকে সব ধরনের দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করা ও সব ধরনের বহিরাগত লুঠতরাজের হাত থেকে উম্মাহর সম্পদকে বাচান। জিহাদের নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছে যে উম্মাহকে এই মতে ঐক্যবদ্ধ করানো যে তাদের বিরুদ্ধে বহিরা শক্তির শত্রুতা ও আক্রমণ স্পষ্ট। এটা জিহাদি নেতৃত্বের সবার দৃষ্টিকোণ থেকে। বাস্তব এবং কৌশলগত যুক্তি হিসাবে, যারা পশ্চিমা শত্রুদের টার্গেট করতেছে, বিশেষ করে আমেরিকা, বিশ্বাস করুন তারা এক বিষাক্ত সাপের সাথে যুদ্ধ করতেছে, যার মাথা হচ্ছে আমেরিকা আর লেজ হচ্ছে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী মুরতাদ পুতুল সরকারগুলো। সুতারাং যে কেহই একটা সাপকে মেরে ফেলতে চায় তাহলে অবশ্যই সাপের মাথায় আঘাত করতে হবে লেজে নয়। অতএব উনাদের দৃষ্টিতে আমেরিকার পতনের সাথে সাথে একটা পরিমণ্ডলে সরকার গুলোরও পতন ঘটবে। এবং এর সাথে উম্মাহ কম ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও প্রচেষ্টা এবং সময় ব্যয়সংক্ষেপ হবে।

আমেরিকার সাথে মুখোমুখি আমাদের বর্তমান এই অবস্থা হচ্ছে মুসলিমগণ যখন কোরাইশদের মুখোমুখি ছিল তা একই। কোরাইশ ছিল প্রাক ইসলামী যুগে আরব গোত্র গুলোর মধ্যে অগ্রবাহিনী। যখন কোরাইশদের পতন ঘটে তখন এমনিতেই বাকি গোত্র গুলো নিঃশেষ হয়ে যায় এবং ইসলাম খুব দ্রুত আরব উপদ্বীপে স্বল্প সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে পরে।

অন্য দিকে,, যারা তাদের প্রচেষ্টা গুলো মুরতাদ সরকারদের উপর বেশী জোর দেয়, বলে থাকেন সরকার গুলো বিদেশী শত্রুদের চেয়েও আরও বেশী তীব্র হয়ে উঠে তাদের অবিশ্বাস এবং ভণ্ডামির উপর, এবং তারা আমাদের খুব কাছের ও আরও বেশী ক্ষতিকর আমাদের জন্য। আল্লাহ সুবহানা তাআলা বলেন, {হে ঈমানদারগণ, লড়াই কর ঐ কাফেরদের সাথে যারা তোমার নিকটের, তোমার মধ্যে তাদেরকে কঠোরতা খুঁজে পেতে দাও, এবং জেনে রাখ আল্লাহ ইমানদারদের সাথে।}

তাই তাদের মতে এই স্বৈরসরকারদের নির্গমন ফলে আমেরিকাকে দুর্বল করে দিবে এবং তার মিত্রদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিবে। এই গ্রুপ বিবেচনা করে এতে করে বহিরা শক্তির হাত কেটে যাবে এই দিক থেকে, স্থানীয়দের সাহায্য ছাড়া তারা তাদের অপশক্তির হাত বাড়াতে পারবেনা। তাই অপরিহার্য স্থানীয় অপশক্তির হাত কেটে দেওয়া।

সত্যের উপলব্ধিটা আমরা জিহাদের ময়দানের ইজতিহাদকারি গনের হাতে ছেড়ে দেই, এবং তাদের জন্য অপশনগুলো সংকুচিত করি না। প্রত্যেক গ্রুপের সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পদ এবং সুযোগ থাকে না আমেরিকার স্বার্থে আঘাত হানার। তাই কেউ যদি ইচ্ছা করে প্রথমে স্থানীয় শত্রুকে নিষ্ক্রিয় করার সুতারাং তারা পরে বাহিরের শত্রুর সাথে করবে। তাদেরকে তাদের উপায় গ্রহন করতে দিন।

এটা বলতেছিলাম যে, আমাদের মনে রাখতে দিন যে বহিরাগত শত্রু এবং স্থানীয় শত্রুর মাঝে এখন পৃথকীকরণ পদ্ধতি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিছু আরব এবং ইসলামিক রাষ্ট্রে কাছের শত্রু হচ্ছে আমেরিকা কারণ এদের ভূ-অভ্যন্তরে ভারী ও স্থায়ী অবস্থান এবং আকাশ সীমায় উপস্থিতি, এবং বিদেশী শত্রুদের সাথে একটা সরাসরি ও বারংবার সংঘর্ষ স্থানীয়দের মতই তুলনা হয়। আর শায়েখ আবু হুরাইরাহ আল সান'আই (হাঃ) ও এই ইস্যুটাই আল-মালাহেম(আল্লাহ আল মালাহেমের এই তত্ত্বাবধানের উত্তম জাযা দান করুন) এর একটা সংখ্যায় তুলে ধরেছেন।

আমাদের শায়েখ আমির ডঃ আইমান আল জাওয়াহিরি (হাঃ), পূর্বেই স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছেন, "যুদ্ধ এবং এর সমস্যাগুলো যদি আমরা বুঝতে পারি, এটা আমাদের সহজেই উপলব্ধি হয়েছে মিথ্যার অবস্থান হচ্ছে যে স্থানীয় শত্রুদের বাদ

দিয়ে বিদেশী শত্রুদের সাথে আমাদের মুখোমুখি হওয়া। এই ভ্রান্ত দাবী দুই ভাবে উপেক্ষা করে, প্রথমত, যখন এর উপর পর্যবেক্ষণ করা হয় বাস্তবতা হচ্ছে যে বিদেশী শত্রু স্থানীয় শত্রুদের সমন্বয় ছাড়া কাজ করেনা, এর জন্য প্রত্যেক রাজধানিতে একজন কারজাই আছে এবং প্রত্যেক গভর্নমেন্টে একজন মালিকি আছে। এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে যদি এই বাস্তবতার দিকে অন্ধভাবে না দেখে, যারা বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদেরকে দেশি শত্রুদের উপর দিয়েই লড়াই করতে হচ্ছে। তাহলে কারা ক্রুসেডের বিরুদ্ধে লড়াই করছে ইরাক, আফগানিস্তান, চেচনিয়া, আলজেরিয়া, ও সোমালিয়ায় .....।"

▶ আমরা দেখতেছি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বোম্বিং এর মাধ্যমে আমেরিকা একটি চলমান সামরিক অভিযান চালাচ্ছে, আফগানিস্থান থেকে ইসলামিক মাগরেব, ইরাক, সিরিয়া, আরাবিয়ান পেনিনসুলা এবং সোমালিয়া। একেবারে সুস্পষ্ট হচ্ছে আফগানিস্থান এর উপর যে মেসাকার তাদের বাচবিচারহীন এরিয়েল বোম্বিং এর ফলে হাজার হাজার নারি, শিশু এবং বৃদ্ধের মৃত্যু। আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন এই বর্বরতার ও পশুত্ব যেটা আমেরিকার লক্ষ্য হচ্ছে এই বোম্বিং করার মাধ্যমে অর্জন করা?

এটাই হচ্ছে কাফেরদের সত্যতা {তারা কোন মু'মিনের ব্যাপারে আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করেনা এবং অঙ্গীকারেরও না; আর তারাই হল সীমালংগনকারী।} এবং তাদের পূর্বসূরিরা (ইয়াহুদি) যা বলে, { কিতাবীদের মধ্যে এরূপ আছে যে, যদি তুমি তার নিকট পুঞ্জীভূত ধনরাশিও গচ্ছিত রেখে দাও, তবুও সে তা তোমার নিকট ফেরত দেবে এবং তাদের মধ্যে এরূপও আছে যে, যদি তুমি তার নিকট একটি দিনারও গচ্ছিত রাখ, তবে সে তাও তোমাকে ফেরত দেবে না; যে পর্যন্ত তুমি তার শিরোপরি দণ্ডায়মান থাক, কারণ তারা বলে যেঃ আমাদের উপর ঐ অশিক্ষিতদের কোন দায়-দায়িত্ব নেই এবং তারা আল্লাহ প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, অথচ তারাও জানে।} কেউ যদি এই আয়াত গুলো অনুধাবন করে তাহলে বুঝতে পারবে যাতে উম্মাহর শত্রুদের অন্তর সম্পর্কেই বর্ণিত হয়, তাদের হীন চিন্তাভাবনা কিভাবে আমাদের উপর পোষণ করে। সে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারবে তাদের লিডাররা বিবৃতির মাধ্যমে যখন আমাদের আক্রান্তদেরকে নিয়ে উপহাস করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন Madeleine Albright কে জিজ্ঞাশ করা হয়েছিল তাদের আগ্রাসনের অনুমোদনের ফলে ইরাকে ভয়াবহ ভাবে হাজার হাজার নারি ও শিশুর

মৃত্যুবরণ হয়েছে, সে বলল "এটাই তাদের জন্য উচিত মূল্য পরিশোধ ছিল"। এটা ছিল নিরপরাধ জীবন গুলোর প্রতি সরাসরি উপহাস, এই ভয়ঙ্কর আচরন চালিয়েছিল সেই নিরপরাধ শিশু গুলোর জীবনের উপর যারা কোন অপরাধেরই জন্য প্রস্তুত না।

সুতরাং আমেরিকার বিভিন্ন মুসলিম দেশের নিরপরাধ লোকদের উপর নজিরবিহিন অনবরত ড্রোন হামলা পশুচারিত আচরন বহন করে। আমেরিকার এই রূপকেই প্রতীয়মান করে মুসলিমদের উপর তাদের উপহাস। কোন ব্যাপার না আমেরিকা যতই দাবী করে বোঝানোর চেষ্টা করুক এই টার্গেট সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, আমরা দেখতে পাই এই আগ্রাসনের ফলে কারো চিন্তারও অধিক নিরপরাধরাই মৃত্যুবরণ করছে। এই ব্যাখ্যা আমেরিকার শত্রুতা মুসলিম এবং ইসলামের বিরুদ্ধে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এই ব্যাপারে আমরা আগের প্রশ্নটাতে আলোচনা করেছি। অত্যন্ত আপত্তিজনক যে, কখনও ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না কিছু সংখ্যক "টেররিস্ট" হত্যার অজুহাতে খুব বড় সংখ্যক নিরপরাধ বেশীর ভাগই নারী ও শিশুদের হত্যা করা। এটা আমেরিকাকে কলঙ্কিত করবে, অনুগামিত হবে পতনের এবং প্রদর্শিত হবে মিথ্যা 'civilization' এর। আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা আমেরিকা যে ড্রোন প্রোগ্রামের অবলম্বন করেছে এতে করে কোন আমেরিকানের জীবনাবসান গঠবেনা। ক্রমানুযায়ী আমেরিকান এডমিনিস্ট্রেসান ঠিকই বুঝতে পেরেছে তাদের ভিরু সৈনিকেরা যুদ্ধে সাহসিকতা প্রমাণ করতে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের সৈন্যদের এই অবস্থা কোরআনে বর্ণিত ইহুদিদের সাথে মিলে যায়, {তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেনা, সুরক্ষিত দুর্গ অথবা প্রাচীরবেষ্টিত জায়গা ছাড়া}। আমেরিকা মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে গভীর সমুদ্রের রণতরী থেকে পাইলট বিহীন ড্রোন ছাড়া যুদ্ধ করতে পারেনা।

এছাড়াও, এভাবে, তারা চায় মুসলিমদের ভয় দেখাইয়া বাধ্য করা এবং তাদের জ্ঞাপন করা একটা সহজ বার্তা: নিজের ভাগ্যকে শৃঙ্খল থেকে অবিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা অথবা ওয়াশিংটনের নির্দেশ অনুযায়ী কথা বলা, এবং কেউ যদি নিজেকে নির্দোষ মনে করে তাহলে অবশ্যই নিজেকে 'terrorists' সম্পর্ক থেকে দূরে রাখা।

▶ আমেরিকা এবং ফ্রান্সের ব্যাপারে আসছি, আমেরিকা ফ্রাঞ্চের ব্যাপারে কি গুরুত্ব রাখে, এবং তাদের বিপরীতমুখী কি অবস্থান রাখে। বিশেষ করে ইসলামিক মাগরেবের ব্যাপারে এদের দুইয়ের মধ্যে সহযোগিতার রুপ কেমন?

প্রথমত, আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় জার্মান নাযির দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে ফ্রান্স আমেরিকার কাছে ঋণী। এবং এই দিনে, ফ্রাঞ্চের আমেরিকার প্রোটেকশান দরকার; যদিও এখন জার্মান নাযির ভয়ে নয়, ভূমধ্যসাগরের বিপরীতের ক্রমবর্ধমান জিহাদি জোয়ারের ভয়ে, এবং অনুরূপভাবে "সন্ত্রাসবাদ" যেটা এর স্বার্থের হুমকির সম্মুখীন এর পেছনের দিক থেকে(আফ্রিকা)। কিন্তু এটার মানে নয় যে আমেরিকা ফ্রাঞ্চকে ছাড়া কিছু করতে পারবে, বরং আমেরিকার মিত্রদের মধ্যে ফ্রান্স একটি অপরিহার্য মিত্র তথাকথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, কারণ তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে মুসলিম, ইসলাম এবং বিগত উপনিবেশের, এবং এটা গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান যেটা আমেরিকা ভোগ করে নাই। ইসলামিক মাগরেবের অবস্থানের পৃথকীকরণ এর জন্য, এটা সুস্পষ্ট যে এমনকি সাধারণ জনগণের জন্যও : আমেরিকা তার বহুজাতিক সহযোগীদের মাধ্যমে তেল এবং গ্যাস সম্পদের বেশীর ভাগই নিজেদের কন্ট্রোলে, যেখানে ফ্রান্স নিজেকে সতন্ত্র করে রেখেছে তার নিজস্ব শিক্ষা, কালচার, প্রশাসনবিভাগকে। এটা সবার জানা যে ভাষাগত এবং কালচারগত দিক থেকে তাদের একটা নিজস্ব সংস্কার রয়েছে, এবং এই জন্য আমরা দেখতে পাই ফ্রান্স সব সময় তাদের ভাষার সাহিত্য চর্চার জন্য পুরস্কার প্রদান করে থাকে, এবং এটার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে ফ্রেঙ্কোফোন ফোরামের জন্য ফ্রান্সের পৃষ্ঠপোষকতা।

তথাকথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে, AFRICOM এর মাধ্যমে এই অঞ্চলে আমেরিকা নিজেদের স্বার্থের জন্য কিছু উপযুক্ত পুতুল পাওয়ার চেষ্টা করতেছে, অথচ দুই দিকেরই পরস্পর মিলিটারি সহযোগিতা খুবই শক্তিশালী। আফ্রিকার গভর্নমেন্টগুলোর সাথে ফ্রান্সের খুব ভাল সম্পর্ক রয়েছে। এটা আফ্রিকাকে ফ্রান্সের পেছনের দিককার শক্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, এবং বিশেষ করে তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ এর সাথে তাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি, উদাহরণ স্বরূপ নাইজারের ইউরেনিয়াম খনি।

অন্য দিকে, আমেরিকার যথেষ্ট মিলিটারি পাওয়ার রয়েছে তাদের স্বার্থকে রক্ষার জন্য আফ্রিকার কোন ধরনের ক্রমবর্ধমান হুমকি থেকে, হোক গভর্নমেন্ট অথবা বিদ্রোহী গ্রুপগুলো, প্রধানতম হচ্ছে মুজাহিদিন। এটা প্রত্যাশিত যে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে, যতক্ষণ না বড় ধরনের কোন আঘাত এক আন্তর্জাতিক প্রণালীর মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বিভাজনের বহিঃসীমায় না পোঁছে সম্পূর্ণ বিপর্যয়ের দিকে। এবং আমরা অধীর অপেক্ষায় আছি একটা বিপর্যয়ের মাধ্যমে তাদের দমনের জন্য, যেটা আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের হাতের দ্বারা। অতএব, তাদের মৈত্রীতার যোগসূত্র গুলো ভেঙ্গে ফেলার জন্য ও তাদের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদকে ধ্বংস করার জন্য মুজাহিদদের অবশ্যই কাজ করা দরকার, এবং এটা তেমন অসম্ভব কিছু নয়। আমরা এখনও ভুলি নাই কিভাবে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জাকুএস ছিরাক জুনিয়র বুশের বিরোধিতা করেছিল আন্তর্জাতিক জোটের সাথে অংশগ্রহণ না করার, যেটা বিপদজনক ছিল যে আন্তর্জাতিক জোটের সাথে যোগ দেয়ার ফলে সাদ্দামের পদচ্যুতের কারনে ফ্রান্সের স্বার্থের আঘাত আসতে পারে। অতএব সামঞ্জস্যপূর্ণ চাপের ফলে এই ধরণের জোটকে প্রকৃতপক্ষে ধ্বংস করে দিতে পারে।

আরেকটা ঘটনা যোগ করা যায় স্পেনের রাজধানীতে আঘাত হানা হয় অত্যাচারী ও আধিপত্যবাদী পলিসির সাথে স্পেনের সম্পৃক্ততা থাকার কারনে এতে করে স্পেনের রুলিং পার্টি তাদের বাহিনী উইথড্র করে ইরাক থেকে।

▶ ফ্রান্সের একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার এবং দখলদারিত্বের একটা তিক্ত স্মৃতি এবং বর্তমানে মুসলিমদের নির্যাতনের ঘটনা। দয়া করে আপনি এর বাস্তবতার ব্যাপারে একটু পরিষ্কার করবেন যা এটা নিজেকে উপস্থাপন করে স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের মশালধারী হিসাবে।

ইসলামের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের শত্রুতা ঐতিহাসিক ও দৃঢ়মূল, এবং মুসলিমদের সাথে এদের ইতিহাস খুবই কলঙ্কিত। ফ্রান্স ছিল ক্রুশের পতাকা ধারী প্রথম ক্রুসেডার। তার সমসাময়িক ইতিহাসে, মুসলিমদের স্মৃতিতে দুঃখজনক ঘটনায় ভরপুর যা তারা এদের আগ্রাসনের হাতে পতিত হয়েছিল। এই স্মৃতি ও অপরাধের শিক্ষাই ক্রমাগতভাবে প্রজন্ম পেয়ে আসছে। আমাদের জাতি এই বিস্মৃতি কখনই ভুলবেনা

... যতক্ষণ না প্রজন্ম আগ্রাসী অনধিকার প্রবেশকারীদের থেকে পরিপূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহন না করে।

আরব অঞ্চলসহ মুসলিম ভূমি গুলো ফ্রান্সের দখলদারিত্বে ছিল এবং যার বেশীর ভাগই ছিল তাদের অপকর্মের শিকার। ফ্রান্স কেবল মুসলিমদের ভূমি দখলদারিত্বেই ক্ষান্ত ছিল না, মুসলিমদের সম্পদ জব্দ করা, তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন, অনুর্বর এলাকার দিকে তাদের বিতাড়িত করা ও সেখানে ইউরোপিয়ানদের পুনর্বাসন করা, তাদের সবচেয়ে উন্নত উর্বর কৃষি জমি প্রদানের মাধ্যমে উপনিবেশকরণে উৎসাহিত করার একটি প্রচেষ্টা চালায়। ফ্রান্সের অপরাধ এখানেই শেষ হয় নাই। সত্যি হচ্ছে, ফ্রান্স মুছে দিতে চেয়েছিল মুসলিমদের পরিচিতি, তাদের অতীত, তাদের ইতিহাস এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য, ধর্মান্তর, ভাষা এবং সংস্কৃতি...। ফ্রান্স অভিযান চালিয়েছিল ইসলামিক এবং আরাবিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যাতে যেভাবেই হোক মসজিদ ও শরিয়াহ মাদ্রাসা গুলো বন্ধ হয়ে যায়। ফ্রান্স শরিয়াহ আদালত বন্ধ করে দেয় এবং মিশনারি মুভমেন্ট গুলোর কার্যক্রম বাড়ানোর জন্য উৎসাহ প্রদান করতে থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, ফ্রান্সের দখলদারিত্বের ফলে এখানকার জনগোষ্ঠী গুলোর সামাজিক অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। এর ফলে তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে দারিদ্রতা, অজ্ঞতা, রোগ ব্যাধি এবং ধর্মত্যাগ ও নব্য সংস্কৃতির বৃদ্ধি। এবং আল্লাহ ছাড়া এখানে সাহায্য করার কেউ নেই। তাহলে বলুন কোথায় স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব... বিপ্লবের স্লোগান যেটাকে ফ্রান্স দাবী করে মাদার অফ রেবুলেসান? কোথায় স্বাধীনতা আলজেরিয়ার বালুকা ভুমির জন্য যেখানে প্রতিনিয়ত উন্মোচন হচ্ছে নতুন নতুন অপরাধের?!

কোথায় ভ্রাতৃত্ববোদ ... যে ভ্রাতৃত্ববোদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চারটা নিউক্লিয়ার বোম্ব পরীক্ষার মাধ্যমে আলজেরিয়ার মরুভূমিতে, যার উৎপন্ন ক্ষমতা হচ্ছে হিরোশিমাতে নিক্ষেপিত এটম বোম্ব এর চেয়ে অনেক অনেক গুন বেশী শক্তিশালী?

কোথায় সে সমতা, রাক্কানের অধিবাসীদেরকে আলজেরিয়ার মরুভুমি গিনিয়া পিগসের মধ্যে নির্বাসন জন্য ফ্রান্সের নিউক্লিয়ার টেস্ট চালানো হয়? মুসলিমদের উপর তারা যে পরিমান শয়তানী অপকর্ম চালায় মনুষ্যত্ব মূল্যবোদের সর্বনিম্নে

পৌছার দাবী রাখে, কল্পনা করতে পারেন ফ্রান্স সিভিলাইজসান এর কি কি করেছিল?

মুসলিম ভূমি থেকে ফ্রান্স চলে যাওয়ার ৫০ বসর পরও, এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে স্বাধীনতা ছিল আসলে একটা রূপকথা। ফ্রান্স তার সেনাবাহিনী সহ চলে গিয়েছে, কিন্তু তারা পেছনে ফেলে যায় এক ধরণের ফ্রান্সবাদী মনোভাব ও তাদের সংস্কৃতিতে ডুবে থাকা, ফ্রান্স এবং ফ্রান্সের কালচারের দিকে প্রবল উৎসাহের সাথে ধাবমান ও এর প্রতি আন্তরিকতা, সুতারাং এটা ফ্রান্সের সম্রাজ্যবাদ প্রকল্পেরই পরিচয় বহন করে। প্রত্যেক মুসলিমকে এই ভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, এই মুরতাদ পুতুল সরকার গুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ মানে হচ্ছে ফ্রান্সেরই সাথে জিহাদ। এই সরকার গুলো থেকে স্বাধীনতা মানে ফ্রান্স থেকে স্বাধীনতা।

▶ পশ্চিমা দেশ গুলোতে লোণ জিহাদ অপারেসান: ইসলাম এবং কুফরের মধ্যে যুদ্ধে এর অবস্থান কি, আমাদের দৃষ্টিতে এই যুদ্ধের ভূমিকা এবং গুরুত্ব কতটুকু?

আমেরিকা, এর মিলিটারি নেতৃত্ব, নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা এবং রাজনৈতিকবিদরা স্পষ্টভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে সমগ্র দুনিয়া একটা যুদ্ধক্ষেত্র আর এই যুদ্ধের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে 'terror', আর তারা দুনিয়ার কোথাও নিরাপদ রাখবেনা এই 'terrorists' দের জন্য। এইভাবে আমরা পারস্পরিকভাবে আমেরিকার সাথে মোকাবেলা করে থাকি। তাদের অপরিহার্য স্বার্থের উপর আগাত করে, আমরা এটা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করবো যে আমেরিকার দুনিয়ার কোথাও নিরাপত্তা অনুভব করতে পারবেনা। এটা একটি বৈধ অধিকার, তার কারন হচ্ছে যারা প্রথম যুদ্ধবিগ্রহ শুরু করে তারাই এর জন্য দায়ী। {তবে সে তোমাদের প্রতি যে রুপ অত্যাচার করবে তোমরাও তার প্রতি সে রূপ অত্যাচার কর}জিহাদের এই পদ্ধতি হচ্ছে পশ্চিমাদের সাথে আমাদের একটা সংগাতের ধরন- এমনকিছু যা নতুন এবং পুরনোকে মিলিয়ে তাদেরকে তাদের সমস্যার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলা এবং তাদের শক্তি সামর্থ্য কে দুর্বল করে ফেলা। অসম যুদ্ধের এই ধরন হাজার বসর আগে আমাদের পূর্বসূরি গনের দ্বারা প্রবর্তিত।

লোণ জিহাদ প্রমাণ করেছে এর কার্যকারিতা এবং আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা। পশ্চিমাদের বেশিরভাগ রাষ্ট্র, যারা তাদের মিলিটারি শক্তি দেখিয়ে

উম্মাদনা প্রকাশ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটা চিরস্থায়ী আগ্রাসনের পরিস্থিতি তৈরি করতে চায়, কোন মুসলিম রাষ্ট্র অথবা কোন ইসলামিক গ্রুপ তাদের এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোদ গড়ে তুলতে না পারে। এই দেশগুলি বাহিরের অ্যাটাক থেকে হয় সামরিকভাবে মুক্ত উদাহরণস্বরূপ নিউক্লিয়ার পাওয়ার অথবা ভৌগোলিক দিক থেকে মুক্ত, ইউনাইটেড স্টেটের কথাই ধরুন, এই দেশে বহিরাগত কোন শক্তি আক্রমণ করা খুবই অসম্ভব এই দেশের মহাদেশটি অ্যাটলান্টিক মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত যার আয়তন ৬০০০ কিলোমিটার। এটি একটি প্রাকৃতিক বাধা যা কোন সেনাবাহিনী অতিক্রম করতে পারে না। লোণ জিহাদ অপারেশনের ব্যাপারে যদি বলা হয়, তারা সম্ভাবনার রাজত্বের মধ্যে আছে, আল্লাহর রহমতে।

শত্রুদের কি কারণে বিভ্রান্ত এবং অতিষ্ঠ করে তোলে সেটা হল যারা এই ধরণের হামলা গুলো সম্পন্ন করে নিরাপত্তা নিছিদ্রকে ভেঙ্গে দেয়। নেটওয়ার্ক ও গ্রুপগুলোকে ফিল্টারিং করার জন্য ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি গুলোর তাদের অভিযান পদ্ধতি রয়েছে, কিন্তু তারা কারো অন্তরকে অনুধাবন করা কখনই সম্ভব নয়!। আমার পরামর্শ হচ্ছে সর্বজনীনভাবে মুসলিম এবং বিশেষভাবে মুজাহিদেগনের উপর এই ধরণের জিহাদ সম্পাদন করার জন্য নিজে অনুপ্রাণিত হওয়া এবং অন্যদের উদ্দীপ্ত করা । নিজের জীবনের মূল্য দিয়ে হলেও মুসলিমদের জান ও মালের জন্য এটা করা জরুরী, এতে করে শত্রুদের উপর এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে। আমরা অনেক ঘটনায় দেখেছি কিভাবে একজন একক সুহাদা অন্বেষণ কারীর হামলার ফলে পুরা দেশ প্রায়ই পেরালাইজগ্রস্ত হয়ে পড়ে। একটু সংশয় আছে যে এই ধরণের জিহাদ কুফরদের ক্ষেপীয়ে দেয় যা কিনা তাদের নিজেদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রীয় কোন হামলার থেকে প্রত্যাবর্তন এর চেয়েও বেশী ..... এটা এরকম, কেউ একজন তাদের দেশের এবং তাদেরই ধর্মের ছিল আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করে ইসলামেরই দিকে এবং জিহাদের পথে। ইসলামের শত্রুদের এই দিশেহারাই প্রমাণ করে দেয়, ইসলাম লঙ্ঘন করে তাদের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ এবং মুসলিমদের আনুগত্য ইসলামের প্রতি তার দেশের প্রতি নয়। এই প্রত্যাশা খুবই বেদনাদায়ক তাদের জন্য একটা হামলার ঘটনার চেয়েও, তাই আসুন আমরা এর উপরই প্রতিফলিত হই। আর এই উত্তেজনাই হচ্ছে তাদের দুর্বলতা গুলোর একটা অংশ। এটা ভাল সুফল অর্জনের একটা রাস্তা

... { নিশ্চয় আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের পুণ্যফল নষ্ট করবেন না }. অতএব আমাদেরকে লড়াই করে এর পুরস্কার গুলো অর্জন করতে দিন এবং গুণাবলী অর্জন করে উত্তম কাজ করে উত্তম এর সুফল ভোগ করতে দিন। পশ্চিমা দেশগুলোতে বসবাস কারী মুসলিমদের প্রতি, জিহাদি মানহাজের ওলামাগণ এবং আমিরগণ উৎসাহিত করেছেন পশ্চিমা দেশগুলোতে ফেদায়ী হামলা চালানোর জন্য। লোণ জিহাদের পুরস্কার এবং মর্যাদা জিহাদের ময়দানে হিজরতকারীদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

একটা জিনিস আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে মুজাহিদ তার লোণ জিহাদের শরয়িহ বিধান গুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে। টার্গেট সিলেকসানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং টার্গেটের ব্যাপারে অবশ্যই সুস্পষ্ট বৈধতা থাকতে হবে। শায়েখগন এই ব্যাপারে খুবই গুরুত্বারোপ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শায়েখ আতিয়াল্লাহ(রঃ) উল্ল্যেখ করেছেন, "এই ধরণের জিহাদ এবং শত্রুদের সম্পদে আঘাত হানা, হয় শত্রুদের এলাকায় না হয় অন্য কোথায়ও, অবশ্যই সেটা মজবুতভাবে শরিহার অধীন হতে হবে। এটা অবশ্যই মুজাহিদদের সাধারণ কৌশল অনুযায়ী পরিবেশিত হতে হবে, এবং টার্গেট সিলেকসানের শর্তাবলী সুসংগত হতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সচেতনতা, যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে এবং সত্য উদ্দেশ্য থাকতে হবে।" হামলার জন্য এই গাইডলাইন অনুযায়ী নিশ্চিত হওয়ার পর বলার বাকী থাকল, {অনন্তর যখন তুমি সংকল্প করেছ তখন আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর এবং নিশ্চয় আল্লাহ নির্ভরশীলগনকে ভালবাসেন}।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দেখা গেছে লোণ জিহাদ অপারেশনের একটা অভ্যুত্থান ঘটেছে আমেরিকা এবং ফ্রান্সে। আপনার অভিমত কি এই অপারেশন গুলোর ব্যাপারে?

শায়েখ আনোয়ার আল আওলেকি বলেছেন, "আমরা মুসলিমদের মধ্যে কোন জাতিগত দল এবং কোন জাতির প্রতি একটা সহজাত বিদ্বেষ নাই। আমরা আমেরিকানদের বিরুদ্ধে এই জন্য নয় যে তারা আমেরিকান, আমরা হচ্ছি শয়তানের বিরুদ্ধে, আর আমেরিকা পুরপুরিভাবে শয়তানী জাতিতে পরিণত হয়েছে।"

খুবই ভাল করে জানা আছে, মুজাহিদিনগন রাষ্ট্র এবং তাদের জাতিদেরকে তাদের শত্রুতার ধরণের উপর নির্ভর করে তাদেরকে আলাদা করেছেন, টার্গেট সিলেক্ট এর জন্য অগ্রগণ্যদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সুতারাং শয়তানী মিত্রদের নেতৃত্বদের অথবা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে হামলার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়। আমরা যদি আমেরিকা এবং ফ্রান্সকে গণ্য করি, আমরা দেখতে পাই যে তারা ঘৃণা এবং আগ্রাসনের সীমা অতিক্রম করেছে। তারাই হচ্ছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন এবং সীমা লঙ্ঘন কারীদের পতাকা ধারক – সংস্কৃতি, সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে। এবং এতে করে মুসলিম যুবকদের ক্রোদ হামলায় রূপান্তর লাভ করে আমেরিকা এবং ফ্রান্সের মাটিতে। লোণ জিহাদের ব্যাপারে আমরা এর আগের আলোচনায় উল্লেখ করেছি যে যারাই এই ধরণের হামলা পরিচালনা করেছে বেশীর ভাগই নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কৌশলে এড়িয়ে গেছে। তাই এটা একটা দুঃস্বপ্ন যে দেশেই এই ধরণের হামলা পরিচালিত হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমেরিকা এবং ফ্রান্সের মত যে দেশ গুলোই এই ধরণের জিহাদি অপারেশানে পতিত হয়েছে তারা কল্পনাও করতে পারে নাই যা ঘটবে এই অব্যর্থ পদ্ধতির মোকাবেলা করার। ইন্টেলিজেন্সগুলো প্রায়ই অকার্যকর সতন্ত্র মুজাহিদদের নির্ণয় করা, কেননা তার কারো সাথে যোগাযোগের অথবা সোশ্যাল মিডিয়া নেটওয়ার্ক এর প্রয়োজন নেই। ইনভেস্টিগেসানও অকার্যকর কারণ বেশীর ভাগ পরিস্থিতিতে তার কোন অস্ত্র, বহন করার জন্য খুব ধরণের কিছু অথবা বিস্ফোরকের প্রয়োজন নেই। অতএব অপারেশান সম্পাদনের পূর্বে , এটা খুবই কঠিন এমন কি খুব পেশাধারী ইন্টেলিজেন্সের জন্যও এই ধরণের অপারেশানকে সনাক্ত করা। তো এটা হচ্ছে পশ্চিমাদের দুশ্চিন্তার ব্যাখ্যা, বিশেষ করে আমেরিকা এবং ফ্রান্স, তাদের সমাজে এই ঘটনা বৃদ্ধির এবং বিস্তার সম্পর্কে। এটি একটি দুঃস্বপ্ন যা তাদের অন্তরকে চূর্ণ করে ফেলেছে ।

এই জন্য আমাদের উপর আরোপিত এই অস্ত্র উপেক্ষা না করা। বাস্তবে, আমাদেরকে আরও সর্বজনীন পরিস্থিতি তৈরি করা উচিত এবং এই মেথুডকে আরও ডেভেলপ করা শত্রুদের বৃহত্তর ক্ষতিস্বাদন করতে। এভাবে আমরা তাদের যেকোনো নিরাপত্তার অনুভূতিতে আঘাত করে তাদের হারাতে পারি। এতে, হতে পারে তাদের সুবুদ্ধি ফিরে আসতে পারে এবং তাদের এই আগ্রাসন বন্ধ করবে যেটা একটা দীর্ঘ সময় ধরে তারা চালিয়ে আসছে।

▶ এই নিপীড়ন থেকে বেরোবার উপায় কী যার মধ্যে দিয়ে উম্মাহ এখন অতিবাহিত করছে ভবিষ্যতের জন্য আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি?

এটা কারো থেকে লুকায়িত নয় সুউচ্চ বোধগম্য দ্বারা এবং এর সমসাময়িক ইতিহাসে যদি কোন একটি জাতি আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রের শিকার দুনিয়ার অন্যান্য জাতির চেয়ে বেশী আর সেটা হল মুসলিম জাতি। আমাদের উম্মাহ এই আগ্রাসনের যতটুকু শিকার হয়েছে যদি অন্য কোন জাতি এর চার ভাগের এক ভাগও হত তাহলে তাদের পুরোপুরি পতন ঘটতো এবং দুনিয়ার মানচিত্র থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতো। এখানে কোন সন্দেহ হতে পারেনা যে আগ্রাসন এবং ষড়যন্ত্রের শিকার এই উম্মাহ পেছনে ফেলে এসেছে অবশিষ্টাংশ এবং গভীর ছাপ। এর রূপরেখাগুলি নিম্নে আলকপাত করা হল:

উম্মাহর পতনের প্রথমত কারণ হচ্ছে উম্মাহর উপর শাসক গুলোর ক্ষমতা গ্রহন ও তাদের ইচ্ছা গুলো উম্মাহর উপর চাপিয়ে দেয়া। এতদনুসারে জীবনযাপনের সমস্ত দিক থেকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে গেছে: শাসন, রাজনীতি, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষা, অর্থনীতি, বাণিজ্য, নৈতিকতা এবং বিনয়। এটা হচ্ছে সমস্যা গুলোর একটি যাতে উম্মাহ পোঁছে গেছে দুর্বলতা, অপমান এবং অনৈতিকতার পর্যায়ে যাতে করে এটি প্রত্যেক লোভী শত্রুদের জন্য একটি সহজ শিকার হয়ে ওঠে। এতদনুসারে আল্লাহ বলেন, {যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত}। তাই আমাদের মাঝে অবশ্যই পরিবর্তন আসা দরকার, পরিবর্তন করার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে যা আল্লাহ এই আয়াতের মাঝে বর্ণনা করেছেন, {নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে}। দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং ইসলামী আদলে জীবনগঠন যার কর্তৃত্ব থাকবে কোরআন এবং সুন্নাহর উপর। রাসুলাল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি বিপথে চালিত হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এগুলোকে আঁকড়ে ধরঃ আল্লাহর কোরআন এবং আমার সুন্নাহ"। অতএব এই যুগে এই দুটি বিশুদ্ধ উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন অবশ্যই প্রধান কারণ হতে হবে। কোন সন্দেহ নেই এই প্রত্যাবর্তন খুব সহজ অথবা তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়, অবশ্যই এর জন্য অনেক মূল্য পরিশোধ করতে হবে। মূল্য এগুলোর তুলনায় মোটেও কম নয় আর তা হল, গর্দান, মৃতদেহ, চোখের পানি, আর রক্ত {মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি, একথা বললেই

তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে? আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আর আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন কারা সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী}। যদি উম্মাহ তাদের হারানো ভূমি এবং গৌরব ফিরে যেতে চায় এবং সম্মান ও মর্যাদা ফিরে পেতে চায়, ভালকে আলিঙ্গন এবং অন্যায় বর্জন করার মাধ্যমে নিজের ভূমিকা পালন করতে হবে। এটা অবশ্যই আল্লাহর প্রতি সত্যবাদী হতে হবে, আল্লাহর দিকে ফিরে আসার জন্য কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ এবং প্রচুর কাজ করতে হবে ভুলে যাওয়া জিহাদি দায়িত্বকে পুনরজ্জীবিত করতে পরবর্তী জেনারেশানকে নিয়ে। পুনর্জাগরণের চিহ্নগুলো ইতিমধ্যে উদীয়মান হতে শুরু করেছে এই দিগন্তে এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে। উম্মাহ জিহাদের এক মহান পদক্ষেপ গ্রহন করেছে, যেটার কাজ দুনিয়ার সব কোনায় পৌঁছে গেছে, দুনিয়া এমন দেশ কমই আছে ছোট হোক বড় হোক, দূরে হোক কাছে হোক যেখানে জিহাদের কাজ প্রবেশ করে নাই, সম্মানের পথ দ্বারা অথবা অপদস্থের পথে হোক; সম্মান হচ্ছে আল্লাহ ইসলাম এবং মুসলিমদের শক্তিশালী করার মাধ্যমে, আর অসম্মান কুফরকে অপদস্থের মাধ্যমে।

এটাই সেই জিনিস যেটা আমাদের নতুন ভোরের প্রত্যাশা দেয় যা বিজয়ের সাথে আগে বাড়বে, যার চিহ্ন আমরা অবলোকন করতেছি দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে ওপর প্রান্ত পর্যন্ত। সত্যের পতাকা উড়া শুরু করেছে দুনিয়ার উত্তর থেকে দক্ষিণে, এবং ইসলামের বীরেরা জিহাদের ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরেছে আমাদের দখল করে নেয়া আল আকসা থেকে একটা পাথর নিক্ষেপ করে হলেও। এটা অনেক ইসলামের শত্রুদের অভিমত- মুসলিমদের আগে- দুনিয়ার ভবিষ্যৎ একদিন এই দ্বীনের অধিকারভুক্ত হবে, এটা উম্মাহর হাতে চলে আসবে। এই জন্য মুজাহিদ গন এবং তাদের মুসলিম ভাইয়েরা যারা মুজাহিদদের সাপোর্ট করে অবশ্যই তাদের সহনশীলতার আরো অনুশীলন এবং সতর্ক থাকতে হবে দুর্বলতা অথবা ব্যর্থতা থেকে। সময়ের প্রয়োজনে আরও নিঃস্বার্থপরতা আরও কোরবানির দরকার। ইবনুল কাইয়ুম (রঃ) যা বলেছেন, "মানুষের মূঢ়তা হচ্ছে যে তার যাত্রার শেষ পজিশনে এসে সে তার পথ হারায়, অথচ সে প্রায় তার গন্তব্য পৌঁছে গেছে।" {আর তোমরা দুর্বল হইয়ো না ও বিষণ্ণ হইয়ো না এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।}

লোণ মুজাহিদদের প্রতি বার্তা

এটা সম্ভবত একটি অত্যুক্তি হবে যদি আমরা বলি লোণ মুজাহিদ নিজেই একজন উম্মাহ। আমরা দেখেছি মাঝে মাঝে আল্লাহর আশীর্বাদে এই মুজাহিদগণের এই ধরনের সফলতা সৈন্যরা অথবা পুরো সেনাবাহিনী ও অর্জন করতে পারেনা। কতগুলো লোণ জিহাদ অপারেশানের ফলে তাদের পলিসি পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে, পলিটিকেল পার্টির পতনে বাদ্য করেছে এমন কি যাদের কেউ কেউ খুব শক্তিশালী সরকার ছিল এবং খুব প্রভাবশালী দেশ ছিল পুরো দুনিয়াতে। এই জন্য ইশ্তেশহাদি এবং ইঙ্গিমাশি শত্রুদের অন্তরে ধীরে ধীরে ভয় প্রবেশ করায় অন্যান্য ফাইটারের চেয়েও বেশী। এই লোণ জিহাদ অপারেশানের ইতিবাচক ফলাফলের কারণে যে আমরা আবেদন জানাই আমাদের উম্মাহর সন্তানদের জিহাদের এই নতুন মেথুডের অবলম্বন করার জন্য এবং এই পথে শক্ত ভাবে অটল থাকার জন্য। এর মাধ্যমে আমরা নিপীড়িত মুসলিমদের প্রতিশোধ নিতে পারব যারা গণহত্যা সম্মুখীন বার্মা, মসুল, আলেপ্পো, আলকুদস, গাজা, বেনগাযি, ডারনা এবং মুসলিম দুনিয়ার অন্যান্য জায়গায়।

ফ্রন্ট মুজাহিদদের প্রতি বার্তা

আমি আমার মুজাহিদ ভাইদের মনে করিয়ে দিতে চাই আমিরুল মু'মেনিন হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) উনার সেনাবাহিনীর আমির কে যে পরামর্শ বাণী দিয়েছিলেন, যেভাবে বর্ণিত হয়েছিলঃ আমি তোমাকে ও তোমার সৈন্যদের আদেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় কর যে কোন পরিস্থিতিতে, আল্লাহকে ভয় করা শত্রুদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভাল প্রস্তুতি এবং শক্তিশালী অভিসন্ধি যুদ্ধের ময়দানে। আপনাদের প্রতি আমার আদেশ হচ্ছে শত্রুদের মোকাবেলার করার চেয়ে অধিক সতর্ক হন আপনার গুনাহর উপর, কারণ লোকদের নিজের গুনাহ শত্রুদের প্রতি সতর্ক থাকার চেয়ে বেশী মারাত্মক। মুসলিমদের উপর শুধুমাত্র বিজয় অর্পিত হয়েছে কারণ তাদের শত্রুদের আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা; আর না হয় তাদেরকে পরাজিত করা সম্ভব ছিল না, আমাদের সৈন্য এবং হাতিয়ার তাদের তুলনায় অনেক কম। অতএব যদি গুনাহর দিক দিয়ে আমরা যদি তাদের সমান হয়ে যাই, এবং ক্ষমতা অনুযায়ী তাহলে তারা আমাদের উপর বিজয় লাভ করবে। এবং যদি আমরা আমদের নৈতিক শ্রেষ্ঠতা দ্বারা তাদের হারাতে না পারি, আমাদের শক্তি দিয়ে তাদের হারানো সম্ভব নয়। জেনে রাখুন আপনার চলার পথে আল্লাহর ফেরেশতাদের আপনাদের সাহায্যকারী হিসেবে পাবেন; তারা জানে আপনারা কি

করতেছেন। অতএব তাদের ব্যাপারে লজ্জিত হোন। অবাধ্য কাজে লিপ্ত হয়ো না, মনে করো না, "আমাদের শত্রু আমাদের চেয়ে দুর্বল, তাই এটি আমাদের উপর আরোপিত হবে না" আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন আপনার নফসের বিরুদ্ধে যে ভাবে আপনি সাহায্য প্রার্থনা করেন আপনার শত্রুর বিরুদ্ধে। অতএব, তাদের প্রতি আমার বার্তা হল : আপনার শত্রুদের ভয় করবেন না, আপনার গুনাহকে ছাড়া আর কিছুকেই ভয় করবেন না। আপনারা নিজেদেরকে বিভক্ত করবেন না ইউনিটে, সংঘাতে এবং ভিন্ন দলে। নিজেদের মধ্যে কলহ তৈরি করবেন না। যদি করেন, আল্লাহ আপনার শক্তি কেড়ে নেবেন এবং আল্লাহ আপনাদের উপর তাদের ভয় তাদের অন্তর থেকে উঠিয়ে নেবেন। অথচ আমরা আল্লাহর কিতাবে পড়েছি, {এবং তোমাদের এই জাতি একই জাতি} অতএব কেন আমাদের দল একটি দলের অন্তরভুক্ত হতে পারেনা। আল্লাহ সুবহানা তা'আলা কি তার কিতাবে বলে নাই, {নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে শীশা ডালা সুদৃঢ় প্রাচীর এর মত, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন} তাহলে কি ধরণের ভালর জন্য আমরা আমাদের যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করব তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পতাকা তলে, বিক্ষিপ্তভাবে এবং বিদীর্ণ মনে।

এই ব্যাপারে আমরা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই শায়েখ ওসামা (রঃ) বলেছেন, " যদি এটা সত্য হয় পরাজয় এবং শক্তি অবক্ষয়ের মধ্যে সবচেয়ে বিশেষ কারণ হচ্ছে পারস্পরিক বাদানুবাদ এবং অনৈক্য যার থেকে উম্মাহ আজ পীড়িত। এটা সমানভাবে সত্য যে ঐক্য, দলবদ্ধ, আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকা হচ্ছে জয় এবং সফলতার চাবিকাঠি, এবং আধিপত্য এবং নেতৃত্বের দরজা।" আল্লাহর সুবহানা তা'আলা আমাদের হুকুম করছেন একত্বতা মেনে চলতে, {আর তোমরা একযোগে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়রূপে ধারণ কর ও বিভক্ত হয়ে যেওনা }। এবং আল্লাহ সুবহানা তা'আলা আমাদের সাবধান করতেছেন অনৈক্য এবং বিতর্কের বিরুদ্ধে, { এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করবে না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের মনের দৃঢ়তা ও শক্তি বিলুপ্ত হবে, আর তোমরা ধৈর্য সহকারে সব কাজ করবে, অবশ্যই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।} অতএব আমার বন্ধুগণ আল্লাহর দ্বীনের জন্য আল্লাহকে ভয় করুন, এবং আল্লাহকে ভয় করুন যখন উম্মাহ নিপীড়িত এবং দখলদারিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এবং যে অবিশ্বাসীদের দ্বারা আমরা আক্রান্ত

আমরা তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের পাহারাদার করে তুলি। {যারা রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি}। আল্লাহ সুন্নাহর সাথে কারো সমর্থন করোনা।

কুফরদের প্রধান, আমেরিকার প্রতি বার্তা

আমেরিকার জানা উচিত মুসলিম উম্মাহ সব সময় চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইরত ছিল, আছে এবং থাকবে মানবজাতির কল্যাণের জন্য শ্রেষ্ঠ উম্মাহ হিসেবে। এটি একটি উম্মাহ যা অন্য সকল জাতির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়াবে(বিচার দিবসে)। এটি একটি বিজয়ী নির্দোষ উম্মাহ, আল্লাহর তত্ত্বাবধানে ও রহমতে; দুর্বল হয়ে পড়তে পারে, অসুস্থ হয়ে পরতে পারে, কিন্তু কখনো মারা যায় না।

অন্যান্য জাতির উপর এই উম্মাহর প্রভাব কেমন সুন্দর, অথচ এই উম্মাহর উপর অন্যান্য জাতির প্রভাব কতই না নিকৃষ্ট ! তাতারিরা এই উম্মাহর উপর দখলদারিত্ব করেছিল। কিন্তু তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, উম্মাহ এখনও টিকে আছে। সাম্রাজ্যবাদ এই উম্মাহকে আয়ত্ত করতে ছেয়েছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হয়ে গেসে, উম্মাহ এখনও টিকে আছে।

এখন, আমেরিকা দাঙ্গাহাঙ্গামার সাথে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছে এবং উম্মাহকে হারানোর জন্য আলায়েন্স তৈরি করেছে। আমেরিকাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এই উম্মাহ ঠিকই রয়ে যাবে, সিনা উঁচু করে দাড়িয়ে থাকবে, উচ্চ মর্যাদা নিয়ে থাকবে।

অবশেষে আমরা তাদের প্রতি বলতে চাই মুজাহিদ শায়েখ আনোয়ার আল আওলাকি (রঃ) উনার বার্তায় বলেছিলেন, আমেরিকান জনগণের প্রতি বার্তা', " আমেরিকায় বসবাসরত মুসলিমদের কে আমি বলতে চাই, আপনার জ্ঞান আপনাকে অনুমোদন দেয় শান্তিপূর্ণ সহবাস্থানের জন্য ছেড়ে যেতে তাদের সাথে বসবাস করতে যারা তোমার নিজের ভাই বোনের উপর নির্যাতন এবং অপরাদের জন্য দায়ী! আপনি কিভাবে এমন এক সরকারকে আনুগত্য দেখাতে পারেন যে ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছে! আমেরিকাতে মুসলিম সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ করতেছে একটি ক্রমশ ক্ষয় এবং পতন ঘটছে ইসলামের মুল

অভ্যন্তরে, সুতারাং আপনাদের মাঝে অনেক আলেম এবং ইসলামী সংস্থা সরাসরি অনুমোদন করতেছে ইউ এস আর্মিতে কাজ করে মুসলিমদের হত্যা করতে, FBI তে যোগ দিচ্ছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি করার জন্য এবং জিহাদের অন্তরায় হচ্ছেন। ধীরে ধীরে এবং নিশ্চিত ভাবে আপনাদের অবস্থা অনুরূপ হয়ে উঠছে স্পেনের গ্রানাডার পতনের পর মুসলিমদের যা হয়েছিল। পশ্চিমার মুসলিমগণ চিন্তা-ভাবনা করুণ এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা অর্জন করুণ। আপনার দিগন্তে অশুভ মেঘের গনগটা দেখা দিচ্ছে। আমেরিকা কাল ছিল একটা দাসত্ব, জাতিগত পৃথকীকরণ, বিনা কারনে হত্যাকাণ্ড এবং Ku Klax Klan এর দেশ। আগামীকাল এটা হবে ধর্মীয় বৈষম্য এবং বন্দী-শিবিরের দেশ। আপনার অধিকার সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রতারিত হবেন না, যে সরকার এই মুহূর্তে আপনার ভাই বোনদের হত্যা করে যাচ্ছে। আজ মুসলিম এবং পশ্চিমাদের মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধির এই যুদ্ধে, আপনি এক নাগরিক সংহতি অথবা রাজনৈতিক দল থেকে পাওয়া মিথ্যা আশ্বাসের উপর ভরসা করতে পারেন না; অথবা সমর্থন বানী শোনানো আপনার সুসম্পর্কের প্রতিবেশী ও সহকর্মী থেকেও না। পরিশেষে পশ্চিমারা তাদের নিজেদের নাগরিকভুক্ত মুসলিমদের বিরুদ্ধেও গুরে দাঁড়াবে।”

ফ্রান্সের প্রতি হুঁশিয়ারি বার্তা

ফ্রান্স ! তুমি কি জান যে তোমার ঋণ নিষ্পত্তির জন্য সময় নিকটবর্তী হয়েছে ? অতএব মনে করবে তুমি তোমার শাস্তি থেকে পালাতে পারবে ! এবং অতএব পরিশোধ করার জন্য প্রস্তুত হতে শুরু কর মুসলিমদের ঋণ, একই ভাবে নগদে। ফ্রান্স উত্তর দাও এই প্রশ্নের: তোমার কি ক্ষতি হতো মুসলিমদেরকে তাদের মত করে বাঁচতে দিলে, তাদের ধর্ম পালনে, তাদের নিজের ভাষায় কথা বলতে, তাদের রাসুলাল্লাহ(সঃ) এর সুন্নাহ মোতাবেক জীবনযাপন করতে, মসজিদে উপস্থিত হতে এবং তাদের কাজের মধ্যে তাদের পালনকর্তার শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে? তোমাদের কি ক্ষতি হত যদি তোমরা মুসলিমদের সম্পদ, মুসলিম এবং মুসলিমদের ভূমি ত্যাগ করতে এবং তাদের উপর লুঠতরাজ না করতে এবং তাদের ভূমি তাদের কাছে ছেড়ে দিতে এবং এটাকে বিকৃত না করতে ? তুমি চক্রান্ত করেছ, ষড়যন্ত্র করেছ এবং অপরাধের সবচেয়ে জঘন্যতম পর্যায়ে পোঁছেছ। আজ, দুশো বসরের দখলদারিত্বের, তোমরাই ভয়ে শঙ্কিত ফ্রান্স ইসলামী হয়ে উঠবে। মালি ত্যাগ কর এবং তাদের ব্যাপারগুলি তাদের উপর ছেড়ে দাও, আফ্রিকা ত্যাগ কর এবং তাদের

দেশ তাদের কাছে হাতে দিয়ে দাও, আমাদের ব্যাপারগুলোতে নাক গলাতে বন্ধ কর। আমরা আমদের জিহাদ কখনই বন্ধ করবনা যতক্ষণ না তোমরা মুসলিমদের উপর আগ্রাসন বন্ধ কর। তোমরা যদি আপন অহংকারে স্থির থাক, তাহলে মনে রাখবে ইসলামের সেই সব লোকেরা আছে যারা নিপীড়িত অবস্থায় ঘুমায় না এবং জিল্লতির জীবন মেনে নেয় না।

সম্মান, শক্তি এবং গৌরব আল্লাহ, তার নবী (সঃ) এবং বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু মুনাফিকেরা তা জানেনা।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪১৭৯

অনেক করেছি কলমের জিহাদ অনেক করেছি জবানের জিহাদ।

Khalji-The-Seventeen

Member

১০-১৪-২০১৯

পার্লামেন্টারি গনতন্ত্র... আপনি চাইলে এটার নাম দিতে পারেন ইসলামিক গনতন্ত্র, অথবা কোরআনের গণতন্ত্র, অথবা অন্য যাকিছু... কিন্তু ইকবাল বলেনঃ গণতন্ত্র হচ্ছে এমন শাসন ব্যবস্থা, যেখানে লোকদের গণনা করা হয় ওজন বা মূল্যায়ন করা হয় না... ওখানে লোকদের কেবল গণনাই করা হয়, অতএব এটার মাধ্যমে যা কিছু হওয়ার তাই হচ্ছে...। এই মুনাফিকদের (ইমরান খান বা তার পূর্ববর্তীদেরকে বুঝানো হয়েছে) বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদ করতে হবে। এই মুনাফিকরা আমাদের ওপর চেপে বসে আছে ক্ষমতার দ্বারা এবং সবার আগে আমাদেরকে এদের বিরুদ্ধে খাড়া হয়ে সশস্ত্র জিহাদ শুরু করতে হবে। আমি কলমের জিহাদের কথা বলতেছিনা, জবানের জিহাদের কথা বলতেছিনা; এগুলো আমরা অনেক করেছি ! অনেক করেছি কলমের জিহাদ অনেক করেছি জবানের জিহাদ। এখন এদের এলাজ এছাড়া (সশস্ত্র যুদ্ধ) আর কিছু নেই। যদি মুসলমান নওজোয়ানদের মধ্যে শক্তি সাহস থেকে থাকে, তাহলে যেন জেগে উঠে এদের টুটি চেপে ধরে। এই ধৈর্যের ফসল পেকে গেছে, এরা পতন হতে তৈরি আছে। যদি আপনার শক্তি সামর্থ্য থাকে, আপনি জেগে উঠুন ! আগত ভবিষ্যৎ আপনারই; এটা আপনার পদচুম্বন করতে প্রস্তুত ! কিন্তু যদি এই শক্তি সামর্থ্য না থাকে আর সশস্ত্র জিহাদের নাম না নেয়া হয়, তাহলে আমার ভাই কোন কিছুরই পরিবর্তন হবেনা।

মাওলানা মুফতি নিজাম উদ্দিন শামযাই (রঃ)

আস-সাহাব মিডিয়া থেকে সংগৃহীত।

পুরো ভিডিও উর্দুতে দেখতে ক্লিক করুনঃ

https://alsahabmedia.info/?p=২৭৬০

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৪২৬

এমন দুটি ব্যাধি যা যুবক ভাইদের জন্য জিহাদের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়

asadullah maruf

Junior Member

১০-১৪-২০১৯

বিসমিল্লাহ ওয়াসসালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ।

জিহাদের পথে খাস করে যুবক ভাইদের জন্য প্রধান ২ টা বাধা। এক ভয়, দুই দুনিয়ার প্রতি মুহাব্বাত, বা দুনিয়ার সাথে লেগে থাকা। এই ২ প্রধান বাধার কারনে অনেক ভাই জিহাদ এর স্বরূপ এবং ফারজিয়াত এবং ফাজায়েল বুঝার পরেও এই কাজের সাথে জুড়তে পারেনা।

এই ২ টা বাধার বেপারে আমার কিছু কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ইনশা আল্লাহ

ভয়: ভয় আসলে এক মারাত্মক ব্যাধি। ভয় কম বেশি সবার ই থাকে। সেটা খুব একটা সমস্যা না। সমস্যা হচ্ছে দিন শেষে যদি ভয় ই আমার উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে। আমার কাজ এবং আমার সিদ্ধান্তের উপরে যদি ভয় জয়ী হয় তবে সমস্যা। এজন্য দাওয়াহ দেয়ার পাশাপাশি ভয় কে দূর করার জন্য খাস ভাবে কিছু কাজ করা। আমার কাছে মনে হয়েছে ভয় দূর করার জন্য আল্লাহর কালামের আয়াত গুলোর বার বার মুজাকারা এবং সেগুলোর ব্যাপারে তাফাক্কুর করা এবং বার বার আলোচনা করে সেগুলো কে দিলের মধ্যে বসিয়ে নেয়া - এই পদ্ধতি খুব উপকারি। একই সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতালার আসমা ওয়াস সিফাত এর উপলব্ধি ও এই ক্ষেত্রে অনেক কাজে দেয় আলহামদুলিল্লাহ। শাইখ আহমেদ মুসা জিবরীল এর এই বেপারে একটা ছোট ক্লিপ আছে যেটা আমি এখানে শেয়ার করলাম ইনশা আল্লাহ - উপকারে আসবে

Fear the Creator, Not the Creation | Sheikh Ahmad Jibril

https://www.youtube.com/watch?v=FQ_৭JGy৭৫Cs

শুধুমাত্র এই ভয়ের কারনে অনেক ভাই কাজের ব্যাপারে পিছিয়ে যান। শুধু তাই ই নয় কাজে জুড়ার পরেও অনেক ভাই এই ভয়ের কারনে ইতমিনানের সাথে কাজ করতে পারেন না। কারন শয়তান বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের কে ভয় দেখায় এবং আমাদের অন্তর কে অশান্ত করে রাখে। এটার কারনে অন্তর আস্তে আস্তে আল্লাহর দিক থেকে সরে যায়। তাই যে সব ভাই কাজের সাথে আছেন তাদের জন্যও নিয়মিত তাজকিয়া এবং তাফাক্কুর করে নিজের অন্তরের সাথে বুঝা পড়া করে নিতে হবে যে আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কারো ভয় অবশিষ্ট আছে কিনা? থাকলে সেই ভয়ের সাথে আল্লাহর কালাম দিয়ে মুকাবেলা করা যতক্ষণ পর্যন্ত না দিল শুধু মাত্র আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে, অন্তত তাগুতের ব্যাপারে কোন ভয় না থাকে। এটা এমন একটা বিষয় যে - একবার করলেই হয়ে যাবে এমন না, বরং এটাকে মাঝে মাঝে ঝালাই করে নিতে হবে আর চেক দিয়ে দেখতে হবে আমার অন্তর কি আল্লাহ ব্যাতিত আর কারো ভয়ে ভয় পাচ্ছে কিনা? এটা আসলে নিজেদের কেই করতে হবে কোন মাসুল ভাই বলে বসে এই চেক দেয়া টা সম্ভব না। আল্লাহ সহজ করুন আমীন।

আল্লাহ আমাদের আদেশ দিয়েছেন শয়তান এবং তার আউলিয়াদের ভয় না করতে এবং শুধু আল্লাহকেই ভয় করতে। এটা আমাদের উপরে হুকুম। আসলে বিষয় টা তো এমন যে ভয় তো আসলে তাদের পাওয়া উচিত! যারা আল্লাহর সাথেই যুদ্ধ ঘোষণা দিয়েছে যারা আল্লাহর সাথেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তারাই যদি ভয় না পেয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেরাতে পারে তবে আল্লাহর বান্দা হয়ে আমাদের ভয় পাওয়া টা খুবই লজ্জাজনক!

আর একটা কথা এমন যে - খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃ যখন রোমানদের সাথে কঠিন যুদ্ধে লিপ্ত এমন সময়ে তিনি রাতে টহলে বের হতেন। মুসলিম আর্মি ঘুমিয়ে গেলে তিনি একাই ঘোড়া নিয়ে বের হয়ে যেতেন শত্রু দলের খবর জানার জন্য। উনার এমন কাজ দেখে মুসলিম রা বলত আপনি এ কি করছেন! আপনি হচ্ছেন সেনাপতি, আল্লাহ না করুন যদি আপনার কিছু হয়ে যায়! অন্তত আমাদের মধ্যে থেকে কিছু সৈন্য নিয়ে তো যেতে পারেন! খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃ কি বলছিলেন? তিনি বলেছিলেন - তারা আমার কি ই বা করবে? তোমরা কি রাসুল সাঃ এর সেই হাদিস শুনোনি? রাসুল সাঃ বলেছেন যারা আল্লাহর স্মরন করে আর যারা করেনা তাদের উদাহরন হচ্ছে জীবিত আর মৃতের মত। হাজার হাজার মৃত

সৈন্যের এক সেনাদল আমার কি ক্ষতি করতে পারে! আমি তো জীবিত, তারা তো মৃত! শত্রুর ব্যাপারে এই ছিলো খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃ বুঝ - সুবহান আল্লাহ!

খাস ভাবে ভয় দূর করার জন্য আমরা কিছু বিষয় আমল করতে পারি ইনশা আল্লাহ

১। কুরআন এর মাধ্যমেঃ কুরআনের সেই সমস্ত আয়াত যেগুলো তে আল্লাহ মুমিনদের ভয় না পেতে, হতাশ না হতে, আল্লাহ উপরেই শুধু তাওয়াক্কুল করতে বলেছেন, যেসব আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে আল্লাহর সাহায্য, নুসরা এর কথা বলে দিয়েছেন সেগুলো কে মুখস্ত করা, বার বার আলোচনা করা, সম্ভব হলে সেগুলোর তাফসির, শানে নুজুল এগুলো জেনে রাখা। এবং এই আয়াত গুলো কে বার বার তিলাওয়াত করতে থাকা। ভয়ের মুকাবেলায় এই আয়াত গুলো কে ব্যাবহার করা। যেমন একটা আয়াত –

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا

আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের ভালো করেই জানেন, অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট, এবং সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহই যথেষ্ট। (নিসা ৪৫)

যেমন আরেকটি আয়াত হচ্ছে –

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

এই লোকেরা হচ্ছে শয়তান তোমাদের কে তার আউলিয়াদের ব্যাপারে ভয় দেখায় - তোমরা তাদের কে ভয় করোনা, আমাকেই ভয় কর, যদি তোমরা প্রকৃতই মুমিন হয়ে থাকো। (আল ইমরান ১৭৫)

এমন আরো অনেক আয়াত আছে যেগুলো তে আল্লাহ সরাসরি মুমিনদের হতাশ হতে, ভয় পেতে না করেছেন। শুধু তাই নয় কাফেরদের চক্রান্তের ব্যাপারে আল্লাহ নিজে জিম্মাদারি নিয়েছেন এবং কাফেররা আল্লাহকে পরাস্ত করতে পারেনি, পারবে না, তারা আল্লাহর পরিকল্পনার বাইরে নয়, তারা পরাজিত হবেই, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে উদাসিন নন। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

স্মরন কর সেই সময়ের কথা যখন কাফের রা তোমাকে বন্দি করার কিংবা হত্যা করার কিংবা দেশ থেকে বের করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছিলো, তারাও চক্রান্ত করছিলো আর আল্লাহও পরিকল্পনা করেছিলেন - আল্লাহই হচ্ছে সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী। (আনফাল - ৩০)

আল্লাহ মুমিনদের জন্য যথেষ্ট এমন অনেক আয়াত আল্লাহ আমাদেরজন্য নাজিল করেছেন। এই আয়াত গুলো কে বাস্তবে নিয়ে আসা, যেমন শাইখ আওলাকি রহঃ বলতেন সাহাবারা কুরআনের সাথে বাচতেন। কুরআন কে নিয়ে বাচতেন। তাই আমাদের এই আয়াত গুলো কে নিয়ে বাচতে হবে অন্তত ভয়ের সময় এই আয়াত গুলো দিয়ে ভয় কে মুকাবেলা করতে হবে।

২। আসমা ওয়াস সিফাত - এর আলোচনার মাধ্যমেঃ আল্লাহর গুনবাচক নাম গুলো ভালো ভাবে বুঝা এবং নামের সিফাত এর পরিব্যাপ্তি, আল্লাহ নাম সমুহ এবং নামের সিফাত কিভাবে আমাদের জিন্দেগী এবং আসমান এবং জমিন সমুহতে পরিব্যাপ্ত তা জানা দরকার। আসমা ওয়াস সিফাত এর উপরে ঈমান এবং ইয়াকিন থাকলে এই সমস্ত ভয় মুকাবেলা ইনশা আল্লাহ সহজ হয়ে যাবে। এছাড়া আল্লাহর গুনবাচক নাম সমুহ এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে বলা হয়েছে। আল্লাহর নাম সমুহের মধ্যে এমন কিছু নাম আছে যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসমে আজম বলেছেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এগুলো এমন কিছু নাম যা দ্বারা চাইলে তাকে দেয়া হয়, তার দুয়া কবুল করা হয়। [হাদিস দ্রষ্টব্য]

৩। নিজেকে আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর সৈন্য মনে করাঃ কারন আমাদের এই যুদ্ধে দুই টা দল। একটা হচ্ছে শয়তানের দল আরেক টা হচ্ছে আর রহমানের দল। এই দুই দলের সৈন্য রা এক না। আর রহমানের সৈন্য রা আল্লাহর সাহায্য নিয়ে যুদ্ধ করে, তাদের সাথে থাকেন আল্লাহ নিজে এবং আল্লাহর এমন সেনাবাহিনী দিয়ে তাদের সাহায্য করেন যাদের ব্যাপারে কেউ জানেনা।

৪। আল্লাহর ভয় নিজের মধ্যে উপস্থিত রাখাঃ কারন আল্লাহর ব্যাপারে ভয় এমন এক অদ্ভুত নিয়ামত যে শুধু মাত্র আল্লাহকেই সব ব্যাপারে ভয় পায় আল্লাহ তার থেকে অন্য সব ভয় দূর করে দেন, বরং অন্য সব কিছু তাকে ভয় পায়।

দ্বিতীয় হচ্ছে দুনিয়ার থেকে আলাদা হয়ে যাওয়াঃ

দুনিয়ার ব্যাপারে বিতৃষ্ণা আসা, দুনিয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট বিরক্ত হওয়া। আমাদের প্রায় সবারই অন্তরে দুনিয়ার মুহাব্বাত থাকে কম কিংবা বেশি। দুনিয়ার মুহাব্বাত আমাদের কে দুনিয়ার সাথে পেরেকের মত আটকায়ে রাখতে চায় আর আখিরাতের পথের দিকে হাটতে ভয় দেখায়। দুনিয়া যার দিলে যতটুকু কাছে থাকে আখিরাত তার দিল থেকে তত দূরে থাকে। জিহাদ এর কাজ এমন এক কাজ এই কাজে দুনিয়ার সাথে মুহাব্বাত থাকা খুব বিপদের কারন। এই দুনিয়া, দুনিয়ার পেরেশানি, চিন্তা আমাদের অনেক চিন্তা ভাবনা কে প্রভাবিত করে এমন কি কাজের উপরেও প্রভাব ফেলে।

আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন অধিকাংশ মানুষ ই কিন্তু দুনিয়ার উপরে হতাশ, তারা ক্লান্ত! এই দুনিয়া তাদের কে পরিতৃপ্ত করতে পারেনি, যা পারার কথাও না। কিন্তু শুধু মাত্র এই দুনিয়াতে আরো কিছু দিন টিকে থাকার জন্য এত কস্টের পরেও মানুষ দুনিয়াকে ছাড়তে চায়না, নিজেকে মিথ্যা প্রলোভন দেখায়। আজ না হোক, ৫ বছর, ১০ বছর পরে আমি সুখী হবই, আর এই ফিতনাই তাকে কবর পর্যন্ত নিয়ে চলে যায়না। আল্লাহ যা সুরা তাকাসুরে ইঙ্গিত করেছেন। তাই বলছিলাম যেহেতু মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই দুনিয়ার জিন্দেগী নিয়ে পেরেশান, এখন শুধু দরকার এই বাধন টা আলগা করে দেয়া। মানুষ দুনিয়া কে ছাড়তে চায়না কারন দুনিয়া ছেড়ে দিয়ে সে কোন দিকে তাকাবে সেটা দেখতে পায়না। তাই আমাদের কে ভাইদের সামনে দুনিয়ার বাধন আলগা করে দেয়ার জন্য আখিরাতের জিন্দগির সাথে বেশি বেশি পরিচয় করাতে হবে। উঠতে বসতে হবে যখনই সম্ভব।

আর এক্ষেত্রে রাসুল সাঃ এর শিক্ষা পদ্ধতি আমরা গ্রহন করতে পারি রাসুল সাঃ সাহাবাদের যখনই সুযোগ পেতেন বাস্তব কোন ঘটনার সাথে মিলিয়ে শিক্ষা দিতেন। যেমন সেই হাদিস - একজন মা তার হারানো ছেলে কে ফিরে পেয়ে আদর করছিলেন আর সে ঘটনা দেখিয়ে রাসুল সাঃ আল্লাহর ভালোবাসা সম্পর্কে সাহাবাদের শিক্ষা দিলেন। তিনি সাঃ এমন ভাবে যখনই কোন বাস্তব ঘটনা

আসতো যেখানে শিক্ষা আছে তিনি সেটার মাধ্যমে সাহাবাদের শিক্ষা দিতেন। আমাদের উচিত হবে এমন বাস্তব ঘটনা বা বর্তমান দুনিয়ার জীবনের নোংরা, কঠিন বাস্তবতা গুলো কে সামনে নিয়ে এসে শিক্ষা দেয়া। এই যেমন ধরেন মানুষ আজ খাচায় বন্দী, বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট - কিন্তু দেখেন সবাই খাচার ভিতরে। এক খাচা থেকে মানুষ আরেক খাচার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, এই খাচা থেকে অফিসে যায় অফিস থেকে এই খাচায় ফিরে আসে। আল্লাহ কি এই জন্যই আমাদের সৃষ্টি করেছেন? এটা ই কি আল্লাহর প্রতিনিধিদের অবস্থা হবার কথা ছিল? এরকম আমাদের প্রতিদিনের জীবনে অসংখ্য উদাহরন আছে যা একজন বিবেকবান মানুষের জন্য চিন্তা করে দেখার জন্য যথেষ্ট। এভবে বার বার এরকম আলোচনা এবং একই সাথে জান্নাতের জিন্দেগীর বর্ণনা তার সামনে থাকবে তখন ইনশা আল্লাহ সে নিজেই একদিন আল্লাহর তাউফিকে দুনিয়ার জিন্দেগি ছেড়ে দিয়ে জান্নাতের জিন্দেগী বেছে নিবে। দুনিয়ার মুহাব্বাত কে আলগা করার বেপারে কিছু বিষয় আমল করতে পারি ইনশাআল্লাহ

১। দুনিয়াকে ভালো ভাবে চিনা দুনিয়া কি এটা বুঝাঃ আমাদের সবার আগে বুঝা উচিত এই দুনিয়া কি? এর স্বরূপ কি? এটা খুব ভালো ভাবে বুঝা এবং তা আমাদের ইয়াকিনে নিয়ে আসা জরুরী। ইয়াকিন হচ্ছে ইমানের সেই অবস্থা যা আমাদের কাজ কে নিয়ন্ত্রন করে। দুনিয়া কে বুঝা আমাদের জন্য অনেক অনেক জরুরী। কারন এই দুনিয়াই হচ্ছে আমাদের পরীক্ষার জায়গা। এখন পরীক্ষার জায়গা কেই যদি ঠিক মত আমরা না জানি তাহলে সেটা অনেক বড় ভুল হয়ে যাবে। আসলে যদি আমরা বাস্তবতা দেখি তাহলে অনেক ভাই আছেন যারা আলহামদুলিল্লাহ পাক্কা দ্বীন বুঝেন এবং আমল ও করেন মাশাআল্লাহ। কিন্তু দুনিয়ার ফিতনা উনাদের কাছে পরিষ্কার না। দুনিয়া এমন একটা কিছু যাকে মুল্য দেয়ার কিছু নাই। যার কোন মুল্য নাই, যেটা ছলনা, প্রতারনা, ধোকা, কৌতুক, নস্ট পচা গলিত মৃত পশুর দেহের মত কিংবা এর চেয়েও খারাপ। দুনিয়া সম্পর্কে আল্লাহ অনেক আয়াত নাজিল করেছেন - **وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ** কিন্তু এই দুনিয়া আমাদের সামনে এক ভিন্ন বাস্তবতা নিয়ে হাজির থাকে। প্রতিটি মানুষের জীবনে যদি ১০০ টি চিন্তা থাকে তবে তার ৮০ টির অধিক চিন্তা থাকে শুধু রিজিক নিয়ে! সুবহান আল্লাহ! হয়ত সবার না, কিন্তু আম ভাবে আমাদের হাল এমনই। আর এই কথা গুলো বলা অনেক সহজ কিন্তু আমল কঠিন, কারন দুনিয়ার

এই বাস্তবতা আসলে আমাদের অস্থি মজ্জায় ঢুকে যায়, আমাদের চারপাশ আমাদের পরিবেশ আমাদের সমস্ত কিছু আমাদের কে শুধু দুনিয়াই শেখায়। তাই প্রথম কাজ - দুনিয়া কে চিনা। আল্লাহ দুনিয়ার যে রুপ আমাদের সামনে বর্ণনা করেছেন তার উপরে ইয়াকিন নিয়ে আসা।

২। আখিরাত কে চিনাঃ দুনিয়ার অবস্থা যখন পরিষ্কার হয়ে যাবে তখন এর বিপরিতে আল্লাহর ওয়াদা আখিরাতকে ও জানতে হবে। কারন আল্লাহর দুনিয়াকে ঠেলে দিয়ে জান্নাতের ব্যাপারে আগ্রহি হতে বলেছেন। তাহলে আমাদের কে অবশ্যই জান্নাত কে জানতে হবে,এবং জাহান্নামকেও। এখন শুধু জানাই যথেষ্ট না। এটা এমন হতে হবে যে দুনিয়ার কোন হাই স্যালারির চাকরি আমাকে যেমন উৎসাহিত করে জান্নাতের বর্ণনা আমাকে যেন তার চেয়েও বেশি উৎসাহিত করে যদিও আসলে এখানে এই তুলনাটাই ঠিক না। জান্নাত এবং জাহান্নাম কে আমাদের সামনে রেখে বাচতে হবে। জান্নাত এর কথা চিন্তা করে উৎসাহিত হতে হবে আর জাহান্নামের কথা চিন্তা করে নিজেকে হারাম থেকে নিয়ন্ত্রন করে রাখতে হবে। এই দুই এর ইয়াকিন ছাড়া দুনিয়ার মায়া কাটানো অনেক কঠিন।

৩। মৃত্যু কে বেশি বেশি স্মরন করাঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন - বেশি বেশি মৃত্যুর স্মরন দুনিয়ার স্বাদ কে নষ্ট করে দেয় (আও কামা কলা আলাইহিস সালাম)

৪। দুনিয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনের সীমারেখা ঠিক করাঃ আমাদের চাহিদা অফুরান, যা কখনো শেষ হবার না। এই চাহিদাই মানুষ কে দুনিয়াতে ব্যাস্ত রাখে। তাই নিজের চাহিদার উপরে লাগাম পরানো। আমরা যদি আমাদের চাহিদা গুলোকে নিয়ন্ত্রন করতে পারি ইনশা আল্লাহ কমপক্ষে অর্ধেক দুনিয়া আমাদের থেকে মরে যাবে। যেমন একটা জামার দাম হতে পারে ৫০০০, আবার হতে পারে ৩০০০ আবার হতে পারে ১৫০০ আবার হতে পারে শুধুই ৩০০। এখন আমাদের কে ঠিক করতে হবে আমার দুনিয়ার জন্য আমি কত টুকু বরাদ্দ করব। এই ভাবে আস্তে আস্তে প্রতিদিন দুনিয়া কে একটু একটু করে কাটা শিখতে হবে, তাহলে একদিন দুনিয়া মরে না গেলেও অন্তত নিয়ন্ত্রনে থাকবে ইনশা আল্লাহ। এটা একদিনে হবেনা, বরং মাসের পর মাস কিংবা বছরের পর বছর এমন কি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই ভাবে দুনিয়াকে কাটতে হবে ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের জন্য আমাদের কাজ কে সহজ করুন, আর আমাদের ভুল ভ্রান্তি ভরা কাজকে কবুল করুন। আমীন(সংগ্রহীত)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৪১৮

যমুনা টেলিভিশনের রিপোর্ট বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ নিয়ে: কিছু কথা ও জরুরী কিছু নথিপত্র

saif abdullah

Moderator

১২-০২-২০১৯

যমুনা টেলিভিশন একটি রিপোর্ট করেছিল বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ নিয়ে। সেই রিপোর্টে হুজি-বি (হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ) এর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রাহিমাহুল্লাহ এর নাম বলা হয়েছে। শায়খুল হাদিস রাহিমাহুল্লাহ হুজি-বি এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না, এবং এর সদস্যও ছিলেন না। যমুনা টিভির এহেন মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যুক্তিসঙ্গত এবং উচিৎ বলে মনে করি। তবে প্রতিবাদ করতে গিয়ে কওমি উলামায়ে কেরাম এবং তলাবা যেধরনের ভাষা ব্যবহার করছেন তা অবাক হবার মতো। শুধু অবাক না, ব্যাথিত হবার মতো।।

কথাটি মিথ্যা এবং মিথ্যাটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত, এটুকু ঠিক আছে। কিন্তু হুজি-বির প্রতিষ্ঠাতা বলা হচ্ছে, এটার প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, 'জঘন্য অভিযোগ', 'ন্যাক্কারজনক অভিযোগ' 'ঘৃণ্য অভিযোগ' – ইত্যাদি। যা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে হুজি-বি এর নেতা হওয়া মনে হয় খুব নোংরা, খারাপ কোন কাজ। এ যেন চুরি করা, বা মদ খাওয়া বা আরো খারাপ কিছু। এমনভাবেও কথা বলা হচ্ছে যে হুজি-বি এক ফালতু সংগঠন, যাদের সাথে কওমি ঘরানায় আজকের যারা মুরুব্বী আছেন তাদের কারো মনে হয় কস্মিনকালে কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁরা মনে হয় শুরু থেকেই এই "গোমরাহ", "জঙ্গি", "সন্ত্রাসী"দের বিরুদ্ধে ছিলেন।।

যমুনা টিভি মিথ্যাচার করেছে, এবং শয়তানী কোন উদ্দেশ্য নিয়ে মিথ্যাচার করেছে। এটি আমিও মনে করি। এবং তাদের জন্য ঘৃণা ব্যাতীত অন্য কিছু আমার অন্তরে নেই। কিন্তু ইতিহাসের বিকৃতি আজ শুধু যমুনা টিভির দিক থেকে হচ্ছে না। যারা যমুনা টিভির মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে বলছেন। প্রতিবাদ করতে গিয়ে তাঁদের অনেকে নিজেরাও ইতিহাসকে বদলে দিচ্ছেন। আজকে যারা হুজির সাথে সম্পর্ককে 'জঘন্য, ঘৃণ্য, ন্যাক্কারজনক' ইত্যাদি মনে করেন তাঁদের অনেকের মুরুব্বিরাই

একসময় হুজি-কে সমর্থন করেছেন। আর আজ যারা এমন কথা বলছেন তাদের অনেককে অল্প কিছুদিন আগেই আমরা দেখেছি হুজি-বি এর কথা বলে গর্ব করতে। জিহাদের ময়দানে নিজেদের অবদানের প্রমাণ হিসাবে যারা একসময় হুজির কথা বলতো আজকে তারাই এটা বেমালুম অস্বীকার করতে চাচ্ছে।।

হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী বাংলাদেশ, ছিল মুহাজির ও আনসারদের একটি সংগঠন। যার নেতারা খোরাসানের মহাকাব্যিক ভূমিতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। আরাকানের পাহাড়ে মগ-মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন, এবং বাংলাদেশেও কর্মকান্ড চালিয়েছেন। তাঁদের ভালো কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন ভুলত্রুটিও ছিল। যার মধ্যে সবচেয়ে বড় ভুল ছিল পাকিস্তানের আইএসআই এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন গোয়েন্দা বাহিনীকে বিশ্বাস করা। এই মুরতাদরা বিভিন্ন প্রতারণা ও কূটকৌশলের মাধ্যমে তাঁদের আরাকানের জিহাদকে নষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ভুলত্রুটি সত্ত্বেও এ কথা ভুলে যাবার এবং অস্বীকার করা সুযোগ নেই যে হরকাতুল জিহাদের নেতা ও সদস্যবৃন্দ মুসলিম, মুজাহিদ। তাঁরা বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসার সন্তান। উলামা ও তলাবা। কিভাবে তাঁদের সাথে সম্পর্ক থাকা আজ হঠাৎ ঘৃণ্য বা ন্যাক্কারজনক কিছু হয়ে গেল?।

বড় আফসোসের ব্যাপারে। কওমি অঙ্গনের অবস্থা আজ এমন পর্যায়ে এসে গেছে যে শুধু তাগুতের বদনজরে পড়া থেকে বাঁচার জন্য জিহাদের সকল নামগন্ধ তাঁরা শরীর থেকে মুছে ফেলতে পেরেশান হয়ে গেছেন। একটি জিহাদি দলের সাথে সম্পর্ক, এটাকে তাদের কাছে খুব নোংরা কিছু মনে হচ্ছে।।

এই প্রবণতা পুরনো। তবে এখন অনেক তীব্র পর্যায়ে পৌছে গেছে। তাগুতের বদনজর থেকে বাঁচতে গিয়ে 'কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরি হয় না' এ কথাটা তো একরকম মন্ত্রের মতোই হয়ে গেছে। আর বড়রা এই মন্ত্র জপতে জপতে আজ ছোটদের এমন এক প্রজন্ম বের হয়েছে যারা এই স্পষ্ট ইতিহাসকে শুধু অস্বীকারই করছে না, বরং যে মুজাহিদদের প্রশংসা তাঁদের বড়রা করেছিলেন তাঁদেরকে 'গোমরাহ' থেকে শুরু করে অনেক কিছু বানিয়ে ফেলছেন। এই কারণে মনে হল, ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার। যারা ৯৬-২০০৬ এই সময় দেখেছেন তাঁরা তো ইতিমধ্যে জানবেন যে আমার কথা সত্য না মিথ্যা। কিন্তু যারা দেখেননি তাঁদের জন্য কিছু প্রমাণ দিচ্ছি।।

হুজি-বির ব্যাপারে বাংলাদেশের অনেক মুরব্বির কিছু বক্তব্যের স্ক্রিনশট দিচ্ছি। এখানে কাদের কাদের নাম আছে এবং কী কী বলা হয়েছে সেটা পাঠক নিজেই যাচাই করে নিবেন। তারপর বিবেচনা করবেন যে সত্য ইতিহাস কোনটা। সাথে আরও চিন্তা করবেন কে, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে, ইতিহাস বিকৃত করে। ভেবে দেখবেন, যমুনা টিভি কেন ইতিহাস বিকৃত করে, আর মূলধারার দাবিদারেরাও বা কেন ইতিহাস চাপা দিতে চায়।।

নিচের ছবিগুলোর ব্যাপারে সংক্ষেপে বলি –

নিচের ছবিগুলো মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের প্রকাশিত বিভিন্ন দলিল থেকে নেয়া। ২০০১ এর পর থেকে আফগানিস্তানে, পাকিস্তানে এবং অন্যান্য স্থানে বন্দী এবং শহীদ হওয়া মুজাহিদিনের কাছ থেকে মার্কিন সেনারা যেসব দলিলাদি যোগাড় করতে সমর্থ হয়েছে, সেগুলোর বেশ কিছু ২০০৫ এর পর থেকে তারা প্রকাশ করে। এগুলোর নাম দেওয়া হয় হারমনি ডকুমেন্টস (অনেকটা এবোটাবাদ ডকুমেন্টস এর মতো)।।

এই হারমনি ডকুমেন্টের মধ্যে একটি ডকুমেন্টে দেখা আল-[কায়ে]দা এর নেতৃবৃন্দের কাছে হুজি-বি এর ব্যাপারে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম এর সাক্ষ্য পাঠানো হয়েছে (উল্লেখ্য এখানে শায়খ জালালুদ্দিন হাক্কানীসহ পাকিস্তানি ও আফগানী অন্যান্য মুজাহিদিনের প্রশংসাপত্রও আছে)। আমি সেখান থেকে অল্প কিছু স্ক্রিনশট দিলাম। এগুলোর ইংরেজি অনুবাদও আছে, আপাতত শুধু আরবীই দিলাম। এই ডকুমেন্টের নাম্বার [AFGP-২০০২-] ৮০০৯২৮। সবগুলো ফাইল অনলাইনে পাওয়া যায়। যে কেউ নামিয়ে দেখতে পারেন। এখানে লিঙ্ক দিলাম না কারণ ফেবু আটকে দিতে পারে। আর হারমনি ডকুমেন্টের ব্যাপারে জানতে দেখুন https://en.wikipedia.org/wiki/Combat..._Center।।

বুঝদার পাঠক এগুলো পড়ে পরে সিদ্ধান্ত নিন, বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসার উলামায়ে কেরাম কোন ইতিহাস স্বীকার করবেন আর কোন ইতিহাস অস্বীকার করবেন। কোন অতীত আলিঙ্গন করবেন, আর কোনটি লুকাবেন? সেই সাথে এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া দরকার যে গোমরাহ কে? হুজি যদি গোমরাহ-ই হয়, এবং যারা জিহাদ করে তাঁরা যদি গোমরাহই হয়, তাহলে যারা ছবির এ কথাগুলো

বলেছিলেন তাঁরাও কি গোমরাহ? তাঁরা কি আগে গোমরাহ ছিলেন এখন হক হয়েছেন? নাকি আগে হক ছিলেন এখন গোমরাহ হয়েছেন?।

হক্কানিয়াত ও গোমরাহির নতুন পার্থক্য রেখা কখন টানা হয়েছে? ৯/১১ ও 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে' আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষনার পর কি? আজকে এড়িয়ে গেলেও মূলধারার দাবিদারদের একদিন এসব প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে। (সংগৃহীত)

AFGP-2002-800928

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

স্থাপিতঃ ১৯৭১ ইং

ফোনঃ ২১০২৬২

الجَامِعَة الاهْلِيَّة
دَارُالْعُلُوم مُعِيْنُ الاسْلام هَاثْهَزَارِيْ
شيتا غونغ - بنغلاديش
اسست عام ١٩٧١م

আল-জামেয়াতুল আহলিয়া
দারুল উলুম মুঈনুল ইছলাম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম-৪৩৩০
বাংলাদেশ।

تاريخ: ٣ / ١٤٢٧ هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الامر

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد/

فيطيب لى أن أزكى (حركة الجهادالاسلامى) مع توفير الثناء عليه- ولا أزكى على الله احدا- بانها منظمة دعوية جهادية ترمى من خلال نشاطا تها المتنوعة فى شتى الميادين فى انحاء العالم من نفخ روح الجهاد الاسلامى فى نفوس المسلمين بالمعنى الصحيح, ليقوموا بالجهاد ايمانا وعملا متزودين فى سبيله حكمة وعلما, مستعدين من الداخل بقوة الايمان والتوكل ومن الخارج بالعدة والسلاح,

تومن هذه المنظمة بان الجهادهى السبيل الوحيدلاعلاء كلمةالله وبه يمكن اعادةمجد المسلين وعزهم كماكانوا هم فى الماضى امجادا واعزاء- وهذاكماقال عليه السلام اذاضن الناس بالدينار والدرهم وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم ذلافلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم (اى جهادهم) رواه احمد- وقال ابن القطان هذا حديث صحيح ورجاله ثقات وكذا قال الذهبى-

وهذه المنظمة تحتوى على شباب اولى الحماس والحفاظ للدين سبقت لهم جهود بالغة وتضحيات عظيمة فى جهادالافغان ضدسيطرة الروس والشيوعيين الغاشمين الملحدين حتى نصرهم الله وهزم الاعداء والاحزاب- ولله عاقبة الامور- والان هذه المنظمة تعمل فى شتى الميادين مثل كشمير والبوسنة والهرسك واركان المحتلة.

ولهذه المنظمة فرع هام فى بنغلاديش- يسمى بحركة الجهاد الاسلامى بنغلاديش،، تهدف خاصة الى فشل الاجراأت التعسفية واعمال العنف والطرد والتشريد التى تمارسها من السلطات البورمية الطاغوت البوذية الشيوعية ضد المسلمين الروهنجيين فى اركان المحتلة- وكذالك تقوم ببعض الاعمال الاغاثيه ايضا بين اليتامى والارامل وأسر الشهداء والمجاهدين حسب إمكاناتهم,

ومن موجبات السروروالبهجة ان فضيلة الاخ الفاضل/ **محمدعبد السلام مظهر على**، قدساهم بالنفس والنفيس فى الجهاد الافغانى طول سنوات مستمرة ويرأس علي حركة الجهاد الاسلامى بنغلاديش ويقودها عن جدارة كما يخطوها الى الامام فهوامير نواهل وكفاء لهذه الحركة وقائد لائق لها ولكن اهل هذه الحركة بأمس حاجة الى دعم أخوى ومساعدة مالية فأناشد نفسى والمسلمين جميعاوالجهات الخيرية الاسلاميه الى ان لايالوا جهدافى عون هذه المنظمة المخلصة فان الله لايضيع اجرالمحسنين

اخوكم المخلص

معالى الشيخ- احمد شفيع- حفظه الله تعالى
رئيس الجامعة الاهليه دارالعلوم معين الاسلام
هاثهزارى شيتاغونغ
• هيئة كبار العلماء بنغلاديش
• هيئة المؤتمر الإسلامي بنغلاديش

أحمد شفيع رئيس الجامعة
الأهلية-ماث مزارى
شتاغونغ-بنغلاديش

800928-003-0009

AFGP-2002-800928

(شيخ الحديث مولانا)
عـزيـز الحـق
شيخ الجامعة الرحمانية العربية
سات مسجد- محمد بور
داكا - بنجلا ديش
الهاتف ٨١٣٦٩.

(শাইখুল হাদীছ মাওলানা)
আজিজুল হক
৭/২ আজিমপুর রোড,
শাইখ—জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া
সাত মসজিদ—মোহাম্মাদপুর,ঢাকা।
ফোন: বাসা-৫০ ৯২ ৯৪ মাদ্রাসা-৮১ ৩৬ ৯০

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لأهله والصلاة لأهلها وبعد !

بان **حركة الجهاد الإسلامي بنغلاديش**، ، هى منظمة جهادية دعوية ولها أثر بالغ فى ساحة افغانستان، وانتب المجاهدين منها شاركوا الجهاد ضد سيطرة القوة الروسية فى معركة افغانستان، واستشهدوا فيها إثنا وثلاثون شبان البنغلاديشى، حتى إنتصروا الله وأعادوا التاريخ المجيد للمسلمين مرة ثانية فى العالم الإسلامى.

والمنظمة تعمل الآن باوسع نطاق فى معركة أركان (بورما) ضد القوة الكفرة البوذية ، وإهتزت حكومة بورما الغاشمة من نجاح المجاهدين، مما نحسن المستقبل الوضاء بمستقبل قريب « وماذلك على الله بعزيز»

فلذا انا أزكى منظمة «حركة الجهاد الإسلامى بنغلاديش» ورئيسها القائد الأستاذ/ **محمد عبد السلام** مظهر على أن الجهاد هى الوسيلة الوحيدة للإنقاذ والنجاة من المشاكل التى يواجهها المسلمون حالا.

المنظمة تقوم ببعض الإغاثة بين الفقراء والمساكين وتكفل باسر الشهداء الذين استشهدوا فى معارك شتى، وادت دورا بارزا فى حقل الدعوة الإسلامية ونشر عقيدة التوحيد الخالص وفق الكتاب والسنة، وليس لها موارد ثابتة لتغطية مصاريفها.

فنرجو من اهل البر والإحسان ان تمدوا إليها يد العون والمساعدة المادية والمعنوية، إن الله لايضيع أجر المحسنين، والله الموفق.

الجيد عزيز الحق
عزيز الحق
شيخ الحديث بداكا، بنغلاديش

رئيس الجامعة الرحمانية العربية
محمد بور داكا بنغلاديش

800928-003-0011

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৮৬৬

জিহাদ ও মুজাহিদদের ব্যাপারে সংশয়ে পতিত হওয়া

আবু মুহাম্মাদ

Senior Member

১২-১০-২০১৯

অনেক আছেন যারা, জিহাদের ব্যাপারে সবকিছু স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্নজনের কথায় বা তথ্যের ভিত্তিতে সংশয়ে পরে যান। হয়ত তাঁর উস্তাদ বা বড় কেহ তাঁকে কোন যুক্তি দিয়েছে তো সে তাই বিশ্বাস করে জিহাদের ব্যাপারে সংশয়ে পতিত হয়ে গেছেন। অথবা ফুরুয়ী কোন অংশ বা মাসয়ালা না বুঝার কারণে জিহাদী কাজ ও মানহাজ থেকে দূরে সরে গেছে বা বিরত রয়েছে।

যেমন কেহ বলল, জিহাদের ব্যাপারে সব স্পষ্ট কিন্তু কিছু মানহাজী ব্যাপারে অস্পষ্টতা আছে। তাই জিহাদী তানজিমে সংযুক্ত হচ্ছি না বা জিহাদে কাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরে কোন ফুরুয়ী বিষয়ে সন্দেহে পরে এই কাজই ছেড়ে দিয়েছেন।

আবার কিছু মানুষ আছেন, যারা মুজাহিদদের ব্যাপারে সংশয়গ্রস্থ। তারা জানে জিহাদ ফরজ কিন্তু কিছু সন্দেহের ফলে মুজাহিদদের সাথে সংযুক্ত হচ্ছে না। অথবা সংযুক্তির পরেও কোন তাদের কাজ নিজের যুক্তির অনুযায়ী না হওয়াতে বা তাদের ব্যাপারে কারো কোন অভিযোগ শুনেই তাদের সমালোচনা করছেন, বিরোধিতা করছেন। অথচ জানেন যে তারা জিহাদের পথে আছেন।

আবার অনেকে তানজীমের ব্যাপারে কোন সন্দেহ বা অভিযোগ তুলার সাথে সাথেই প্রভাবিত হয়ে যাচ্ছেন, প্রতিক্রিয়া সরূপ তাদের উপরে বিশ্বাসে ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে। তাদের সামষ্টিক মাশওয়ারার ভিত্তিতে গৃহীত কোন সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারছেন না। অথবা তানজীমের কোন ভাই বা মাসুলকে নিফাকী বা খিয়ানতের অভিযোগ করছেন, শরয়ী মাহকামার মধ্যে প্রমাণিত হওয়া ছাড়াই। এই অংশটা গুরুত্বপূর্ণ

এই সবই হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার ব্যাপারে ঈমানে ঘাটতির আলামত। এটার ফলাফল অনেক ভয়াবহ, যা তাঁকে একটা সময় দ্বীন থেকে সরিয়ে দেয়। এর কারণ বুঝার জন্যে, সামনের বিষয়গুলো একটু ফিকির করুন ইনশা আল্লাহ

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে তায়েফায়ে মানসুরার সিফাত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [٥:٥٤]

হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।

এখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা বলছেন, যখন সমাজের মধ্যে ইরতিদাদ ছড়িয়ে যাবে তখন একটা দলকে আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং তৈরি করে নিয়ে আসবেন। নিজে যাচাই-বাছাই করে নিয়ে আসবেন। সেই দলকে চিনার আলামত হচ্ছে ৬ টা। আর এই আলামতগুলো পুর্ণ বাস্তবায়ন করছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে মুজাহিদগন হচ্ছেন তায়েফায়ে মানসুরার সঠিক উদ্দেশ্য।

এখন যখন মুজাহিদদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার বাছাইকৃত তায়েফা হিসেবে গ্রহন করে নিয়েছি, তখন কর্তব্য হচ্ছে, তাদের সমস্ত আদেশ-নিষেধ, চিন্তা, কর্মপদ্ধতি, মানহাজ বা যে কোন সিদ্ধান্তকে পূর্ণরূপে গ্রহন ও বিশ্বাস করে নেয়া এবং অন্তর থেকে তা মেনে নেয়া। যতক্ষণ শরিয়াতের বিপরীত স্পষ্ট ও প্রমাণিত কোন ভুল না করবে, কোন ধরনের সংশয়, সন্দেহ, অসন্তুষ্টি বা বিরোধিতা করা যাবে না। যে যত কথা আর প্রশ্ন উত্তাপিত করুক, প্রভাবিত হওয়া যাবে না। তাদের উপর বিশ্বাসে কোন রূপ ঘাটতি বা কমতি আসা যাবে না।

কেহ যদি তাদের প্রতি কোন রূপ সন্দেহে পতিত হয়ে যায়, তাহলে এটা প্রমাণ করবে সে আল্লাহ্ তায়ালার বাছায়ের উপর সন্দেহ করছেন। সে ভাবছে, আল্লাহ্ তায়ালা এমন দলকে কাফেরদের বিপরীতে সাহায্য করছেন যারা সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত না। কারণ তারা তো আমার দৃষ্টিতে ভুল কাজ করছে।

রাসুলুল্লাহর হাদীস থেকেও এটা স্পষ্ট হয়, আমিরকে মান্য করার ব্যাপারে হাদীসের মধ্যে বলা হয়েছে,

إسمعو و أطيعوا و ان أمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله

তোমরা শ্রবন ও আনুগত্য কর যদিও তোমাদের উপর কোন হাবসী গোলামকে আমীর বানানো হোক, যতক্ষণ সে আল্লাহ্ তায়ালার কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করবে।

এখানে এটা বলা হয়নি, যতক্ষণ তোমার যাচাই ও মনমত নীতিমালা বা ফতোয়া দিয়ে পরিচালনা করবেন বরং বলেছেন যদি কিতাবুল্লাহর অনুযায়ী হয় তাহলেই যথেষ্ট। চাই সেটা আমার ফতোয়া, যাচাই বা মনের বিরুদ্ধে যাক বা মুয়াফেক হোক।

কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে তায়েফায়ে মানসুরার সিফাত পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া তাদের কোন কিছুর উপর সন্দেহ-সংশয় বা প্রভাবিত হওয়া জায়েজ নয়। হ্যাঁ, আপনি এটা করতে পারেন যে শত-শত কিতাব ঘেটে নিশ্চিত হয়ে নিন যে তারা আসলেই তায়েফায়ে মানসুরার সিফতের অধীকারী কিনা? এরপর যখন নিশ্চিত হলেন তখন আর সন্দেহ করা বা বিরোধিতা করার অধিকার নেই।

ঠিক তেমনিভাবে, কোন মুজাহিদ ব্যক্তিগতভাবে অনেক গোনাহ করতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ জিহাদের পথে আছে, নিশ্চিত হওয়া ছাড়া তাঁকে মুনাফিক ভাবা, খেয়ানতকারী বা গোমরাহিতে লিপ্ত ভাবার কোন অধিকার নেই। শরয়ী মাহকামায় প্রমাণিত হওয়া ছাড়া তাঁকে তাঁর প্রতি সন্দেহের অর্থ হবে, আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যপ্রাপ্ত কাউকে সাহায্যের উপযুক্ত নয় ভাবা হচ্ছে। যদি কারো ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে, তাহলে সঠিক মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে নিন, আর যদি সমস্যা

থেকেই থাকে তাঁকে শুধরানোর সুযোগ দিন। কিন্তু তা না করে এটা ছড়াতে থাকা বা ক্ষতি করার চেষ্টা করা ভয়াবহ অপরাধ।

আবার অনেকে জিহাদের কোন মাসয়ালার ব্যাপারে সংশয়গ্রস্থ হয়ে পরে। যেমন কেহ জিহাদ করতে হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহে পরে অথচ সে এক সময় নিশ্চিত ভাবেই জানত জিহাদের বিধান ফরজ। এটা ঈমানের পরিপন্থী।

বিষয়টা স্পষ্টের জন্যে একটা উদাহারণ, যখন আমরা বিশ্বাস করলাম আল্লাহ্ তায়ালা এক ও একক, তখন পৃথিবীর কোন নাস্তিকের যুক্তি যতই শক্তিশালী হোক, ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ তৈরি করতে পারবে? কখনোই না। ঠিক তেমন আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাসের সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার সমস্ত হুকুমকেও এমনভাবে বিশ্বাস করতে হবে, যাতে কোন সংশয়-সন্দেহে পতিত না হয়। শরিয়তের সমস্ত দলীল খুঁজে নিশ্চিত হয়ে নিন, জিহাদ ফরজে আইন। কিন্তু একবার যখন বিশ্বাস করেছেন তো যত দলীল আর যুক্তিই দেয়া হোক, জিহাদের বিধানের উপর ঈমান টলানো যাবে না।

যদি এমন হয় যে অমুক উস্তাদ এই বলেছেন, তমুক শাইখ সেই বলেছেন তো আপনার বিশ্বাস টলমল হয়ে যাচ্ছে, এর অর্থ আল্লাহ তায়ালার হুকুমের উপরেই আপনার ঈমান পূর্ণ হয়নি, আবার ঈমানকে শুধরিয়ে নিতে হবে। আল্লাহ তায়ালা রক্ষা করুন।

পূর্বের সমস্ত উপরাধের শাস্তি হচ্ছে সম্মানিত এক মুজাহিদ শাইখের ভাষ্যমতে, যখন আপনি একটা সন্দেহ বা সংশয়ে পতিত হবেন, অন্তরে একটা কাল দাগ পরবে, আরেকটা করবেন তো আরেকটা পরে। এই ভাবে পূরা ক্বলব কাল হয়ে যাবে। ফলে আর জিহাদ ও মুজাহিদদের সাথে থাকা সম্ভব হবে না। আল্লাহ্ তায়ালাই এই কাজ থেকে সরিয়ে দিবেন।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

হে আল্লাহ্, আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিন, বাড়াবাড়িগুলোকেও ক্ষমা করে দিন।

হে আল্লাহ্, আপনি ক্ষমা না করলে কেহ ক্ষমা করবে না, করতে পারবেও না।

হে আল্লাহ্, আমাদের ঈমানের ঘাটতির কারণে দ্বীনের পথ থেকে সরিয়ে দিয়েন না, ধ্বংস করে ফেলেন না।

হে আল্লাহ্, আমাদের দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে সর্বোচ্চ খেদমত ও মেহনত করার তাওফীক দান করুন। শহীদ হয়ে জান্নাতে যাওয়ার জন্যে কবুল করুন। আমীন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৯৪১